(নাটক)

অমৃতলাল বসু

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
৩৬৮, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬

১৩৫৪

নিবেদন

ভুবনেশ্বর তীর্থে শিল্পীদের কুটীরে তাদের নিজমুখে শোনা কাহিনী ও কিম্বদন্তীর মধ্য দিয়ে মনশ্চক্ষে প্রাচীন ভারতের যে রূপ দেখেছি, তাই আঁকতে চেষ্টা করেছি। অনিপুন তুলিতে, অকুশলী শিল্পীর হাতে, সে ছবি ঠিক ফোটেনা জেনেও স্পর্দ্ধা করেছি, তাই প্রথমেই ক্ষমা চাইছি।

"দেউলের" শিল্পীদের চরিত্র অবাস্তব নয়। আমার পরম সৌভাগ্য, আমি সাহচর্য্য লাভ করেছিলাম এদের। ভুবণেশ্বরে গৌরীমায়ের বরপুত্র বৈরাগী মহারাণা বাস করে। তার জীবনের যে পরিচয় লাভ করেছিলাম, সেই আদর্শে দেউলের শিল্পীর সৃষ্টি। অন্ধ গঙ্গাধরকেও ভুবনেশ্বরেই পেয়েছি—ভিক্ষুকরূপে নয়, স্বাবলম্বী আনন্দময় পুরুষ রূপে।

বইখানি যদিও নাটকরূপে রচনা করেছি, কিন্তু নাটকের প্রকৃত পদ্ধতি ও আকর্যণের অভাব হয়েছে তা অনুভব করি। অনেক ত্রুটি র'য়ে গেছে।

সুধীসমাজে সুপরিচিত শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয়ের উৎসাহে ও উপদেশে বইখানি প্রকাশ করবার সাহস করেছি। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহ করে বইখানির ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। আমার প্রথম রচনা এঁদের আশীস স্পর্শ পেয়েছে এ আমার পরম সৌভাগ্য।

পাত্রগণ

মহারাজা লাঙ্গুলী নরসিংহদেব	উৎকলের অধীশ্বর
জয়ন্ত	যুবরাজ
রেবন্ত	কুমার
প্রভাকর	রাজকবি
আর্ত্তত্রাণ	রাজগুরু
ত্রিলোচন	রাজপুরোহিত
পরীক্ষিৎ	রাজপুরোহিতের পুত্র, কবির জামাতা
পুণ্ডরীক	মহামন্ত্রী
চিন্তামণি	শিল্পাচার্য্য
দিবাকর	চিন্তামণির পুত্র
শিবনাথ	চিন্তামণির প্রধান শিষ্য
বৈরাগী	শিবনাথের পুত্র
গঙ্গাধর	চিন্তামণির অন্ধভৃত্য

পাত্রীগণ

মহারাণী লক্ষীঙ্করা	উৎকলের অধিশ্বরী
সাবিত্রী	জ্যেষ্ঠা রাজকন্যা
গায়ত্রী	কনিষ্ঠা রাজকন্যা
সুমিত্রা (সুজাতা)	রাজবধূ
চন্দ্রিকা (চন্দ্রা)	কবিজায়া

নন্দিনী	কবির কন্যা
প্যর্ব্বতী	চিন্তামণির স্ত্রী
মল্লিকা	দিবাকরের স্ত্রী
কলি	দিবাকরের কন্যা
মালতী	শিবনাথের স্ত্রী
উত্তমা যমুনা আরতি কেতকী ইত্যাদি	দেবদাসীগণ

দেউল

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

স্থান—চিন্তামণির শিল্পশালার অঙ্গন।

অদূরে আলিপনা বিচিত্রিত কুটীর সকল, নিকটে কারুখচিত দারুস্তম্ভ শোভিত, পাষাণ ভিত্তিযুক্ত বৃহৎ মৃন্ময়মণ্ডপে শিল্পশালা। মণ্ডপের ভিতরে ও বাহিরের অঙ্গনে, ক্ষোদিত প্রস্তর ও দারুখণ্ড নানাবিধ মূর্ত্তি ও আলঙ্কারিক কার্য্যে আকীর্ণ। সময় প্রত্যূষ।

একাকী অন্ধ গঙ্গাধর, উদয়োন্মুখ সূর্য্যের দিকে মুখ তুলিয়া, উদ্দেশে যুক্তকরে প্রণাম করিতেছে। প্রণামান্তে গাহিল।

(সারি)

ঐযে আলোর জোয়ার জেগেছে,
কার আলো ওই এলো, আমার কালো বুকের তলে,
এযে গহীন ঘন অতল কালো আঁধার ঘোর ;
মন ভুলানো, প্রাণ গলানো, চোখ-ঢুলানো চোর।

কোন স্বপনের ধন, গোপনের নয়ন জলে—
সব হারাণো, সব ফুরাণো কিছু যে নাই মোর ;
বন্ধু আমার বান্ধে বুকে ব্যাকুল বাহু ডোর,
নিজে এসে ভালবাসে, সে পরশে পাষাণ গলে।
কর বুলায়ে দে'য় ভুলায়ে ক্ষতি ক্ষয়ের জ্বালা,
দিই পরায়ে বিনা সুতার কান্না হাঁসির মালা,
বাঁধ ভেঙ্গে যায় প্রেম দরিয়ায় উছল ছলে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

স্থান—রাজপথ, কাল—প্রথম প্রহর,
কয়েকজন সৈনিকের প্রবেশ।

১ম সৈনিক। যাক্, দেখা যাচ্চে যুদ্ধবিগ্রহ এবার থাম্‌লো। এবার আমাদের মহারাজ তাঁর বিপুল রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা ক'রে সুস্থভাবে রাজ্য পালনের অবসর পেয়েছেন, আমরাও এইবার স্থির হ'য়ে সংসার-ধর্ম্ম পালন করে বাঁচি।

২য় সৈনিক। এ আবার বাঁচা কি ? খাও দাও আমোদ কর, দিব্যি ঢিমে তেতালা চালে দিন কাটাও। এও এক রকম সইচি, আবার শুন্‌চি নাকি কোথায় দেউল গড়বার কথা উঠেচে ? সে কি রকম ব্যবস্থা হবে তাও জানিনা ; যুবরাজ তো একেবারেই বেঁকে ব'সেছেন, আর তাঁর যখন অমত তখন তাতে আমাদের মন কি ক'রে খুসী হবে ?

৩য় সৈনিক। তাতে তোমার আমার ক্ষতিবৃদ্ধি নেই খুড়ো, আমরা রাজপুরীর বাঁধা মাহিনার সান্ত্রী পাহারা। কিন্তু যে সব

সাধারণ লোক, কারিকর, শ্রমজীবি, যুদ্ধের জন্ম হাতিয়ার ধরেছিল, বুকের রক্ত দিয়েছে, তাদের তো একটা পুরস্কার চাই ; তাদের দিন চালাবারও উপায় চাই।

২য় সৈনিক। কেন, মহারাজ আমাদের দয়ার সাগর ; যুবরাজ ত' তাঁরও চেয়ে বেশী, সকলের ত ভূমি, বৃত্তি, দোয়া আছে।

১ম সৈনিক। শক্তি থাকৃতে কেউ বসে থাকৃতে চায়? তা যদি পার্ত্তো তুমিও দিব্য আরামে ব'সে খাচ্চ', তবে ছটফট করো কেন বাবা ; যুবরাজের সঙ্গে শিকারে পালাও কেন?

দ্বিতীয়। (অট্টহাস্য করিয়া) কি জান মামা, ছোট বয়েস থেকে লড়াই ক'রে ক'রে এমনি হ'য়েছে, নিরিমিষ্যি আর ভাল লাগেনা। অস্ত্রগুলোও মাঝে মাঝে রক্তে না ধোয়ালে যেন ম'র্চ্চে প'ড়ে যায়। (হাস্য)

প্রথম। বয়স যখন কম ছিল, তখন মাঝে মাঝে ওরকম একটা নির্দ্দয় ভাব আমারও মনে আস্তো, কিন্তু হৃদয় ধর্ম্ম ক্রমেই বোঝালে, যে হত্যার আনন্দ যোদ্ধার নয়, মানুষেরও নয়, অত্যাচার থেকে দুর্ব্বলকে রক্ষাই যুদ্ধের উদ্দেশ্য, বীরের ধর্ম্ম। পরাজিত শত্রুকে, শরণাগতকে, সহানুভূতিই মনুষ্যত্ব—যথার্থ বীরত্ব।

দ্বিতীয়। তার মানে গায়ের জোর, রক্তের তেজ, চোখের জুৎ কমে গেলেই, মানুষ ধর্ম্মভীরু হয়। (হাস্য)

চতুর্থ। মুখ সাম্লে কথা বলো জানোয়ার, কা'কে কি বল্তে হয় কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছো? এখনি মাপ চাও।

দ্বিতীয়। সত্যকথা বল্তে আমি ভয় করিনে, চোখ রাঙ্গিয়ে ভয়

দেখাতে এসেছো আমাকে? জান, আমি তোমার মত দু'চারটেকে এক হাতে ঠিক্ ক'রে দিতে পারি।

প্রথম। শোন কিঙ্কর, এখনও আমি তোমায় চাপড়ে শোয়াতে পারি, অস্ত্র ধর্‌তে হয় না। আজ এই মাথার সব চুল শাদা হ'য়ে গেছে,—(উষ্ণীষ খুলিয়া ফেলিল, শুভ্রকেশগুলি ছড়াইয়া পড়িল) যদি রক্তের দাগ ধুয়ে না যেতো দেখতে সব লাল। বুড়ো হ'য়েছি বটে, কিন্তু গোদাবরী তট হ'তে বঙ্গভূমির সীমানা পর্য্যন্ত, সবযুদ্ধে মহারাজার পাশে স্থান পেয়েছি। গৌড়ের সুলতানদের সঙ্গে যুদ্ধে বারে বারে এদাস মহারাজার দেহরক্ষাব ভার পেয়েছে, আজও যে মহারাজ বৃদ্ধদাসকে দক্ষিণে:রাখেন, মিথ্যা মান্য দিয়ে নয়।

চতুর্থ। আহত যুবরাজকে পিঠে ব'য়ে কে এনেছিল, শত্রুব্যূহ থেকে?

তৃতীয়। শত শত্রুর মাঝখানদিয়ে, কে মূর্চ্ছিত মহাবাজকে নিয়ে, অসীম সাহসে শিবিরে ফিরেছিল, সেই গোদাববী তীরে?

চতুর্থ। ঠাকুর্দ্দার পায়ে অস্ত্র না ছুঁইযে আজ পর্য্যন্ত আমরা কেউ বেরিয়েছি?

পঞ্চম। ছোট থেকে ঠাকুরদার মুখে যুদ্ধের কথা শুনে শুনেই না যুদ্ধে বুক-বল হ'য়েছে আমাদের।

ষষ্ঠ। যা হবার হ'য়েছে কিঙ্কর, তুমি পা'র ধূলা নাও খুড়োর।

দ্বিতীয়। কি আর ব'ল্‌বো মামা, তুমি বুড়ো হ'য়েছো; আজ ছেলেদের সামনে নাহোক্ যা অপমান হ'লো।

চতুর্থ। কি কর্ত্তে? তরোয়ালের মর্চ্চে তুল্‌বে? পার্ব্বে না।

প্রথম। যেতে দাও এ সব কথা, তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে বাড়াবাড়ি কাজ

নেই। কিঙ্কর, আমি তোমায় একদিন হাতে ধ'রে হাতিয়ার ধ'র্তে শিখিয়েছি, তোমার ওপর আমার রাগ সাজে না।

দ্বিতীয়। রাগের কথাও তো কিছু বলিনি মামা।

ষষ্ঠ। যা হয়েছে এখন পা'র ধূলো নাও।

দ্বিতীয়। (পদধূলি লইতে উদ্যত হইল, প্রথম তাহাকে আলিঙ্গন করিল)।

প্রথম। এসো কিঙ্কর, মনে কিছু রেখ না—(সৈন্যগণ বৃদ্ধের পদধূলি লইল ও "জয় সর্দ্দারের জয়" বলিয়া উল্লাসে জয়ধ্বনি করিল)।

প্রথম। ছি, ছি, তোরা কি পাগল হ'লি ? বল—"জয় মহারাজের জয়, জয় যুবরাজের জয়"।

সকলে জয়ধ্বনি ও প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

স্থান আশ্রম, অদূরে নদী, সময় অপরাহ্ন, দেবদাসীগণ পুষ্প চয়ন, মাল্য, আভরণ প্রস্তুত, ফুল, ফল, আহরণে নিযুক্ত।

সুমিত্রা। (মালা গাঁথিতে গাঁথিতে) দেখ্ ভাই, আজকের আকাশ বাতাস, মন প্রাণ যেন উদাস ক'রে দিচ্চে।

উত্তমা। দেখ্ ও সব কথা আমাদের জন্য নয়, বাচালতা করিস্‌নি।

যমুনা। কেন, আমাদেরই তো হ'তে হবে উদাসী।

আরতি। না, উদাসী ভাল নয়, তা কেন হ'তে যাবো আমরা—আমাদের হ'তে হবে বৈরাগী।

সুমিত্রা। কেন উদাসী কি দোষ কল্লে ?

উত্তমা। বুঝতে পাচ্চোনা? যে উদাসী, তার মন কখন যে কি দেখে উদাস হয়ে বসে, কি নিয়ে ফিরে আসে, তার ঠিক্ নেই।

যমুনা। আর বৈরাগী? দুনিয়ার উপর বিমুখ হ'য়ে তবেনা লাভ ক'রেছে বৈরাগ্য? তার মন কিছু দেখেই বিচলিত হবার নয়।

সুমিত্রা। জগতের উপর যদি বৈরাগ্য হবে, মন শুষ্ক তিক্ত হ'য়ে যাবে, সে মন জগন্নাথকে দোবো কি ক'রে ভাই?

যমুনা। আমরা দেবো জগন্নাথকে মন? যিনি জগতের নাথ তাঁর কিসের অভাব? তিনি আমাদের মন নেবার জন্য ব'সে আছেন?

সুমিত্রা। তাঁকে যে নিতেই হবে ভাই, না হ'লে এ মন আর কে নেবে? কা'কে দোবো? তিনি জগতের নাথ ব'লেই তো তিনি জগতের ছোট বড় সবার সব নিতে বাধ্য। এ মন তাঁকে যে নিতেই হবে, তা যত ক্ষুদ্র হোক্ যত তুচ্ছ হোক্ না কেন।

উত্তমা। হ্যাঁ আরতি দিদি! তোমার বৈরাগী ঠাকুর কি বলেন?

আরতি। বৈরাগী ঠাকুর বলেন, তাঁর দানও নেই গ্রহণও নেই।

যমুনা। অত বড় বিরাটকেত' আমরা ধারণা ক'র্ত্তে পারি না দিদি, আমরা যাঁকে ভাবি, বুঝি না বুঝি খুঁজি, হয়ত' এজন্মে না হয় জন্মান্তরে কোন একদিন তাঁকে পাবো।

সুমিত্রা। হয় তো নয় রে ভাই, নিশ্চয়ই পাবো।

কেতকী। ঐ টুকু ছোট্ট ভরসা নিয়ে কি জন্ম জন্মান্তর ঘোরা যায়? "হয় তো" ভেবে যে একটা জন্মও কাটানো যায়নারে ভাই।

যমুনা। বেশী এগোতে যে ভয় করে ভাই, আমি যে বড় তুচ্ছ।

সুমিত্রা। আজও মনে হ'লে গায়ে কাঁটা দে'য়, যেদিন এ আশ্রমে প্রথম স্থান পাই সেদিনের কথা। পতিতার ঘরে জন্ম, যারা হীন জাতি, তারাও মুখ ফেরায়, যারা মুখ ফেরায় না, চেয়ে দে'খে, তাদের মুখে চোখে যা দেখেছি, সে কথা ভাবলে এই নিরাপদ আশ্রয়েও বুক শুকিয়ে যায়।

যমুনা। দিদি আমিও তো তাই, একটি মাত্র পথ ছিল আমাদের, ফুল দিয়ে ঢাকা, কাঁটা ভরা নরকের পিছল পথ; বাতির রোশনায়ে, রাতের বুকে, সে পথ হাতছানি দিয়ে ডাকে, কত না ইন্দ্রজাল দেখায়, এখানে এসে সূর্য্যের আলোয় ঝ'ল্‌সে গেল।

সুমিত্রা। নাইবা মন্দিরে বিগ্রহ স্পর্শের, পূজার অধিকার পেলাম্‌, ওই দেউলের দেবতা যে নিজে এসে এই ভাগ্যহারাদের বুকের দরজায় নাড়া দিয়ে তাঁরা সাড়া জানিয়ে যাচ্ছেন। মন্দিরে পূজা ক'র্ত্তে না পাই তাঁর দ্বারে দোলাবার ফুল পল্লবের মালা তো গাঁথতে পাই।

উত্তমা। এখানে যেদিন আসি, আমারও জীবনে সে দিনটি একটি বিশেষ দিন ব'লেই ধরা আছে। সর্ব্বনাশ মাথায় ক'রে জন্মে ছিলাম, শৈশবেই মা বাপ হারা, অনাথা। সর্ব্বনাশী ব'লে সবাই দূর, দূর ক'র্ত্তো, যদিও ক্ষতি সবার চেয়ে বিধাতা পুরুষ আমারই ক'রেছিলেন। কিন্তু জ্বালা যেন

আর সকলেরই বেশী হ'য়েছিল। সবার তাড়া খেয়ে, অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে, কুণ্ঠায় ম'রে বেঁচে ছিলাম। যেদিন ভগবতী এ আশ্রমে আশ্রয় দিলেন, আমার আজন্মের গ্লানি, ক্ষোভ, সব ধুয়ে মুছে গেল। হীন জাতির ঘরে জন্ম, বড় কোন অধিকারে দাবী করিনে; এই যে দেউলের আঙ্গিনায় আলপনা দিতে পাই, মার্জ্জনা ক'র্ত্তে পাই, আমি সার্থক হ'য়ে গেছি ভাই। আমি বেশ জানি, তাঁকে পাবোই পাবো; যার সব কেড়ে নিয়েছেন, তার কাছে আস্‌তেই হবে যে। যেন শুন্‌তে পাই,—কাণ পেতে নয়, মন পেতে শুনি,—আমার ভাঙ্গা বুকের আঙ্গিনায় তাঁর রাঙ্গাচরণের নূপুর বাজে, নূপুর বাজে গো।

(উত্তমা চোখ বুজিয়া মুখ নামাইল)

স্থমিত্রা। সত্যিরে ভাই সত্যি; সে পরশমণির পরশ যেন পাই, এই মনের বনে তাঁর শ্রী অঙ্গের মৃগমদ-চন্দন-গন্ধভরা বাতাস ব'য়ে যায়, এ দেহে নয় ভাই, এই প্রাণে তাঁর চরণের পরশ লাগে; দেহ, মন, প্রাণ পুলকে শিউরে ওঠে।

যমুনা। কেতকী, তুই অমন চুপ ক'রে আছিস্ কেন ভাই? আমরা যে যা বুঝি, যা খুঁজি সব ব'লেছি, তুইও বল ভাই।

(কেতকী নিরুত্তরে নতমুখে বিহ্বলের মত রহিল, স্থমিত্রা সস্নেহে তাহার চিবুক ধরিয়া মুখটি দেখিল)

স্থমিত্রা। থাক্ বোন থাক্, হয়ত' তুমি পাওয়ার মত পেয়েছো তাই ভাব আর ভাষা খুঁজে পাচ্চ না, কওয়ার কথা ফুরিয়ে গেছে।

যমুনা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) ভাই আমি যে কিছু পাই নি, ভরসাও ক'র্ত্তে পারি না, কি ক'রে ডাকৃতে হয় তাও জানি না।

আরতি। এতদিন তো খুব খুসী ছিলি, জন্ম জন্মান্তের উপর ভার দিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত ছিলি, আবার এরই মধ্যে কি হ'লো রে ?

যমুনা। কেতকী বল্ ভাই, আমার কি কিছু হবেনা ?

স্নমিত্রা। স্থির হও যমুনা, যখন চাওয়ার ব্যাকুলতা এসেছে তখন পাওয়ার পথ হ'য়ে গেছে।

আরতি। পথ কি অত সোজা মিত্রা ? তোমরা অনেক কান্না কেঁদেছো, হয়তো তাই পথের নিশানা জেনেছো। আমি ব্রাহ্মণের ঘরথেকে জন্ম সূত্রে অধিকারের দাবী নিয়ে এসেছি, নিশ্চিন্ত মনে উপনিষদের পাকা রাস্তা চিন্‌চি, কোন দিন পাবার জন্য ব্যাকুলতা আসেনি, যেন পৈত্রিক সম্পত্তি। জানিনা কোন মার্গে কতদিনে পাবো। আজ বুঝতে পাচ্চি সহজাত সহজ প্রেমেই সহজ ভাবে তাঁকে পাওয়া যায়। যমুনা কাঁদ্‌ছো না পেয়ে, কেতকী পেয়ে যদি থাকো তুমি কাঁদ্‌ছো কেন ? তুমি ত' শান্ত মেয়ে, এত আকুল হয়ে উঠেছো কেন ?

(যমুনা ও কেতকী পরস্পরের গলা ধরিল)

স্নমিত্রা। বুঝেচি কেতকী তুমি পেয়েছো, যমুনা চেয়েছে, তোমার পাওয়ায় আর ওর চাওয়ায় এক হ'য়ে আজ এই গঙ্গাযমুনা সঙ্গম হ'য়েছে।

(স্নভদ্রার প্রবেশ, তাহার বক্ষে বর্ম্ম, হস্তে ভল্ল ও চর্ম্ম কটীতে তরবারি, পৃষ্ঠে তীর ও ধনু)

সুভদ্রা। (সবিস্ময়ে) একি তোমরা এমন ভাবে কেন ? এমন ক'রে সব কাঁদ্‌ছো কেন ?

সুমিত্রা। ভদ্রা, কেন যে এ কান্না আমরা নিজেরাই জানি না।

সুভদ্রা। (অধীর ভাবে) নিজেরাই জানোনা মানে ? আজকাল তোমাদের এই রকমই হ'য়েছে, দেখ্‌তে পাই। চন্দ্রিকা দেবী আশ্রমে এসেছেন, তিনি তোমাদের সচকিত কর্ব্বার জন্য অন্তরালে দাঁড়িয়েছিলেন, তোমাদের এই সব উন্মত্ততা দেখে শুনে কি রকম বিমনা হ'য়ে গেলেন, আমিও আর সহ্য কর্ত্তে না পেরে তাঁকে ফেলে রেখেই চ'লে এলাম ; কেতকী ! তুমি ক্ষত্রিয় কন্যা, আমরা কর্ম্ম পথে চলি, ও সব ভাবের উচ্ছাস আমাদের জন্য নয়।

আরতি। ভদ্রা ! আমারও ধারণা ছিল, আমি ব্রাহ্মণ কন্যা, জ্ঞান পথই আমাদের প্রশস্ত, আজ বুঝেচি, জ্ঞানের সঙ্গে কর্ম্ম ও ভক্তির যোগ না হ'লে মুক্তির, তৃপ্তির, সম্ভাবনা নেই। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, স্বরস্বতী, গঙ্গা, যমুনা এই ত্রিবেণী সঙ্গমে আত্মার পূর্ণতা ও তুষ্ঠী।

সুভদ্রা। ভক্তিতে যদি ভাবের এতখানি উচ্ছাস আসে, তবে বাতুলতাই প্রকাশ হয়।

আরতি। জ্ঞান, কর্ম্ম, সাধনায় অর্জ্জন করা যায় ; ভক্তি দুর্ল্লভ, আজ প্রত্যক্ষ বুঝেচি।

(চন্দ্রাদেবী প্রবেশ করিলেন, তাঁহার পরিধানে শুভ্র কৌষেয় বাস, কণ্ঠে শুক্ল পুষ্পমাল্য, দুই হাতে শঙ্খের কঙ্কণ)

চন্দ্রা। আজ আমার সৌভাগ্য, আমি তোমাদের নির্ম্মল মনের মুক্ত দ্বারে এসে দাঁড়াবার অবসর পেয়েছি।

(সকলে চন্দ্রাকে প্রণাম করিল)

চন্দ্রা। আরতি! সত্যই জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, তিন মার্গ; সত্ত্ব, রজ, তম, তিনগুণ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চারি জাতির সংযোগ ভিন্ন কোন সমাজের, কোন আশ্রমের ভিত্তি দৃঢ় হয় না। কোন সাধনায় সিদ্ধি হয় না, কোনও তপস্যায় ঋদ্ধি হয় না।

আরতি। দেবী!

চন্দ্রা। দেবী আবার কেনরে? দিদি বল্, দেবী হ'তে চাইনে বোন, মানুষ যেন হ'তে পারি।

সুভদ্রা। আচ্ছা দিদি, এই যে ভাবের জোয়ারে এরা ভাস্‌ছে এতে কি কোন ফল হবে?

চন্দ্রা। বন্যার জল থাকে না, সরে যায়ই। কিন্তু যদি প্রকৃত ভাব হ'য়ে থাকে সে রসের বন্যা থাক্‌বেই, কেউ তার গতি রোধ ক'র্‌তে পার্ব্বে না। সে অলকানন্দার মুক্ত ধারা। একভাবে অনুপ্রাণিত, সব একমন, একপ্রাণ, এক পরম প্রিয়কে অনুসরণ ক'রে, এক প্রেম-বন্যাস্রোতে সব ওতঃপ্রোতঃ হয়ে যাবেই। সব ভেদ, নিষেধ, সব পাপ, তাপ ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, পাবন ধারায় ধুয়ে মুছে দেবে, মুক্তির মহাতীর্থে অবগাহন করে উঠবে সব শুচি শুদ্ধ স্নাতকের দল। তাদের জাতি নেই, জ্ঞাতি নেই, দোষ, গুণ নেই। সর্ব্বকুণ্ঠা বিরহিত 'বৈকুণ্ঠ' লাভ হবেরে।

উত্তমা। আচ্ছা দিদি! এই যে শবর বালিকারা দেউলের দোরেও

ঢুকৃতে পায় না, অথচ এই অচিন ঠাকুরের জন্য কত তাদের ব্যগ্রতা ; বনের ফল, মধু, মোম, শৃঙ্গ, চামর, কতনা সংগ্রহ ক'রে আনে ; ময়ুর-পুচ্ছ, বাঘ, হরিণ প্রভৃতির চর্ম্ম কস্তুরী, কত কি—

যমুনা। দিদি ওরাও তো তাঁকে পাবে ?

চন্দ্রা। পাবে কিরে ? পেয়ে গেছে তো ওরাই সবার আগে। সে যে মাঠে, ঘাটে, বনে, পাহাড়ে, গরু চরিয়ে, নৌকা বেয়ে, চুরি বাটপাড়ি করে বেড়ায় ওদেরি সঙ্গে।

আরতি। দিদি, আবার স্থরু কল্লে তুমি ছেলে ভোলান ? না, আজ ও সব হচ্ছে না ; আজ অকস্মাৎ কোন্ মুক্ত বাতাসের স্পর্শে, মুক্তি পেয়েছে তোমার ও ভিতরের লুকান মানুষটি ; সে হাঁসি দিয়ে, গান দিয়ে ঢাকা, কৌতুক মাখা, লীলায়িতা, চঞ্চলা, আনন্দময়ী দিদি নয়। এ গভীর, প্রশান্ত দেবী মূর্ত্তি। তাঁর সঙ্গে অনেক দিনের, নিত্যকারের চেনা পরিচয়। ইনি এই মাত্র প্রত্যক্ষ। এই তোমায় যেন কখন কখন চকিতে দেখতে পেয়েছি ; তখনই কৌতুকের গুণ্ঠন টেনে লুকিয়েছো। তোমার ঐ আয়ত চোখের দেখার ভিতর দিয়ে যেন কোন অদেখাকে প্রত্যক্ষ কর্ত্তে পাবো মনে হচ্চে ; দিদি আজকের এই পরমক্ষণ হ'তে বঞ্চিত ক'রোনা।

সুভদ্রা। আশ্চর্য্য ! এ যেন সেই রূপকথার ব্যাপার ; ঘুমন্তপুরী, রূপার কাঠির পরশ দিয়ে চির-ঘুমে অচেতন করা ; হঠাৎ

কোন দেবতার সোণার কাঠির ছোঁয়া লেগে সব শিউরে জেগে উঠেছে।

চন্দ্রা। ঘুম ভরা অন্ধকার, যেন টল টল ক'রছে অসীম কালোজল; তারি পরে, সেই মরণ-সায়রে ভাসছে মুকুলিত সব জীবন পদ্ম; কোন যাদুকরী, কোন বিস্মরণী মায়ার জাল বুনে দিয়েছে; তন্দ্রালস স্বপ্নঘেরা জীবন সব, মূর্চ্ছাতুর মন সব; সহসা সেই কালোর বুকে এলো এ কোন দেবতার, কোন হিরণ্যগর্ভের হিরণ্যদ্যুতি, সোণার আলো বন্যার মত এলো; সে আলোয় দলে দলে দল মেল্‌ছে হৃদয়-শতদল।

সুভদ্রা। দিদি তুমি ও কি আজ এদের মত বিহ্বল হয়ে গেছো? কি হ'য়েছে বুঝতে পাচ্চি না,—আমায় একটু বুঝিয়ে দেবে?

চন্দ্রা। তোদের মনের মণি-কোঠাব কোণে যে দেবতা লুকিয়েছিল, সে আজ 'স্বপ্রকাশ' হ'তে চাইচে। জানিনে কোন দখিন হাওয়ার দোলা লেগে দুয়ার খুলে গেছে। অনাঘ্রাত পূজা পুষ্পের, নৈবেদ্য সম্ভারের, সুরভি, চন্দন, কস্তুরী, কর্পূর, ধূপ, গন্ধদীপের বাস ছড়িয়ে প'ড়ছে। রত্নবেদীর দেবতা হৃদয়ের অনাহত চক্রে অধিষ্ঠিত হয়েছে, দোলা লাগছেরে, দোলায় দোলা লাগছে। এইবার মধু উৎসবের সমারোহ সুরু হবে। অনুরাগের আবীর কুঙ্কুমের রাঙ্গারঙ্গে সব রঙ্গিন হয়ে যাবে। অশোক, পলাশ, মন্দার, শাল্মলী সব বরণের স্মৃতি জ্বালছে। লোধ্রের রক্তিম পরাগ আরক্তিম মুখে ছা'য় পড়ছে। রাঙ্গা চরণের রজে তোদের শুভ্র সীমন্ত ভরে যাবে। ঐ, ঐ দেখ্‌ সে গোধন চরিয়ে' বাথানে

ফিরে আন্‌ছে, নীল কমতনু ধূলি ধূসর হয়ে গেছে, চাঁচার কেশে পীতবাসে পথের ধূলা, গোধূলির সোণার ধূলি ঐ আকাশে সোণা ছড়িয়ে দিচ্চে। ধরার ধূলিতলে, নদীর নীলজলে, কার কনকাঙ্গুলীর কনকাঞ্জলী। বাঁশী বাজচে ধীরে, পিপাসিত হ'য়ে উঠেছে কিনা, বঙ্করাজ-চরণ ঘিরে বাজছে মৃদু মধুরে; চরণ শ্রান্ত, গতি ধীর।

(ভাব-ভরে চন্দ্রা ঊর্দ্ধমুখে দাঁড়াইলেন।)

(অদূরে রাজকবি গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার পরিধানে পীতবাস, অঙ্গে পীত উত্তরীয়, কণ্ঠে পুষ্পমালা, ললাট চন্দন চর্চ্চিত)।

আজি দক্ষিণা বায় ক্ষণে ক্ষণে,
বুঝি দোলা দিয়ে যায় মনে বনে।
কোথা মরমের কোন মণিপুরে
চির বিরহিণী কার আঁখি ঝুরে,
ওযে খুঁজি ফিরে কোন প্রিয় জনে।
আঁধার গুহার তার রুদ্ধদ্বারে,
কে হানে আঘাত আজি বারে বারে;
খোলেরে দুয়ার কার আবাহনে।
কোন্ রাঙ্গা চরণের নূপুর-সুরে
কার বাঁশী ডাকে ধীরে, কাছে দূরে,
অনুরাগ ফাগে রাঙ্গা পরাণ ধনে॥

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

স্থান চিন্তামণির শিল্পশালা, সময় সন্ধ্যা।

অদূরে শিল্পীগণ আনন্দ কোলাহল করিতেছে। দূরে শঙ্খ, ঘণ্টা, সন্ধ্যারতির শব্দ আসিতেছে। শিল্প-শালায় চিন্তামণি একাকী চিন্তামগ্ন। সন্ধ্যাপ্রদীপ হাতে, পার্ব্বতী প্রবেশ করিল প্রদীপের ম্লান আলোয় চিন্তামণির মুখ বড় বিষণ্ণ, মলিন দেখাইতে লাগিল, পার্ব্বতী স্থির দৃষ্টিতে ক্ষণেক তাহাকে দেখিল, তাহার পর হাতের দীপখানি ধীরে ধীরে একটি দেবমুর্ত্তির পদতলে রাখিয়া চিন্তামণির নিকটে আসিয়া বসিল।

পার্ব্বতী। একি, তুমি আজ এমন মলিন হ'য়ে বসে আছ কেন? তোমার ছেলে কত কষ্ট করে, কত দেশান্তর ঘুরে, কত কি শিখে, যশ, খ্যাতি, নিয়ে ঘরে ফিরে আসচে, আর তুমি একলা আঁধারে, মুখ ভার ক'রে ব'সে ভাবছো। এ গাঁয়ের ছোট বড় সকলে, কারিকররা সব, খুসী হ'য়ে, নেচে, গেয়ে, বাজিয়ে বেড়াচ্চে; তুমি কোথা আজকে সকলের চেয়ে' ফুর্ত্তি করে বেড়াবে, সবার বাড়া আনন্দ আজ তোমার, তা'নয় তুমি ভাবছো; কি ভাবচো গো?

চিন্তামণি। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) ভাবছি? কি আর ভাব্‌বো?

পার্ব্বতী। ভাবছো খুবই, আমায় ব'ল্‌বেনা কি হ'য়েছে? আমার যে বড় কষ্ট হ'চ্চে দেখে। এমন শুষ্ক মুখে থাকৃতে নেই।

চিন্তামণি। কি ব'ল্‌বো তোমায়? দীন-দুঃখী আমি, আমার ছেলেকে, উপযুক্ত ছেলেকে, ছেলেরও বেশী শিষ্যদের, আমি কি পুরস্কার দেবো? আমার যে কিছুই নেই দিবাইয়ের মা!

পার্ব্বতী। তোমার আশীর্ব্বাদ দেবে, তোমার খুসীতেই ওদের বুক দশহাত হবে। কিসের দুঃখী? গরীব হ'লেই কি দুঃখী হয়? আমার শত্রু হোক্ দুঃখী, না, না আমার কোন দুঃখ নেই। বেঁচে থাক্ আমার দিবাই, শিবাই; আমার মত ভাগ্যবতী ক'জন? না হয় অভাবের ঘরে, কারিকরের জাতে জন্মেছি, ধন দৌলত নেই, ধর্ম্ম ধনে তো বঞ্চিত নই? কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীহরি আছেন, তিনি ত' আমার মত অকৃতীকে অনেক কৃপাই করেছেন। সে বিদুরের ক্ষুদেও তুষ্ট হয়, সে আমার উপর সন্তুষ্ট আছে। তুমি ভেবো না, উঠে এস, (পার্ব্বতী চিন্তামণির হাত ধরিল, শিবনাথ প্রবেশ করিয়া চিন্তামণির দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল)।

শিবনাথ। বাবা, রাজকবি প্রভাকর ঠাকুর এসেছেন, আমরা এগিয়ে গিয়ে তাঁকে নিয়ে আসিগে যাই, তুমি নিজে চল।

চিন্তামণি। (সসম্ভ্রমে উঠিয়া) ঠাকুর এসেছেন? ঠাকুর? ঠাকুর? (দুই পা অগ্রসর হইয়া) কেন এসেছেন? (বিমনা ভাবে) গরিব দুঃখী কারিকরের ঘরে কেন এসেছেন? (বসিয়া পড়িল)

পার্ব্বতী। (সবিস্ময়ে) অপরাধ নিওনা, সত্যই তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ওগো, ঠাকুর এসেছেন, তুমি বসে রৈলে? ঠাকুর তো কোনদিন আমাদের মত দুঃখী কাঙ্গালকে পায়ে ঠেলেনি, ওঠ ওঠ চল, অপরাধ হচ্চে; সে হেঁসে মাপ ক'রে যাবে জানি, তার কাছে কেউ দোষী নয়; শিবাই ওকে নিয়ে চল্ বাপ, চল্ আমায়ও নিয়ে চল্;

কোথায় ঠাকুর? কতদূরে? আমি যে কেমন হ'য়ে যাচ্চি শিবাই।

(চিন্তামণি মাথা নত করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল)

শিবনাথ। (যোড় হাতে) অপরাধ নিওনা বাবা, তোমার মুখেতো এ রকম আক্ষেপ কখনও শুনিনি, আমার প্রাণে বড় কষ্ট হ'চ্চে।

চিন্তামণি। শিবাইরে, আমি যে তোদের জন্য কিছুই দিয়ে যেতে পাচ্চি না।

শিবনাথ। বাবা! কবি গুণী, শিল্পী, চিরদিনই সংসারে ধনজনে উদাসীন, দরিদ্র। স্রষ্টার গৌরব আর নৈপুণ্যই তার অসীম বৈভব। কলালক্ষীর প্রসাদ-মাল্যই তাদের ভূষণ; সেতো সোণা নয়, মাণিক নয়, সে তো শুধু ফুলের মালা; তবে আজ তোমার চিরদিনের প্রসন্ন মুখ এমন বিষণ্ণ কেন? মাপ করো বাবা, মাপ কর, মনে বড় কষ্ট পাচ্চি।

চিন্তামণি। শিবাইরে, দিনের আলো ফুরিয়ে আস্‌চে, সন্ধ্যা হ'লো; চোখের আলোও নিভে এল, আমার আরতি প্রদীপের তেল সল্‌তে ফুরিয়ে এসেছে, বুক-জ্বালানো দীপে আর কতক্ষণ আলো দেবে রে? আমার বাপের বড় সাধ ছিল যে আমরা এমন একটা কিছু তৈরী করে যাবো যা দুনিয়ার বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবে। বাবা গেছে আমায় ভার দিয়ে, আমিও যাই; সুযোগ হ'লো না আজও। রাজার রাজ্য ভাঙ্গাগড়া হ'লো, যুদ্ধ, শান্তি, শৃঙ্খলা সবই হ'লো, হ'লো না কেবল—অর্থ চাইনে সামর্থ্য দিতে চাই।

শিবনাথ। তোমার ইচ্ছে কি পূরণ হয়নি? উৎকল শিল্পীরা কি জগতে আজ বিদিত নয়? বাপ ঠাকুর্দ্দারা, তোমায়ও যাঁরা শিখিয়ে গেছেন, তাঁদের শিষ্য, প্রশিষ্যরা যে শিল্পের ধারায় শিক্ষিত হয়েছে, শিল্পের বিস্তার করেছে, উৎকল, মদ্র, দ্রাবিড়, অতিক্রম ক'রে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তকে চমৎকৃত করে নি? বিস্মিত জগত তার দিকে চেয়ে দেখচে না? গুরু, আমি অবোধ, আমি তোমায় আর বেশী কি বোঝাবো।

চিন্তামণি। শিবাই, সব বুঝেও আজ যেন মন বুঝচে না।

পার্ব্বতী। (ব্যগ্রভাবে) আর দেরী নয় চল—এই যে ঠাকুর,—এই যে আমার ঠাকুর—

(গ্রাম্য নরনারী বালকবালিকা সহ গঙ্গাধরের হাত ধরিয়া গাহিতে গাহিতে কবির প্রবেশ)

জীবনখানি যেন আমার কানায় কানায় ভরা
রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে পরিপূর্ণ করা;
ক্ষুদ্র একটি বিম্বমাঝে
যেমন বিশ্বছায়া রাজে
তেমনিতর আমার বুকে ভাসে নিখিল ধরা।
নিখিল হিয়ার সুখে দুখে,
জাগে জোয়ার আমার বুকে
আমার প্রাণের সমান সাথী তারুণ্য আর জরা।
জন্ম জরামরণ সাথে,
আমার খেলা দিবস রাতে,
ফুটছে যারা প্রভাতে তার সন্ধ্যা বেলায় ঝরা॥

পার্ব্বতী দুই হাতে কবিকে কাছে টানিয়া লইল, কবি তাহার কণ্ঠ-লগ্ন হইলেন, পার্ব্বতীর আনন্দাশ্রু কবিকে অভিষিক্ত করিতে লাগিল; বাক্য-হারা বিহ্বলা পার্ব্বতী অনিমেষে কবির মুখপানে চাহিয়া রহিল। চিন্তামণি কবির চরণে লুটাইয়া পড়িল, কবি ব্যস্ত হইয়া তাহাকে তুলিলেন। গতচেতন পার্ব্বতীকে শিবনাথ ধরিয়া লইল।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

স্থান নগরপ্রান্তে শবরপল্লীর প্রবেশ পথে পতিত ভূমি। দূরে পশ্চাতে বনের মাথায় শুক্লাপূর্ণিমার চন্দ্র উঠিতেছে, অন্ধকার বনের মাথায় আলো ফুটিতেছে। বনের সম্মুখে সরু একটি জলের ধারা চাঁদের আলোয় ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। বিস্তৃত ভূমিতে শবর স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকাগণ বিশ্রাম করিতেছে, বৃদ্ধ বৃদ্ধারা নাম জপ করিতেছে। শবর সর্দ্দার আসিয়া নাম গান করিতে বসিল, যুবক যুবতীগণ তাহার সহিত মাদল বাজাইয়া গান ধরিল; বালক বালিকাগণ নাচিতে লাগিল।

ভাটিয়ালী—

কূল নাহি তল নাহি গো, গহীন পারাবার,
‘নাও’ নাহি, ‘নেয়ে’ নাই গো, কেমনে হই পার।
দয়াল মাঝি দীনের বন্ধু,
পার করে দাও অথই সিন্ধু;
বৈতরণীর খেয়া পারের কড়ি নাই কো কার।
দয়াল যদি বিনা মূলে
কাঙ্গাল ব’লে লওগো কূলে—
রাঙ্গা পায়ে দিলাম তুলে অভাজনের ভার।

(দূরে প্রভাকরের গীত)

তরী বাও কাণ্ডারীগো, ও মোর কর্ণধার

(সকলে সোৎসাহে) "তরী বাও কাণ্ডারীগো ও মোর কর্ণধার"

(হাসিতে হাসিতে একতারা হাতে কবি প্রবেশ করিলেন, সকলে সসম্মানে করযোড়ে উঠিয়া দাঁড়াইল, সর্দ্দার যুক্তকরে সজল চক্ষে কবির দিকে চাহিয়া গাহিল)—

"ঐ রাঙ্গা পায়ে দিলাম তুলে অভাজনের ভার"

সকলে। "তরী বাও কাণ্ডারীগো ও মোর কর্ণধার।"

(সর্দ্দার কবির চরণ প্রান্তে লুটাইয়া পড়িল, স্ত্রীপুরুষ সকলে কবিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। কবি সর্দ্দারকে হাত ধরিয়া তুলিলেন, সকলের মাথায় হাত দিলেন। শবর বৃদ্ধাগণ ব্যাকুল হইয়া যোড়হাতে দূরে সরিয়া গেল)।

১ম বৃদ্ধা। ছি, ছি, বাবাঠাকুর ছোঁয় কি ? ছুঁলে কেন বাবা ? আবার এই রাতে স্নান কর্ত্তে হবে তো ?

২য় বৃদ্ধা। স্নান কল্লেও এ ছুঁৎ যায় না, বামুনে আমাদের ছোঁয়াচ লাগ্‌লে প্রাচিত্তির করে। কি যে কর ঠাকুর, তোমার না হয় পাপে ভয় নেই, আমরা যে একেবারে নরকে ডুবে যাবো। একেতো কত পাপে এই জন্ম। এমন কাজ আর ক'রো না বাবা ঠাকুর।

কবি। আমি ছুঁলে তোরা নরকে যাবি ? আমি এলে তোরা এত যদি বিব্রত হ'য়ে পড়িস্ তাহলে আমি আর আস্‌বো না, আচ্ছা আমি চলেই যাচ্চি। (কৃত্রিম রোষে যাইতে উদ্যত, সকলে ব্যাকুলভাবে ছুটিয়া আসিল)

১ম বৃদ্ধা। (মাটিতে লুটাইয়া কবির পথরোধ করিয়া, আকুলভাবে) না বাবাঠাকুর যেও না, অপরাধ মাপ কর বাবা, আমরা অধম হীনজাতি কিসে কি হয় কিছু জানি না, কেবল পায় পায়ে দোষ করি, আর ভয়ে ভয়ে মরি। মাপ কর্ বাবা।

কবি। (সহাস্যে) আচ্ছা ওঠ্ দেখি, খুব হ'য়েছে।

সর্দ্দার। দাদাঠাকুর!

কবি। কি বল্‌বি বলনারে। একটু ব'স্‌তেও দিবি না? পা'যে ধ'রে গেল, কতটা পথ হেঁটে এসেছি বল্ দেখি? কোথা বসাবি খাতির করে, দু'টো নাম শুনাবি, তা নয় কেবল বকাবকি। সন্ধ্যেপূজা পর্য্যন্ত করিনি, ছুটে এসেছি।

২য় বৃদ্ধা। ঠাকুর, তুমি বামুনের ছেলে সন্ধ্যেপূজো করনি? তবে লোকে কি মিথ্যা বলে বাপু!

কবি। (সহাস্যে) লোকে কি বলে শোন্‌বার দরকার হবে না, অনেক শুনেছি, তোরা কি বলিস্ সেইটে বরং শুন্‌তে পারি, এটা নূতন লাগ্‌ছে। কই সর্দ্দার, চুপ্ ক'রে আছ যে? ব'সতে দেবে না?

সর্দ্দার। (একখানি পরিষ্কার মৃগচর্ম্ম পাতিয়া) ব'সো দাদাঠাকুর—

কবি। (বসিয়া পা দুইখানি সর্দ্দারেরদিকে বাড়াইয়া দিলেন, সর্দ্দার ইতঃস্ততঃ করিতে লাগিল) কি হলো তোমার? আমি কি সত্যি এমনি ক'রে ব'সে থাক্‌বো?

(তরুণীরা ছুটিয়া আসিয়া পাদুখানি ধোয়াইয়া আঁচলে মুছাইয়া দিল)

সর্দ্দার। দাদাঠাকুর রাগ ক'রো না, তোমার এই সব ব্যাপার নিয়ে সব ঠাকুররা বড় রাগ করেছেন। আজ ঢোল দিয়েছে।

কবি। আমায় একঘরে করে দেবে? আমি ত একঘরেই হ'য়ে আছি রে। আপন সবাই গেছে ত্যাগ করে, কেবল ব্রাহ্মণী, তা সে বড় পতিব্রতা, যে পথে আমি যাই সেই তার পথ।

সর্দ্দার। দাদাঠাকুর সাধ ক'রে এ কষ্ট কেন কর?

কবি। সব কথা বুঝ্‌তেও পার্ব্বি না, বোঝাতেও পার্ব্বো না। যদি ভুলই ক'রে থাকি, সে ভুল কি এতদিনেও ভাঙ্গলো না? ব্রাহ্মণের কোন অধিকার তো দাবী করি না, তবে তারা থাকে থাকে শাসন জানায় কেন? এইটে কিছুতেই ভেবে পাইনি, যে ছেড়ে যায় তাকে তাড়াবার ভাণ করে কেন? মহারাজ লাঙ্গুলী নরসিংহ দেব মূঢ় নন, তাঁর শ্বেত-ছত্রের তলায় তিনি কি অযোগ্যকে স্থান দিয়েছেন? তাঁর প্রশস্ত বুকের ভিতর কি অধার্ম্মিকের স্থান হয়?

সর্দ্দার। অত কথা বুঝিনে ঠাকুর; এইটুকু ভাবি, আমাদের হ'তে তোমায় যদি দুর্গতি ভোগ কর্ত্তে হয়, আমরা যে ক্ষেপে যাবো।

কবি। কোন কথাই বুঝ্‌তে হবে না তোদের, সব ভার আমার উপর দিয়ে রাখ্, নিশ্চিন্ত থাক্। তবে আমি না তোদের দুর্গতি বাড়াই—।

সর্দ্দার। (অতিশয় ক্ষুণ্ণ ভাবে) তাও তুমি শুনেছো ঠাকুর?

কবি। শুনেছিই তো, তবুও এসেছি। আমার দুর্গতি হবে জেনে তোরা ভয়ে কাঁপ্‌ছিস্, তোদের দুর্গতি হবে জেনে আমার

কিছু ভয় নেই। দু'পক্ষকেই দু'পক্ষের জন্য দুঃখ পে'তে হবেইত'। ভালবাসা কি মুখের কথা? তবে একটা কথা বলি, ওরাতো বিধি নিষেধের পাহাড় এনে চাপিয়াছে। আমি কত ক'রে পালিয়ে বেড়াই, আবার তোরা যদি এই সুরু করিস্ আমার বাঁচা দায় হবে। ওরা যা ব'লে বলুক্, যা করে করুক, সহ্য হবে। তোরা করিস্‌নে ভাই, সে যে বড় অসহ্য হয় (প্রভাকর মুখ নত করিল)

সর্দ্দার। তোমায় কি ব'ল্‌বো দাদা?

কবি। কিচ্ছু বলিস্‌নে। ওরা বার ক'রে দেয় যদি নগর থেকে তোরা ত জায়গা দিবি? যদি তোদের উপর জুলুম হয়?

সর্দ্দার। আর নয়, থাম দাদাঠাকুর। আমাদের কাছে ওঁরাও দেব্‌তা, তুমিও দেব্‌তা।

কবি। দুদলের দু-পথ দু-মত, তবুও সমান? হয় ওদের মত ছাড়্ না হয় আমায় ছাড়্।

সর্দ্দার। ওঁরা দেব্‌তা, তুমি দেব্‌তারও দেব্‌তা। ঠাকুর, কর্ম্মফল ত মান্‌তে হবে? যেমন কর্ম্ম করে এসেছি, তার ফলে এই ঘরে জন্ম নিয়েছি; এরজন্য রাগ, অভিমান, হিংসে, দুঃখ কার পরে কর্‌বো? সে-সব জন্ম ত মনে নেই দাদা, এ জন্মটা হাতের মুঠোয় পেয়েছি, যদি খাঁটি হয়ে কাটিয়ে যেতে পারি, তবেই বুঝি। পুড়িয়ে যদি কেউ খাঁটি করে দেয় সে তো আমাদেরই ভালো। কেউ সুখী, কেউ দুঃখী, কেউ রাজা, কেউ ভিখারী, এসব কি মানুষের বিধানেই সবটা হয়েছে? দাদা! যাঁরা এখানে ব্যবস্থা দিচ্ছেন তাঁদের

ব্যবস্থায় যদি ভুল ধর, যাঁরা সেখান থেকে ব্যবস্থা করে পাঠিয়েছেন, তাঁর ভুল ধর্‌বার কি কর্ব্বে ভাই ?

কবি। মেনে নিলাম, পূর্ব্ব জন্মের দোষে শাস্তি ভোগ কচ্চিস্‌, যা'তে উদ্ধারের উপায় সহজে হয়, তুর্গতির বোঝা হাল্‌কা হয়, হাত ধ'রে সে পথ কেন দেখাক্‌ না ? হাত ধ'রে নিতে যদি ঘৃণা হয় দূরে দাঁড়িয়েও তো ব'লে দিতে পারেন ওঁরা। ওঁদের শাস্ত্রও একদিন "চণ্ডালোঽপি দ্বিজোত্তম" মেনে নিয়েছিল।

সর্দ্দার। ও সব তর্ক থাক দাদা, দয়াল একদিন যা'তে 'পারে' নিয়ে যান সেই আশীর্ব্বাদ কর।

কবি। ওপারের কথা রেখেদে, এপারের কথা যে আগে দরকার। মানুষ হ'য়ে জন্মেছিস্‌ মানুষের পাওনা গণ্ডা বুঝে নিতেই হবে।

(তরুণের দল কবিকে ঘিরিয়া বসিতে লাগিল)

সর্দ্দার। যারা যত বেশী বোঝা-বুঝি করে, তাদের পরীক্ষা তত কঠিন হয়। আমরা সোজাসুজি চলি, সবই সোজা, সহজ হয়।

কবি। যারা তোদের ছায়া মাড়ায় না, দরকার হ'লে তারাই তো তোদের হাড়পিষে খাটিয়ে নেয়।

সর্দ্দার। দাদাঠাকুর ! সব জেনে শুনে কেন ছলনা ক'চ্চো ? যারা আমাদের ছোঁয়না, তারাও যে দরকারে ডাকে, সেতো আমাদের অতি বড় সৌভাগ্য। তারা আমাদের কত বিশ্বাস, কত বড় নির্ভর করে ; মানে, যে আমরা কিছু পাইবা না পাই ওরা চাইলেই কৃতার্থ হব, যতটুকু সাধ্য উজাড় করে দিয়ে

সার্থক হব। ওদের শক্তি-সাহসে যেখানে কুলায় না আমাদের অফুরন্ত শক্তি সাহসে তখন তাঁরা নির্ভর করেন, এযে আমাদের অতি বড় মান।

কবি। আচ্ছা ভাই, তোদের অক্ষমের দান গেল ক্ষমতাপন্নদের ছাপিয়ে, ক্ষমাও তাই। তোরা এতেই সন্তুষ্ট?

সর্দ্দার। সন্তুষ্ট নই? খুব সন্তুষ্ট। আমাদের অভাব-বোধ কম, অভাবও কম। দিন আনি, দিন খাই, দিনের বোঝা দীননাথকে বুঝিয়ে দিই; না হ'লে দাদা, এতস্ফুর্ত্তি এত নাচগান চলে? ও সব কথা আর নয় দুটো ভাল কথা বলি, আজ তোমার কি হয়েছে? বড় ভয় ভয় ক'র্‌ছে।

১ম যুবা। আমার কিন্তু আর ও সব পুরাণো যুক্তি ভাল লাগে না, যখন সব ভাব্‌না মনে ওঠে মনে যেন আগুন ধ'রে যায়।

সর্দ্দার। দাদাঠাকুর এই দেখ? বিষের নেশার কাজ কি রকম ফলে, তুমিও জান না দাদা, আমি জানি; অপরাধ নিওনা ঠাকুর বুড়ো হয়েছি, অনেক দেখে, অনেক ঠেকে শিখেছি। যোয়ান যখন ছিলাম, তখনও, এখনও, আমার মনে হয় আমার শক্তি অফুরন্ত। সব উজাড় করে যার যত দরকার বিলিয়ে যাই, বিকিয়ে নয়। আমার সব ভরা, কোনখানে শূন্য নেই, ফাঁক নেই। আমি দিতে চাই, নিতে চাই না। কোন কিছুর প্রত্যাশা কারো কাছে রাখিনে দাদা, ওই এতটুকুর প্রত্যাশার পিছনে অনেক কিছু লুকিয়ে থাকে। লোভ, ক্ষোভ, জাগে। মানুষ চুরি করে, লুটে নেয়, ভিক্ষা

করে, কত সর্ব্বনেশে প্রবৃত্তি দেখা দেয়, ওসব কথার নাড়াচাড়ায় দরকার নেই দাদা।

কবি। যদি সত্যকার অধিকার থাকে, তার থেকে বঞ্চিত থাক্‌বি ?

সর্দ্দার। সত্যিকারের অধিকারই যদি বোঝ দাদা, তবে ওসব যাঁর ভার তাঁর পায়ে নামিয়ে দিয়ে সুস্থ হও। একটু নাম গাও ঠাকুর, প্রাণ ভ'রে কাণ ভ'রে শুনি।

কবি। এসেছিলেম তো তাই মনে ক'রে ; সন্ধ্যাহ্নিকে ব'সে আজ মন চঞ্চল হ'লো, এতো দায় বোঝান নয়। ভেবে দেখ্‌লাম্‌ ডাকার মত ডাক যেখানে উঠ্‌চে সেখানে যাই, তাই এসেছিলাম। মন্দিরের দ্বারেও একটু ঘুরে ছিলাম, পূজকদের সশঙ্কিত দেখে, পূজায় বাধা হ'তে দিলাম না, স'রে এলাম।

(অদূরে মধুর স্বরে বাঁশি বাজিয়া উঠিল)

কবি। (সস্নেহে) কুমার রেবন্ত—

(শবরগণ সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল, বালক বালিকাগণ বাঁশির স্বরের তালে তালে নাচিতে লাগিল। বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে কুমার রেবন্ত প্রবেশ করিল)

রেবন্ত। (সকৌতুক হাস্যে) দাদা ত' ঠিকই ব'লেছেন বাবাকে, আপনাকে এখানেই পাওয়া যাবে।

কবি। কুমার ! তিনি এতবড় রাজ্যের যুবরাজ, ভুল তিনি সহজে ক'র্ব্বেন না। তা মহারাজ কি ব'ল্লেন ?

রেবন্ত। (সহাস্যে) ব'ল্লেন, কবিত' শিশু নয়, তিনি যা ক'চ্ছেন বিচার ক'রেই ক'চ্ছেন, রাজশক্তি দিয়ে তাঁকে রোধ করাই অবিচার।

(অকস্মাৎ যুবরাজ জয়ন্ত প্রবেশ করিলেন, তিনি তীক্ষ্ণ কুটীল দৃষ্টিতে প্রভাকরের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন ; প্রভাকর ভিন্ন সকলে সভয়ে সম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল)

জয়ন্ত। (তীব্র কণ্ঠে) রাজ-কবি প্রভাকর, আশাকরি ব্রাহ্মণের উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন ক'রে নিয়েছেন।

কবি। কোন্‌স্থান যে আমার উপযুক্ত, আজ পর্য্যন্ত তার ঠিকমত মীমাংসা হ'লো না।

জয়ন্ত। আমি ও সব কাব্য হেঁয়ালী বুঝি না।

কবি। (সকৌতুক হাস্যে) আমি তা' জানি, যুবরাজ।

জয়ন্ত। (অত্যন্ত অসহিষ্ণু ভাবে) ব্রাহ্মণ কবির এই স্থান উপযুক্ত কিনা? অঙ্গার সংস্পর্শে মলিন হ'তেই হয়।

কবি। (গম্ভীর দৃপ্ত কণ্ঠে) যুবরাজ! ব্রাহ্মণ যদি যথার্থ সাগ্নিক হয় সে অঙ্গারকেও বহ্নিমান ক'রে তোলে।

জয়ন্ত। (উত্যক্ত স্বরে) রেবন্ত! তুমি চ'লে এসো ; কার পরামর্শে তুমি এখানে এসেছো?

রেবন্ত। (সবিনয়ে) দাদা কারও পরামর্শে নয়, ওদের আমি ভালবাসি, সেই খুব ছোট্ট বে'লায় যখন মৃগয়ায় গেছি, আর বড় হ'য়ে যখন যুদ্ধে যাই, সব সময়েই ওরা যে আমাদের কতখানি করে বুঝেচি কিনা।

(দুই চারিজন প্রৌঢ় শবর অগ্রসর হইয়া আসিল, অসহিষ্ণু ভাবে পরস্পরের দিকে চাহিয়া দেখিল, একজন যুবা সকলকে ঠেলিয়া যুবরাজের সম্মুখে আসিল)

প্রথম যুবা। যুবরাজ! একদিন ঐ হাতে ক'রে আমাদের পান বীরা দিয়েছো যুদ্ধে যাবার জন্যে, এখনও আমাদের গায়ের দাগ মেলায়নি, মেয়েদের চোখের জল শুকোয়নি।

২য় যুবা। যুবরাজ তুমি ভুলে গেছ, মহারাজ ভোলেননি, কুমার ভোলেননি।

প্রৌঢ় শবর। মহারাজ নিশ্চয় ভোলেননি তাঁর দুর্দ্দান্ত অবাধ্য ছেলেকে কা'রা বারে বারে বনের হিংস্র, ক্ষেপা পশুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। যুদ্ধে পাঁওদলে চ'লে, কা'রা পথ ক'রে দেয়? সামনের দলে কাদের উপর দিয়ে যায় শত্রুর প্রথম চোট? পিছন আগ্‌লে কাদের সন্ধানী তীর অব্যর্থ লক্ষ্যে শেষ করে শত্রুকে? ডাইনে বাঁয়ে কারা আগল দিয়ে হাঁটে? কাদের মড়া দেহ পাচীর হ'য়ে ঘেরা দে'য়? কা'দের মরা বিছিয়ে প'ড়ে পথের কাঁটা ঢেকে দেয়? যুবরাজ ভুল্‌তে পারো, মহারাজ ভুল্‌তে পারেন না।

(সর্দ্দার অগ্রসর হইয়া গম্ভীর মুখে ইঙ্গিত করিবামাত্র সমুদয় শবর নবনারী যুবরাজকে অভিবাদন করিতে করিতে দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল, সর্দ্দার অগ্রসর হইয়া যুবরাজকে অভিবাদন করিয়া মিনতি পূর্ণ কণ্ঠে বলিতে লাগিল)

সর্দ্দার। মাপকর যুবরাজ, আমি পায়ের দাস তোমাদের, তুমি আমাদের মাথার মণি, বাপের ঠাকুর। তুমি অপরাধ নিওনা, মাপকর। এমন ক'রে আর অবহেলা ক'রোনা, আমাদের সাত ঘা মারো, সইবে, কথা ব'ল্‌বে না ওরা; মাথা নীচু করে

সইবে, হেলা সইতে পার্ব্বে না। আমরাত' একধারে স'রেই আছি—

কবি। যুবরাজ অত্যাচার ক'রে জয় করা যায়, ভয় দেখানো যায় না এদের। কিসের ভয় ক'র্‌বে এরা? ব্রাহ্মণদের পালিত গো, বৎসের চেয়ে যারা অধম, রাজভবনের পালিত পশু পক্ষীর চেয়েও মূল্যহীন, যা'দের প্রাণের, মানের কোন মূল্য নেই, দুর্গতির মধ্যেই যাদের চিরজীবন বাস, কিসের ভয়ে তারা ভীত হবে? সুদুঃসহ তপে তা'রা লাভ ক'রেছে, প্রসন্ন ভগবানের প্রসাদ, পরম প্রশান্তি ও সন্তোষ। এ বৈভব ব্রাহ্মণের আশ্রমে, রাজপ্রাসাদেও দুর্ল্লভ। সর্ব্বস্ব আহুতি দেওয়া এ যজ্ঞের বিভূতি স্বয়ং যজ্ঞেশ্বরের ললাট-ভূষণ, শঙ্করের অঙ্গরাগ। ভালবাসো যুবরাজ, ওদের আপন ক'রে ভালবাসো। যে সোপানে আরোহণ ক'রে সিংহাসনে ব'সবে সেই সোপানের বলক্ষয় ক'রো না। ব্রাহ্মণের অত্যাচার সহ্য করেও ব্রাহ্মণের আহ্নিকের আসনখানি, দেবতার মৃগমদ ওরাই যোগায়, ধনীর অবহেলা সহ্য ক'রেও নগরান্তে বহিঃশত্রুর হাত হ'তে পৌরজনকে প্রহরা দেয়। তুমি যুবরাজ, যৌবনের জয়োৎসবে অকৃপণ হাতে দান ক'রে যাও ভালবাসা; তোমার দক্ষিণ হাতের দাক্ষিণ্যে এরাও সার্থক হবে, তুমিও লাভ ক'র্‌বে। ভালবাস্‌তে যদি না পারো, অন্ততঃ ঘৃণা অবহেলা কর্ব্বার দুঃসাহস ক'রোনা।

(সর্দ্দার যুবরাজের পদতলে লুটাইয়া পড়িল)

জয়ন্ত। সর্দ্দার! ওঠ যাও ওদের বল গে, তোমার জন্যে আমি আজ ওদের ক্ষমা ক'ল্লেম।

সর্দ্দার। (উঠিয়া করযোড়ে) ঐটি হবে না বাপ্, বরং বিনাদোষে তোমার দেওয়া শাস্তি স'য়ে নেবে, মাপ মেগে নেবে না। হুকুম কর, শাস্তি দাও।

(জয়ন্ত অত্যন্ত বিরক্তিভরে চলিয়া গেল)

কবি। কই সর্দ্দার, এত বড় ক্ষমাটা মাথা পেতে নিতে পাল্লে না? অনেকই তো "কর্ম্মফল" ব'লে স'য়ে গেছো।

সর্দ্দার। (সহাস্যে) দাদা, জন্মান্তরগুলো তো মনে নেই; অনেক পাপ, তাপ থাক্‌তে পারে, তাই তার উপর বিধানগুলো মেনে নিতে ঠেকে না; এ যে এখানকার ব্যাপার, বিনাদোষে দেখ্‌তে পাচ্চি; তাও হয়ত' (হয়ত' কেন নিশ্চয়ই) আমারও ধৈর্য্যের অভাব; নিজের ওপর দিয়ে গেলে যায় আসে না; ওরা যে সব আমার ওপর ভার দিয়ে আছে, আমার একটা ইশারায় মরে বাঁচে। যাক্ ওসব কথা, মনটা এমনি ভারি ক'রে সব থাক্‌বে দাদা?

কবি। ডাকো সকলকে, নামগান করো।

সর্দ্দার। আজ আর জ'ম্‌বে না, সব মনে ধূলো জঞ্জাল উড়ে জড় হ'য়েছে।

কবি। গান না জমে, নাম জ'ম্‌বেই। রেবন্ত বাঁশী ধর (কবি রেবন্তের হাত ধরিয়া পাশে বসাইলেন, রেবন্ত বাঁশী ধরিল, কবি একতারা ধরিলেন; সর্দ্দার প্রফুল্লমুখে অদূরে বসিল।

নাচিতে নাচিতে বাজনা বাজাইয়া সবরগণ প্রবেশ করিল কবি গান ধরিলেন।)

বাউল—

জানি নে কোন্ সে অচিন্ ডাক দিয়েছে কোনখানে,
ঘর ছেড়ে যে পথে এলাম তার গানে।
বাঁশী ওই কে যে বাজায়, কোথা বাজে, কে যে বাজায় রে',
(বনে কি মোর মনমাঝে ?)
কে জানে অলখ টানে কোথায় টানে।
সুদূরের সুরে ভুলে পরাণবধূ কাঁদে হাসে,
অজানায় কে জানাবে জানে না সে ;
আজি তার দেখার লাগি পথের ধূলায় লুটায়ে যায় রে
(ঘর বাহির সকল ভুলায়)
ছুটে যায় উতলা তার সন্ধানে॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

স্থান চিত্রোৎপল নদীতীর, রাত্রির শেষ প্রহর, প্রভাকর ও চন্দ্রিকা দেবী ধ্যানস্থ। ধীরে পূর্ব্বাকাশে রক্তিমাভার বিকাশ হইতেছে। সদ্যজাগ্রত বিহঙ্গগণের কাকলীতে, পুষ্প-গন্ধ-বাসিত প্রভাত বায়ু-হিল্লোলে উষার আগমন সূচিত হইতেছে। মৃদুমন্থর গমনে রাজকন্যা সাবিত্রী প্রবেশ করিলেন, তাঁহার পরিধানে চম্পকপীত পট্টবস্ত্র, কণ্ঠে চম্পকমাল্য, হস্তে শ্বেতপদ্মগুচ্ছ। সাবিত্রী পূর্ব্বাকাশের দিকে মুখ ফিরাইয়া, ধীরে ধীরে নতজানু হইয়া উপবেশন করিলেন। অদূরে প্রাসাদ হইতে ললিত রাগিণীর ধ্বনি আসিতে লাগিল। কবি গম্ভীর প্রণবনাদ করিয়া নদীনীরে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। চন্দ্রাদেবীও পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। সাবিত্রী উঠিয়া উভয়ের পদধূলি লইলেন, উভয়ে উৎফুল্লমুখে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

কবি। (সহর্ষে) মাগো! আমার মনে হচ্চে যেন আমার ধ্যানের দেবতা মূর্ত্তি ধ'রে দাঁড়িয়েছেন। মা, আজ যে এমন সময় ছেলেকে মনে হ'লো? কত দিন মা তোমায় এমন ক'রে পাইনি। (চন্দ্রা সজলনয়নে সাবিত্রীকে কাছে টানিয়া লইলেন উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন, পরে চন্দ্রা বাষ্প গদগদ কণ্ঠে কহিলেন—

চন্দ্রা। মা, যাবার সময় মায়ায় জড়াতে এসেছো? একেবারে সেই জন্য বুকের কাছটিতে এসে দাঁড়ালে বুঝি মা?

কবি। দেবী, এমন মিলন-প্রভাত অশ্রুতে ম্লান ক'রো না। মা, আমি তোমায় বিদায়ক্ষণটি এমন অপরিম্লান মধুর আনন্দে, মিলনছন্দে নন্দিত ক'রে দেবো যে বিরহের বেদনায় তোমায় ব্যাকুল কর্ব্বে না। এমন আলো জ্বালিয়ে দেবো তোমার যাত্রাপথ চিরোজ্জ্বল রাখবে। পাখীর গানে, বাঁশীর তানে, মুখরিত হবে। ফুলে, পল্লবে, ফলে, মুকুলে, কিশলয়ে ছায়াচ্ছন্ন ক'রে দেবে।

চন্দ্রা। ও তো কবিও নয় পুরুষও নয় যে সব ভোল্‌বার মন্ত্র জানে, আমরা যে ভালওবাস্‌তে যাই সকলকে, বেদনাও বোধ করি সকলের জন্যেই।

কবি। দেবী, শুষ্ক সংসারকে তোমরাই সরস ক'রে রাখ, মরুময় ধরিত্রীকে মধুময় ক'রে দাও।

চন্দ্রা। সাবিত্রী মা, আমরা যে তোদের বুকেই সান্ত্বনা পাই, কেউত বোঝে না ওকে।

কবি। মা, তুমি যেন আজ আমার কোলের একান্ত কাছে এসে দাঁড়িয়েছো। সেই যখন ছোটটি ছিলে, যখন কাজ ছিল না কর্ত্তব্য ছিল না, তোমায় ঘিরে পৌরজনগণ ছিল না, প্রজার অভাব অভিযোগের তাগিদ ছিল না, ঠিক তখনকার মত। ছোটই হও আর বড়ই হও, কাছেই থাক' বা দূরেই থাক' আমার মনের মুক্তদ্বারে তোমার আনাগোণা চ'ল্‌বেই এমনি। কত জন্ম এমন চলেছে, কত জন্ম এমনি চ'ল্‌বে। মাগো, তুমি যেমন এ রাজ্যে অধিষ্ঠাত্রী ছিলে, তোমার স্বামীর হৃদয়রাজ্যেও এমনি অধিকার লাভ কর। (সাবিত্রী

কবিকে প্রণাম করিলেন, কবি সুগভীর স্নেহে তাহার ললাট স্পর্শ করিলেন। ছুটিতে ছুটিতে গায়ত্রী প্রবেশ করিল। তাহার পরিধানে রক্তপট্টাম্বর, কণ্ঠে নবমল্লিকার মাল্য, হস্তে রক্তপদ্মগুচ্ছ)।

গায়ত্রী। দি তুমি এখানে? আর আমি খুঁজে বেড়াচ্চি। এখানেও মানুষ আসে? কাকাঠাকুর সেই রাত্রি থেকে এসে চোখ বুজে ব'সে থাকেন; এমন ভয় করে।

কবি। (সহাস্যে) তুমি কি ক'রে জান্‌লে মা?

গায়ত্রী। একদিন বাবা আর মা এসে তোমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। দিদিও তো একদিন একদিন এসে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। তা আমিও একদিন একদিন ওদের সঙ্গে চুপি চুপি পালিয়ে আসি। তোমার আহ্নিক শেষ হ'তে তোমরা উঠে অঞ্জলি দিলে; বাবা তোমাদের কিছু না ব'লে চ'লে গেলেন, কত মনে ক'রেছিলাম, বাবা তোমাদের বারণ ক'র্ব্বেন, ব'কবেন।

কবি। (সহাস্যে) তা তুমিও তো মা ব'কতে পারতে—

গায়ত্রী। মা যে আমায় জোর ক'রে নিয়ে গেলেন, ব'ল্লেন তোমাদের মন অস্থির হবে। পূজোয় মন বস্‌বে না। ছাই পূজো, আমি ও রকম পূজো ভালবাসিনে। বড় ভয় করে, মনে হয় যেন তোমরা সে সময় আর কোন্ মানুষ হ'য়ে যাও। আর অমন ক'রো না তোমরা। কাকীমা, তুমি লক্ষ্মী মেয়ে ও সব ক'রো না।

চন্দ্রা। কি ক'র্ব্বো মা, তুষ্টু ঠাকুর যে এইখানেই ডেকে এনেছেন। দাঁড়িয়ে রৈলে যে সব, এইখানেই ব'সো।

(সকলে উপবেশন করিল)

সাবিত্রী। কাকা, আপনারা অনেকদিন আমাদের কাছে যাননি।

কবি। (লজ্জিতভাবে) মা তুমি ত' জানো, দেউল নির্ম্মাণ ব্যাপারে বড় ব্যস্ত আছি। মহারাজের সানন্দ অনুমতি পেয়েছি, কিন্তু যুবরাজ ও নাগরিক অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ ক'চ্চেন। সকলকে একমত কর্ত্তে অনেক সময় গেছে। ইতিমধ্যে আচার্য্য চিন্তামণির কাছেও গেছি। মা, শৈশব হ'তে সকল ভাল কাজে তোমার সাহায্য পেয়েছি। এবারেও এই আয়োজনে সকলের চেয়ে তোমার উৎসাহ। আয়োজন যেন সফল হয় মা, এ ভার তোমার।

সাবিত্রী। (সলজ্জ নতমুখে) শিল্পীরা যাত্রা কর্ব্বার পূর্ব্বে আমি যাবো না।

গায়ত্রী। বসন্ত পূর্ণিমার আগে যাওয়া হবে না।

চন্দ্রা। সাবিত্রী, তুমি না থাক্‌লে মহারাজার, মহারাণীর অনেক অসুবিধা হবে। প্রজাগণের, পরিজনের, পৌরবর্গের যে অনেকখানি তুমি—

সাবিত্রী। বধূ সুজাতা অনেকটা প্রস্তুত হ'য়েছেন।

চন্দ্রা। সাবিত্রী, আমাদের কে দেখবে মা ? (সাবিত্রী চন্দ্রার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া স্কন্ধে মাথা রাখিল, গায়ত্রী ছুটিয়া গিয়া তাঁহার বক্ষে পড়িল, তাঁহার চোখ মুছাইয়া দিল)

গায়ত্রী। কাকিমা, আমি তোমায় দেখবো, রোজ রোজ দেখবো।

তুমি কেঁদোনা কাকিমা (চন্দ্রার বুকে লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল, কবি অন্যদিকে ফিরিয়া নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিলেন)

কবি। কোন প্রয়োজনের কথা আজ আর উঠতে দেবো না। আমার প্রত্যূষের ধ্যানের, প্রত্যহের প্রার্থনা আজ মূর্ত্তি ধ'রে এসেছো; তোমার জীবন বিকশিত হোক্, সম্পূর্ণ সার্থক হোক্। (দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বাকাশ আরক্তিম হইয়া উঠিল, জলে, স্থলে, সে আলো ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, অদূরে রাজপ্রাসাদে বৈতালিকগণ গান ধরিয়াছে, মন্দিরে মঙ্গলারতির শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠিল)।

কবি। মহারাজের সূর্য্যপূজার সময় হ'লো।

সাবিত্রী। অনুমতি করুণ, আমরা এখন যাই।

কবি। যাও মা, আমরা দু'জনে যাবো এখন।

চন্দ্রা। নিশ্চয় যাবো।

(সাবিত্রী ও গায়ত্রী চলিয়া গেল, দেবদাসীগণ প্রবেশ করিয়া গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল)

ওগো একাকী, ওগো আনমনা উদাসী—
মোরা তোমায় জানি, চিনি তোমার বাঁশী।
আব্‌ছা আলোয় ভোরের বেলা,
তোমার বাঁশীর সুরের খেলা,
শুনি অবাক্ মানি, পরাণখানি উঠে উলসি।
দ্বিপ্রহরের প্রখর করে,
থাকি যখন বিজন ঘরে,

শুনি তোমার গানের বাণী, প্রাণের কান্নাহাসি।
সন্ধ্যাবেলায় সিন্ধুতীরে,
পুরবীতে ধীরে ধীরে,
ডাক দিয়ে যায় কোন সুদূরের সুরে উছসি।
গভীর রাতের চন্দ্র তারা,
চাহিয়া রয় তন্দ্রাহারা
সুরের ধারায় আপন হারায় উঠে নিশ্বসি॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

স্থান সমুদ্রতীর, কাল প্রভাত, পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যোদয় সূচিত হইতেছে। মহারাজা নরসিংহদেব সূর্য্য পূজার্থে আগমন করিতেছেন। পুরোভাগে অস্ত্রধারিণীগণ শঙ্খধ্বনি করিতেছে। পশ্চাতে পুরপরিচারিকাগণ জলের ঝারা দিতেছে। অগ্রভাগে রাজগুরু, রাজপুরোহিত ও বটুগণ। তৎপশ্চাতে উপাসিকা, তপস্বিনীগণ, পরে মহারাজা, রাজমহিষী, রাজবধূ, রাজকন্যাগণ পুরনারীগণ, রাজপুত্র, রাজজামাতা ও অন্যান্য সকলে। সর্ব্বশেষে দেবদাসীগণ, ঘট, কলস, আসন, ছত্র, দণ্ড, ব্যজনী, চামর, শঙ্খ, স্রক, পুষ্পাভরণ, ধূপ, দীপ, বস্ত্র, অর্ঘ্য, ফল, নৈবেদ্য, উপচারসহ প্রবেশ করিলেন। অদূরে রাজ অনুচরগণ ও বাদ্যকরগণ অবস্থিত হইল। রাজ অনুচরগণের হস্তে মহারাজের সম্বর্দ্ধনা সম্ভার। শুভছত্র, দণ্ড, চামর, ব্যজনী, অস্ত্র, ধ্বজ ইত্যাদি। বাদ্যকরগণ মঙ্গলারতির বাদ্য বাজাইতে লাগিল। বিস্তৃত সৈকতভূমিতে রঞ্জিত তণ্ডুলচূর্ণ দ্বারা গণ্ডী কাটিয়া চারিধারে চারিটি রজতদণ্ড স্থাপিত হইল। মহারাণী ও পুরনারীগণ প্রদক্ষিণ করিয়া সূত্রদ্বারা

দণ্ড চারিটি বেষ্টন করিলেন। গণ্ডিমধ্যে তীর্থবারি সিঞ্চন পূর্ব্বক পূজোপকরণ সকল সজ্জিত করা হইল। স্বর্ণ, রৌপ্য ও নানাধাতু নির্ম্মিত বিচিত্রগঠন ও অলঙ্কার খচিত ঘট, কলস, দীপাধার ও পূজাপাত্র সকল নবোদিত সূর্য্যকরে সমুজ্জ্বল দেখাইতে লাগিল।

প্রথমে গুরু, পুরোহিত, ও পরে মহারাজা, মহারাণী, ক্রমশঃ সকলে আবাহন-মুদ্রায় অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া উদয় দর্শন করিলেন। গুরু ও পুরোহিত সমস্বরে ওঙ্কার ধ্বনি করিলেন। বটুগণ মিলিত কণ্ঠে প্রণব নাদ করিল। গুরু ও পুরোহিত মন্ত্র আবৃত্তি করিলেন, পরে বটুগণ মিলিত স্বরে আবৃত্তি করিল।

"অসতো মাং সদ্গময়ঃ
তমসো মাং জ্যোতির্গময়ঃ
মৃত্যোর্মাং অমৃতম্‌গময়ঃ
আবীরাবীর্ম্ম এধি।"

গুরু ও পুরোহিত অর্ঘ্য-মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন—

"ওঁ এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে।
অনুকম্পায় মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর॥"

গুরু ও পুরোহিত অর্ঘ্যদান করিলেন।

বটুগণ মিলিতস্বরে মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অর্ঘ্যদান করিল। মহারাজা ও অন্যান্য সকলে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অর্ঘ্যদান করিলেন। অতঃপর সকলে উপবেশন করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। ধ্যানান্তে সকলে রক্তজবা, রক্তপদ্ম, মাল্য, গন্ধ, ধূপ, দীপ, আহার্য্য, পানীয়, তাম্বূল, গুবাক, নারিকেল, যজ্ঞসূত্র, বস্ত্র, আভরণ, নৈবেদ্য সকল নিবেদন করিল। পরে গম্ভীর বাদ্যসহ আরতি আরম্ভ হইল, পুরোহিত ও বটুগণ পঞ্চপ্রদীপ,

পাণিশঙ্খ, বস্ত্র, দর্পণ, চামর, নির্ম্মাল্যপুষ্প, ঘণ্টা, শঙ্খাদি দ্বারা আরতি সমাধা করিলেন। দেবদাসীগণ পঞ্চপ্রদীপ ও কর্পূরের দীপে অপূর্ব্ব ভঙ্গীসহ নৃত্য করিয়া আরতি করিল।

গুরু ও পুরোহিত প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন।

"জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥"

সকলে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। গুরু ও পুরোহিত শান্তিবারি বর্ষণ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিলেন।

"দ্যৌঃ শান্তিরন্তরীক্ষগুং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিঃ।
ওষধয়ঃ শান্তিঃ বনস্পতয়ঃ শান্তিঃ
বিশ্বে দেবাঃ শান্তিঃ সর্ব্বগুং শান্তি।
শান্তিরেব শান্তিঃ, সা মে শান্তিরেধি। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥"

বটুগণ মিলিতকণ্ঠে শান্তি উচ্চারণ করিলেন। সকলে প্রণত হইল অবশেষে সকলে নিষ্ক্রান্ত হইল। দেবদাসীগণ ও বটুগণ নিবেদিত দ্রব্যসম্ভার ও পূজোপকরণ লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইল।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্থান—পুরোদ্যান বিশ্রামাগার। দূরে চিত্রোৎপলা নদী বহিয়া যাইতেছে। সময় মধ্যাহ্ন। মহারাণী ও পুরনারীগণ বিশ্রামাবসরে নানাবিধ শিল্পকার্য্য করিতেছেন। মহারাণী স্বয়ং পুঁথি লিখিতেছেন। রাজবধূ পট আঁকিতেছেন। গায়ত্রী মাল্য রচনা করিতেছে। অন্যান্য পুরনারীগণ কেহ মুক্তার কণ্ঠ-মালা গাঁথিতেছেন, কেহ সূচিকার্য্য, কেহ কেশরচনা, কেহ পাঠ করিতেছেন।

মহারাণী। (রাজবধূর প্রতি) সুজাতা, সাবিত্রী কোথায়? তাকে কেন দেখ্‌ছিনা মা?

সুজাতা। মা, দিদি আজকাল কাব্য রচনা করেন, সেইজন্য বোধ হয় অন্তরালে গেছেন।

গায়ত্রী। হ্যাঁ মা, আমরা সেদিন লুকিয়ে দেখ্‌ছিলাম।

মহারাণী। (মৃদু হাসিয়া) লুকিয়ে দেখ্‌তে হবে কেন মা? লেখা হ'লে সে নিজেই দেখাবে।

[সাবিত্রীর প্রবেশ]

এই যে মা, তোমারই কথা হচ্ছিল। কি লিখেছো? আমাদের দেখাবে না?

সাবিত্রী। (সলজ্জভাবে) দেখাবার মত হয় না যে মা, তবে তুমি দেখ্‌তে চাইলে, আমি না ব'ল্‌তে পারি না। এটা একটা গান লিখেছি।

মহারাণী। (স্মিতমুখে) বেশ, গাওত আমরা শুনি।

(সাবিত্রী ক্ষণকাল নিরুত্তরে থাকিয়া গাহিলেন)

অরূপ তোমারে অপরূপ রূপে ধেয়ানে ধরিতে চাই,
আমি পাগলের মত ফিরি অবিরত দিবস রজনী তাই।
আঁখি মুদি কভু ভাবি ব'সে একা,
হৃদয়ের মাঝে যদি মিলে দেখা,
কখন নীরব সমাধিলগণ, মগন হইয়া যাই।
সাগরে ভূধরে ধরণীর বুকে,
খুঁজিয়া বেড়াই প্রিয়জন মুখে,
অসীম তোমারে সীমার বাঁধনে বাঁধিবারে যদি পাই॥

মহারাণী। চমৎকার হয়েছে মা।

সুজাতা। গানটি কি তোমার নিজের মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ করেছো ভাই?

সাবিত্রী। সত্যই ভাই, তুমি ঠিকৃই বুঝেচো।

সুজাতা। যাঁর কোন সত্ত্বাই পাইনা তাঁকে কি ক'রে অনুভব ক'র্ব্বো?

সুমিত্রা। মনের মধ্যে সুখ, দুঃখ, আরও কত ভাবের অবিরাম আনাগোনা চ'ল্‌ছে, তাদের স্পর্শে সচকিত করে, অভিভূত করে, সে সব অনুভূতি অস্বীকার ক'র্ত্তে পার কি? তার কি সত্ত্বা নেই? সংজ্ঞা নেই? তেমনি মনের মধ্যে অরূপের অপরূপ স্পর্শ লাগে; সে স্পর্শে দেহ, মন, আত্মা জাগে। অপূর্ব্ব রসে পুলকিত হয় মন, রোমাঞ্চ হয় দেহে, দ্বিধাবোধ থাকে না—তোমারও সে পরশ লাগে গো লাগে, সময় হলেই জাগ্‌বে।

[বেত্রধাবিণীর প্রবেশ]

বেত্রধারিণী। (অভিবাদন করিয়া) মহারাণী, রাজকবি সস্ত্রীক দর্শনার্থী (মহারাণী সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, পুরনারীগণও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সাবিত্রী, সুজাতা ও গায়ত্রী কবিকে আনিবার জন্য উঠিয়া গেলেন, ও ক্ষণপরে সকলে প্রবেশ করিলেন। মহারাণী ও সকলে কবি দম্পতীকে প্রণাম করিলেন, উভয়ে আশীর্ব্বাদ করিলেন। মহারাণী স্বহস্তে উভয়কে পাদ্য ও আসন দিলেন, উভয়ে আসন গ্রহণ করিলে তাম্বুল, গুবাক, পুষ্প, মাল্য, অনুলেপন, অর্ঘ্য দিলেন। অর্ঘ্য গ্রহণ করিলে সকলে উপবেশন করিলেন)।

কবি। (সাবিত্রীর প্রতি) মা, তোমায় আমরা আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে এলাম। (সাবিত্রী ছল ছল চোখে নতমুখে আসিয়া দাঁড়াইন, চন্দ্রা ও কবি দূর্ব্বা, তণ্ডুল ও নির্ম্মাল্য দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন)।

গায়ত্রী। কাকিমা, তোমরা আজই কেন দিদিকে বিদায় দিতে এসেছো?

কবি। মা, বিদায়ক্ষণ যত আসন্ন হয়, বিদায় দেওয়া, বিদায় নেওয়া, দু'টোই তত কঠিন হয়; তাই আজই এলাম।

চন্দ্রা। তোমরা নূতন যাত্রী তাই রথের পাথেয় চিনিয়ে দিতে এলাম। নিষ্কাম প্রেম, আর ত্যাগে তোমার অন্তর পূর্ণ ক'রে নিও মা—সেই এ পথের সম্বল। দু'হাত দিয়ে শুধু বিলিয়ে যেও আপনাকে; নদী যেমন তার দুইকূল কল্যাণে ভ'রে দেয় তেমনি ক'রে মা কল্যাণে সব ভ'রে যাবে। এই যে এখানের সমস্ত প্রিয়পরিজনকে ছেড়ে, সব আবেষ্টন থেকে ছাড়িয়ে যেতে হবে, এই বিরহ-বেদনায় তপস্যা আরম্ভ হবে, সেই তপের দাহে তোমার মন অগ্নিশুদ্ধ স্বর্ণের মত দীপ্তি পাবে। তোমার উন্মুখ জীবন রক্ত শতদলের মত বিকশিত হবে।

[বেত্রধারিণীর প্রবেশ]

বেত্রধারিণী। দেবী, মহারাজ দ্বারে—

(কবি ও চন্দ্রা ব্যতীত সকলে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। সাবিত্রী, সুজাতা ও গায়ত্রী বাহিরে গেলেন ও ক্ষণপরে মহারাজার সহিত প্রবেশ করিলেন। সকলে সসম্ভ্রমে মহারাজকে অভিবাদন করিলেন)।

কবি। জয়োস্তু !

(মহারাজ কবি ও চন্দ্রাকে দেখিয়া উৎফুল্লমুখে উভয়কে প্রণাম করিলেন, পুরনারীগণ ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইল)

মহারাজ। (সহর্ষে) আজ আমার সৌভাগ্য ; দেবী, আজ তোমাদের উভয়কেই আমি খুঁজছিলাম।

কবি। মহারাজ, আসন গ্রহণ করুণ।

(কবি ও চন্দ্রা উভয়ে মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিলে মহারাজ আসন গ্রহণ করিলেন, মহারাণী, সাবিত্রী, সুজাতা ও গায়ত্রী উপবেশন করিল)।

চন্দ্রা। (সকৌতুকে) সত্যই মহারাজ আমাদের খুঁজ্‌ছিলেন ?

মহারাজ। দেবী, আজ পূজার সময় তোমাদের অনুপস্থিতিতে মনে বড়ই বেদনা বোধ ক'রেছিলাম। পূজায় মন দিতে পারিনি।

চন্দ্রা। সে কি মহারাজ ? রাজার আদর্শ স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র অগ্নি-শুদ্ধা দেবী সীতাকে লোকরঞ্জনের জন্য পরিত্যাগ কর্ত্তে পেরেছিলেন, আর আপনি সামান্য কবিকে ত্যাগ কর্ত্তে কাতর হচ্ছেন ?

মহারাণী। চন্দ্রা, তুমি বেশ জানো, মহারাজ তোমার বাক্যবাণ বিনা প্রতিবাদে সহ্য কর্ব্বেন, তবে তাঁকে আঘাত ক'রে লাভ কি ? তিনি যে বিনা প্রতিবাদে কবির নিষ্ঠুর ব্যবস্থা সহ্য ক'রেছেন সে কিসের জন্য ? তুমি নিশ্চয় জানো, আমরাও জানি, এ বেদনা তোমায় যতখানি আঘাত ক'রেছে, মহারাজকে তার অনেক বেশী আহত ক'রেছে।

চন্দ্রা। মহারাণী! মহারাজ ত সকলেরই রক্ষক।

মহারাজ। প্রভাকরকে রক্ষা কর্ব্বার স্পর্দ্ধা আমার নেই। আমার যতটুকু ক্ষমতা, তা অনেকদিন ছাপিয়ে গেছে প্রভাকরের দীপ্তি।

সাবিত্রী। দেবী, ব্রাহ্মণগণ বা মহারাজা কবিকে ত্যাগ ক'রেছেন একথা আপনার মনে নিচ্ছেন কেন? কবিই ব্রাহ্মণ-শাসন; রাজ-সমাদর অতিক্রম ক'রে চ'লেছেন। শাস্ত্র ও শস্ত্র কোনটা দিয়েই তাঁকে রোধ করা যাবে না। আপনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন, আমি গৌরব মনে কচ্ছি। শৈশব হতে যাঁর উপস্থিতি ভিন্ন পূজা হ'তে দেখিনি, আজ তাঁ'কে না দেখে আমাদেরও বড় কম শূন্য লাগেনি, কিন্তু যখন সব বুঝে দেখ্‌লাম, সমস্ত মন উৎসাহে গর্ব্বে ভ'রে উঠ্‌লো; এইতো জয়। নিগ্রহকেও ভয় নেই, অনুগ্রহেও বিচলিত নয়। বিজয়ী বীর!

কবি। (সসম্ভ্রমে) ও -কথা ব'লো না মা, আমি কারও কোন কিছুকে অতিক্রম কর্ব্বার স্পর্দ্ধা রাখি না। যিনি যথার্থ 'ব্রাহ্মণ', তাঁর শাসনকে সবিনয়ে শিরোধার্য্য করি। কিন্তু যদি মাত্র উপবীতের অধিকারে যে কোন বিধানকেই মান্‌তে হয়; সে আমি কোন মতেই পারি না। মানব একটি মহাজাতি। কর্ম্ম এবং প্রবৃত্তিবশে তা'র উচ্চ, নীচ নানা জন্ম হয়। এই কর্ম্মফলই নিয়তির বিধায়ক। ভাল-মন্দ ক্রিয়ার দ্বারা আমরাই এই নিয়োগের সৃষ্টি করি। যদি তাই হয়, এই সৃষ্টি আমাদেরই হাতে, তবে এর

বিনাশও আমাদেরই হাতে। তার জন্য জন্ম জন্মান্তরের অপেক্ষায় থাক্‌বো কেন? এক জন্মের চেষ্টায় কত জন্ম এগিয়ে পিছিয়ে নেওয়া যায়, জন্ম জন্মান্তের উপর ভার দিয়ে. চোখ বুজে অদৃষ্ট মেনে নিতে আমি চাই না। এই জন্মেই দৃঢ় শক্তি নিয়ে,, পুরুষকারের বলে সংগ্রাম ক'রে দেখ্‌তে চাই। অন্যায় লোকমতে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে, হৃদয়ে সেই লোকেশ্বরকে প্রতিষ্ঠা ক'রে অগ্রসর হব। জন্ম-সূত্রে যে জাতি সৃষ্ট হ'য়েছে, তার গণ্ডি ভেঙ্গে দিতে হবে। নিরপেক্ষ শিক্ষা দ্বারা তাকে উন্নত ক'রে নিতে হবে, বিচার দ্বারা দেখ্‌তে হবে জন্ম তার যে জাতিতেই হোক্ না, যদি কর্ম্ম তার উচ্চ হয়, মহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা সে যে জাতির সমকক্ষ হ'য়েছে সেই জাতির মধ্যে তাকে তুলে নিতে হবে। আর যদি কর্ম্ম তার হীন হয়, তবে সে যত বড় জাতিতেই জন্মে থাক্, তাকে নামিয়ে দিতে হবে। এ কার্য্যে বর্ণগুরু ব্রাহ্মণের নিরপেক্ষ বিচার চাই, নরপতিরও সাহায্য চাই। সামান্য শক্তিতে, সামান্য চেষ্টায় হবে না। যদি এর মধ্যে ন্যায় এবং সত্য থাকে, তাকে মান্‌তেই হবে। একদিন সে স্বপ্রকাশ হবেই। তার গতিপথ কেউ রোধ কর্‌তে পার্‌বে না।

চন্দ্রা। এতদিন যাঁরা সব নিয়ম বিধান প্রবর্ত্তন ক'রেছেন, তাঁরা কি ভ্রান্ত ছিলেন? পুরাতন প্রথা, পুরাতন মত কি সর্ব্বদা পরিত্যজ্য?

কবি। এমন কথা কেউ কখনও বলে না দেবী! যদি কেউ বলে সে নিজেই ভ্রান্ত বা প্রমত্ত। পুরাতনের মধ্যে যা কিছু কল্যাণকর আছে, তা যতই পুরাতন হোক্ সর্ব্বদা রক্ষা কর্ত্তে হবে। যা অনাবশ্যক, অন্যায় তা পরিত্যাগ ক'র্ত্তেই হবে, যতই প্রাচীন হোক্ না। নূতনের পক্ষেও তাই; মাত্র নূতনত্বের জন্য বা নিষিদ্ধ ব'লে, কোন কিছুই উদ্দাম ভাবে আচরণ করা, গ্রহণ করা উচিত নয়। তার মধ্যে যতখানি মত্ততা থাকে ততখানি ক্ষতি ও থাকে। বিরোধ বিতর্কে কোন প্রয়োজন দেখি না, অনর্থক ভিতরের ও বাহিরের বল ক্ষয় হয়। সত্যের সাধনায় যদি জীবন শেষ হয়, সমাজ ও মানবের কল্যাণে যদি দণ্ড পেতে হয়, সে দণ্ড মাথা পেতে নোবো, বুক পেতে সহ্য ক'র্ব্বো। মানুষ বহু যুগের সাধনায় যে সংস্কৃতি লাভ ক'রেছিল, তা কখনও কোন মূঢ়ের চেষ্টায় ধ্বংস হতে পারে না। তবে হয়ত তার উপর নানা যুগের আবর্জ্জনার আবরণ পড়ে যায়। তাকে মুক্ত ক'রে নিতে হয়ই। তবে কখনও কখনও ন্যায়, অন্যায় বিচার-বিরহিত হয়েও, মানব-সমাজ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সময়োপযোগী নিয়ম সকল প্রবর্ত্তিত ক'রে সেগুলি ধর্ম্ম-শাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দিয়ে বলবৎ করে নিয়েছে। যুগের পর যুগ পরিবর্ত্তনশীল, কাল-প্রবাহে মানুষ যখন যা উপযোগী তার জন্য দাবী করেছে, দাবী কর্‌ছে, আর দাবী কর্ব্বেও। এ তা'র ন্যায্য পাওনা, ন্যায্য অধিকার।

চন্দ্রা। এ অধিকার থেকে কে তাদের বঞ্চিত ক'র্‌ছে ?

কবি। যারা তাদের চেয়ে অনেক উঁচুতে উঠেছে। যারা হাত ধ'রে তাদের দাঁড় করাতে পারে, ঘৃণায় স্পর্শ না ক'রে দূরে স'রে যায়। দূর হ'তে ইঙ্গিতেও কোনও সাহায্য করে না। আর এদের অজ্ঞানতা, মূঢ়তাই এদের অবনতির কারণ।

চন্দ্রা। যদি অজ্ঞই, ত' অধিকারের দাবী করে কোথা থেকে ?

কবি। সদ্যজাত শিশু ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হ'লে কে তাকে মাতৃস্তন পান ক'র্ত্তে শেখায় ? যেখানে আবশ্যক, ভিতর থেকে তাগিদ আসে। অবশ্য ওদের আবশ্যক এত সামান্য যে সেটুকু হেলায় তাদের দেওয়া যায়। মুষ্টিভিক্ষার মত সে অনুকম্পাটুকুও তারা পায় না। মূক, মৌনমুখে সরে যায়।

চন্দ্রা। আর তাদের সেই মূক দাবীকে ভাষা দেয় দেশের কবিরা—

কবি। তাদের ভাষা দিলে, আশা দিলে, তবু তারা শান্ত হয়, সংযত থাকে; না হ'লে পশুর মত হ'য়ে উঠে, উন্মত্ত হিংস্র হ'য়ে যায়। দেবী! বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ কোনদিন পতিতকে ত্যাগ করেন নি। তাঁদের শ্রীমুখের উপদেশবাণী শোনো দেবী। স্মরণ করো—

"উতদেবা অবহিতং দেবা উন্নয়থা পুনঃ
উতাগশ্চক্রুষং দেবা জীবথা পুনঃ—"

ব্রাহ্মণকে পরম শ্রদ্ধা করি ব'লেই তাঁদের অন্যায়ে এত বিচলিত হই।

চন্দ্রা। হীন জাতির মধ্যে কি অন্যায় আচরণ হয় না ?

কবি। অবশ্যই হয়, কিন্তু তারা 'অজ্ঞান', আর আমরাও এই সকল

মূঢ়ের অন্যায় আচরণের জন্য কতকাংশে দায়ী। "হীন জাতি হীন কর্ম্ম ত কর্ব্বেই" আমরা এই ধারণা নিজেদের মধ্যে পোষণ করি, ওদের মনেও বদ্ধমূল ক'রে দিই। এই অস্পৃশ্য শবরগণ একদিন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের পাচক হ'য়েছিল। তাদের রন্ধন করা ভোজ্য, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হ'তে আরম্ভ করে ঋষিগণ, রাজগণ সকলে পরিতৃপ্ত হ'য়ে ভোজন ক'রেছিলেন।

চন্দ্রা। ঠাকুর, নিজেই ত' বল্লে এক বিধান সর্ব্বকালে না চল্‌তে পারে।

কবি। যে বিধান কল্যাণকর, তা চিরকাল চলা উচিত। তা' যদি চ'ল্‌তো আজ এই সব অতি বলিষ্ঠ, সাহসী, বিশ্বস্ত জাতি, পতিত হ'তে পেত না। ব্রাহ্মণ সমাজের শিরঃস্বরূপ, কিন্তু পদচ্ছেদন করা, বুদ্ধির বা ধর্ম্মের কাজ নয়। কোন সমাজই অচল, অঙ্গহীন হ'য়ে বাঁচে না; আতুর হয়ে পড়ে।

চন্দ্রা। তা ব'লে মাথা কেটে সে ক্ষতির শোধ হয় না।

কবি। (সহাস্যে) না দেবী! মানুষ এত মূঢ় নয়, এমন চেষ্টা যদি কেউ ক'রতে বলে সে উন্মত্ত। জাতিবিচার পরিত্যাগ ক'রে গুণ, কর্ম্ম, দ্বারা বিচার করাই শ্রেয়ঃ। রক্ষণশীলতার যতখানি আবশ্যক, পরিবর্ত্তনশীলতাও ততখানি আবশ্যক। কেবল যে পতিত জাতির দাবী তা' নয়; তারা বরং নিঃশব্দে চ'লে যায় দেবতা, মানব, কাউকে দোষ না দিয়ে, সকল অন্যায় বিধান মাথা পেতে নিয়ে, দুর্ব্বহ দুর্গতির চাপে, মেরুদণ্ড বক্র হ'য়ে যায়। কিন্তু যারা জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, শক্তিতে পূর্ণ হ'য়েও তার

ন্যায্য পাওনা পায় না, তাদের দাবীকে কি ক'রে দমিত ক'রবে ? গর্ব্বোদ্ধত অবিচার, অত্যাচার, কেন তারা চিরদিন সহ্য ক'রবে ? একদিকে তারা রক্ষা করে রাজ্যের গৌরব, ধনীর বৈভব ; আর একদিকে তারা রক্ষা করে দরিদ্রের পর্ণকুটীর।

চন্দ্রা। মানুষ যখন যা চায়, তখনই যদি তা'কে তাই দিতে হয়, স্বয়ং ভগবানও হার মেনে যাবেন।

কবি। যখন যা চায়, যদি স্বেচ্ছাচার হয়, কেউ তা'কে প্রশ্রয় দেবে না। বিচার ক'রে দেখতে হবে—দুরন্ত লালসা, প্রমত্ত লোভ, প্রচণ্ড দম্ভ, দস্যুতার দাবী যদি হয়, তো সে শক্তি যত দুর্ণিবার হোক্ না কেন, তার বিরুদ্ধে যুঝ্‌তে হবে। যদি ক্ষণেকের খেয়াল, স্বপ্নবিলাসীর ভোগবাসনা হয়, তা মিটাতে কেউ চাইবে না। কিন্তু যদি সত্যকার পাওনা হয়, কণ্ঠ রোধ ক'রে তাকে হত্যা করা, ধর্ম্ম নয়। প্রসন্নমুখে নিজহাতে পরিবেশন ক'রে দাও, তা'রা সেই প্রসাদ পেয়ে পরম তৃপ্তি লাভ ক'র্‌বে। তাদের পরিতৃপ্ত শক্তি, দাতারও পৃষ্ঠবল বৃদ্ধি করে, তা'দেরও বক্ষবল রক্ষা করে। এর বিপরীতে গেলে পরিণাম সাংঘাতিক। চেয়ে দেখ ভবিষ্যৎ। শান্তির অমল ছত্রতলে আরামে আছি। নিশ্চিন্ত অন্তরে উপভোগ ক'র্‌চি। বুভুক্ষু কঙ্কালসার কারা ওরা ? ঐ যে সরিস্থপের মত, শুষ্ক, শীর্ণ দেহটাকে কোনমতে টেনে নিয়ে বুকে হেঁটে আস্‌চে ? দেবতার রত্নবেদীর তলায়, রাজসিংহাসনের নীচেয় এসে সব জড়ো হ'লো—পূর্ব্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে,

যেদিকে চোখ ফেরাও ওই প্রেতের দল, অতি ধীরে কিন্তু এগিয়ে আস্‌চে; কোন শক্তি এই বেতাল দলের গতিরোধ কর্ত্তে পার্ব্বে না; ক্রমশঃ ওরা এসে প'ড়লো, সর্ব্বশক্তি এক ক'রে একবার শেষ নিবেদন জানাতে চায়, জানুভরে উঠতে গেলো, পাল্লে না। জানু অবশ, মেরুদণ্ড ভগ্ন, থর থর ক'রে কেঁপে উঠলো, অশ্রুহীন, জ্যোতির্হীন, কোটরলগ্ন চক্ষু দুটো একবার জ্বলে উঠলো, ভাবহীন বাক্যহারা মুখে, তৃষাশুষ্ক বিদীর্ণ জিহ্বা, শরীরের শেষ রক্তবিন্দুটুকু সৃক্কণী বেয়ে প'ড়লো, তার পর জীর্ণ বক্ষপঞ্জর কাঁপিয়ে একটা অন্তিম শ্বাস মিলিয়ে গেলো। একটার উপর একটা দেহ, অস্থিতে পঞ্জরে শব্দ ক'রে গড়িয়ে প'ড়লো। যেদিকে চাই, শবদেহ। তখন তার মধ্যে জাগলেন কঙ্কালিনী, কপালিনী, চামুণ্ডা, জাগলেন প্রলয়ের দেবতা, রুদ্র—তাঁদের গতি, অব্যাহত ঝঞ্ঝার মত, বন্যার মত, প্রলয় এনে, ধ্বংস হেনে সব ভেঙ্গেচুরে পুড়িয়ে, উড়িয়ে, ভাসিয়ে দিয়ে চ'লে যায়। সর্ব্বসহা ধরিত্রী থরথর কাঁপেন, অগ্নিময় দীর্ঘশ্বাসে আকাশ, বাতাস, চরাচর ভ'রিয়ে দেন। (গায়ত্রী সভয়ে ছুটীয়া মহারাজের বক্ষে লুকাইল। সুজাতা পাণ্ডুমুখে সাবিত্রীর কণ্ঠলগ্ন হইলেন। সাবিত্রী প্রশান্তমুখে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। মহারাজা ও মহারাণী পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় অবিচল রহিলেন)

চন্দ্রা। (অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে) থাক্ আর নয়; যে স্বর্গ তুমি আজ চিত্র ক'রেছো, ও স্বর্গে আমাদের কোন লোভ নেই, তোমার জন্য থাক। তোমার অখণ্ড অধিকার হোক্।

আমরা কেউও অধিকার পাবার যোগ্য সুকৃতি করি নি, অতদূর সাধনার জোরও নেই। ভয় দেখাচ্চো? ও ভয় অন্ততঃ এ রাজ্যের রাজ্যেশ্বরের নেই।

কবি। তা জানি ব'লেই নির্ভয়ে ব'লচি। ভয় কাউকে দেখাই নি। যে কাজের যা ভবিষ্যৎ পরিণাম হয়, তাই দেখিয়েছি।

চন্দ্রা। এমন ক'রে বিভীষিকা সৃষ্টি ক'রো না, তা যদি কর তবে কবি নাম আর ধ'রো না।

কবি। চন্দ্রা! কবি শুধু লীলা নিয়ে থাকে না, কবির হৃদয় ভ্রমরের মত শতহৃদয় শতদলের সুখ দুঃখের বার্ত্তা জানে; উত্থান, পতন বোঝে। মন্ত্র প'ড়ে জাতির হাতে রক্ষাসূত্র পরিয়ে দেয়। গর্ব্বান্ধ স্বাধিকারপ্রমত্ত মানবসমাজ, যখনই ভ্রান্তপথে চ'লেছে, অত্যাচারকে বিধান ব'লে প্রবর্ত্তন ক'রেছে, স্বার্থ-সংকীর্ণ অনুদার অন্তরের ভেদবুদ্ধিতে অনিয়ম সকল সমর্থন ক'রেছে, তখনই হয়েছে বিপর্য্যয়; পরিণামে হয় ধ্বংস নয় সমন্বয়। আজ এই হিন্দু সমাজে প্রবেশের একটি মাত্র পথ, যা জন্মসূত্রে ভিন্ন অধিকৃত হয় না, কিন্তু নির্গমের শত শত দ্বার অচল দুর্গের সর্ব্বাঙ্গে রন্ধ্র করা হ'য়েছে; কথায় কথায় পতন হয়, পরিত্যাগ হয়, প্রায়শ্চিত্ত চলে না, শুদ্ধি নেই। এত বলক্ষয়ে কোন জাতি কোন দিন বাঁচে না।

চন্দ্রা। দণ্ড গুরুতর না হ'লে, পতিতকে পরিত্যাগ না কর্ল্লে, সমাজ সহজে কলুষিত হয় নাকি?

কবি। লঘুপাপে গুরু দণ্ডের অনেক ব্যবস্থা হ'য়েছে। গুরুদণ্ড যেমন আবশ্যক, দণ্ডের অপঃপ্রয়োগে, সময়ে সময়ে পাপের

গোপনতা এত বেশী হয়, যে সমাজঅঙ্গ সে গুপ্ত ক্ষতে ভীষণ কলুষিত হয়। দুরারোগ্য হয়।

চন্দ্রা। সব সত্বেও ত টিকে আছে এখনো। এত পুরাতন পবিত্র ধর্ম্ম হিন্দু ভিন্ন আর আছে কি ?

কবি। মানি, অত্যন্ত সুদৃঢ় ভিত্তি, হিমাদ্রির মত উন্নত; সত্য আর পবিত্রতা এর মূল, সবই বুঝি। কিন্তু যে সাধনায়, তপস্যায় ও সাহসিকতায়, এ ধর্ম্ম গঠিত ও সুরক্ষিত ছিল, তা আজ লোপ হ'তে ব'সেছে। ধর্ম্মের নামে যত অধর্ম্ম, যত অত্যাচার, মানুষ মানুষের প্রতি ক'চ্ছে তা ভাব্‌তেও পারা যায় না। চিরদিনই এই নিয়ম ছিল, যখন কোন ব্যতিক্রম হ'তো, ঋষিগণ সংস্কার দ্বারা, সমন্বয় দ্বারা, সমস্ত মীমাংসা ক'রতেন। আশ্চর্য্য হই, যে জাতি যুগে যুগে, সর্ব্বজাতি, সর্ব্বধর্ম্ম, সর্ব্বদেশীয়দের সঙ্গে সমন্বয় ক'রেছিলেন, ছোট বড়, ধনী দরিদ্র, সর্ব্বজনকে গ্রহণ ক'রে, সংযুক্ত ক'রে, সুদৃঢ় অজেয় সমাজ গ'ড়েছিলেন, একতার বলে বলীয়ান ক'রেছিলেন, সমুচ্চ কণ্ঠে ডেকে বলেছিলেন "কৃন্বন্তো বিশ্বমার্য্য"—তাঁদের বংশধর বলে আমরা গর্ব্ব করি। ধিক্ আমাদের।

চন্দ্রা। আর নয়, চুপ কর কবি।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

স্থান—কবির গৃহ-সংলগ্ন পুষ্পোদ্যান। তরু-ছায়ায় কবি বসিয়া আছেন। কবিকে ঘিরিয়া বালক-বালিকাগণ কোলাহল করিতেছে। অদূরে চারণ-ভূমি,

ধেনুবৎসগণ চরিতেছে, বৃহৎ বট-ছায়ায় রাখালবালক-বালিকাগণ ক্রীড়া করিতেছে। নদীব একটি ধারা প্রান্তরের প্রান্তে বহিয়া যাইতেছে।

কবি। তোরা যদি ঝগ্‌ড়াই কর্ত্তে লাগ্‌লি, এখনও স্থির হ'লোনা যে কোথা যেতে হবে, ত আমি কি করি বল্ দেখি।

১ম বালক। ব'ল্‌ছি ত' দাদা, ওই নদীর ধারে চল; আমরা মাছ ধরি, তুমি বাঁশি বাজাও।

১ম বালিকা। কখনও না, দাদা, তুমি ঘরে ব'সে বাঁশি বাজাবে চল; আমরা আঙ্গিনায় বকুল, চাঁপা গাছের তলায় ব'সে শুন্‌বো। এখনও রোদ র'য়েছে, বড় তেতে উঠেছে সব। ঘরে চল, আমরাও বাঁশি শুন্‌বো, দিদিও শুনবো।

কবি। আমার কিন্তু বড লোভ হচ্ছে, ওই বটতলার ছায়াটুকুর। আর বাঁশি কি ঘরে বাজেরে পাগ্‌লি? বাইরে বাজে, ঘরের লোক কাজ ফেলে ছুটে শুন্‌তে বেরোয়।

২য় বালক। শুন্‌লি ত'? আর ঝগড়া নয়, চলো দাদা, ওরা না যায় সব প'ড়ে থাক্। তোমায় যেতেই হবে।

২য় বালিকা। দাদা, আমাদের ফেলে যাবে বৈকি? যাক্‌ত কি ক'রে যায়, যাও দাদা দেখি আমি।

কবি। যেতে পারিনে বুঝি? খুব ত জোর দেখি তোর?

৩য় বালক। সত্যি যাবেনা দাদা? আমরা যে এতক্ষণ ধ'রে ব'ল্‌চি—

৩য় বালিকা। যেওনা দাদা আমাদের ফেলে, আমরাই কি বাণের জলে ভেসে এসেছি?

৪র্থ বালক। (কবির হাত ধরিয়া) এসো দাদা ওই নদীর ধারে, তোমার

গায়ে রোদ লাগ্‌তে দেবোনা, ঐ বটতলার ঠাণ্ডা ছাওয়ায় বসাবো দাদা।

৪র্থ বালিকা। (কবির অপর হাত খানি ধরিয়া মিনতি পূর্ণ স্বরে) ঘরেই চ'লো দাদা, দিদি কি একলাটি প'ড়ে থাক্‌বে? দিদিকে ফেলে কি ক'রে যাবো?

১ম বালক। কেন, দিদি আমাদের সঙ্গে গেলেই পারেন। আমরা তাঁকে কি বারণ ক'রেছি?

১ম বালিকা। দিদি ত তোমাদের মত ভূত নয়, এই রোদে বেরোবেন।

২য় বালিকা। কেন দিদিকেও আমরা বটতলার ছায়ায় বসিয়ে রাখ্‌বো!

২য় বালক। দিদি যান না যান তাঁর ইচ্ছা, তোমাদের হুকুমে তিনি চল্‌বেন বুঝি?

৩য় বালক। আমি দিদিকে ডেকে আনিগে, খুব মিনতি ক'রে ব'ল্‌বো, দিদি ঠিক যাবেন আমাদের সঙ্গে।

৩য় বালিকা। আমি দিদিকে ডেকে আন্‌তে দোবোনা, তাঁর কাছে আমরাই যাবো, দাদা ওঠ।

৪র্থ বালক। দিদিকে ডাক্‌লেই আস্‌বেন; দিদি দাদার মত নিষ্ঠুর নন।

৪র্থ বালিকা। না, না, দিদিকে আমরা কষ্ট দিতে দেবোনা, এই রোদে বার হ'লে, তাঁর কত কষ্ট হবে।

কবি। আমিই তোদের ঝগড়া মিটিয়ে দিচ্ছি, এই দেখ্‌ তবে!

(ধীরে ধীরে বাঁশিতে সুর ধরিলেন)

দূরে সেই সুরে সুর মিলাইয়া রাখাল বালকরাও বাঁশি ধরিল। বালক বালিকারা কবিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। হাসি মুখে চন্দ্রাদেবী প্রবেশ করিলেন, বালক-বালিকারা আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিল।

চন্দ্রা। (ভ্রূকুটি করিয়া কবির প্রতি) এই গরমে ছেলেমেয়েদের নিয়ে কি গোলমাল ক'চ্চো?

কবি। (সহাস্যে) তোমার ভুল হচ্চে, আমি এদের নিয়ে গোলমাল করিনি, তোমায় নিয়েই এরা গোলমাল বাধিয়েছে।

প্রথম বালক। হ্যাঁ দিদি, দাদা প'ড়ে থাক, তুমিই চলো।

প্রথম বালিকা। না দিদি যেওনা, ওরাই এতক্ষণ দাদাকে জ্বালিয়েছে।

চন্দ্রা। লক্ষ্মী তোমরা, ওগুলো দস্যু, তা নাচগান এখানেই হোক্‌না; এখানেই তো বাঁশি বাজানো যায়। ঝগ্‌ড়া থামিয়ে সব নাচগান কর দেখি। (কবির পাশে চন্দ্রা বসিলেন। কবি বাঁশি বাজাইতে লাগিলেন, বাঁশির তালে তালে বালক বালিকাগণ নৃত্য করিতে করিতে গান ধরিল)।

বালকগণ। আমরা চলিগো, চ'লে যাই পথের পরে চ'লে,
বালিকাগণ। আমরা যাইগো, যেতে চাই গৃহ-ছায়ার তলে,
বালকগণ। আমরা নৃত্যপাগল, ভাঙ্গি আগল, আনন্দে,
বালিকাগণ। আমরা চিত্ত ভোলাই, নিত্য দোলাই কি ছন্দে,
শাদা কালোয়, ছায়া আলোয় নানা মায়ার ছলে।
বালকগণ। আমরা মাতাই পাগ্‌লা-ঝোরার আগল ভাঙ্গা গানে,
বালিকাগণ। আমরা চেতাই দোয়েল কোয়েল কুজন ভরা তানে,
বালকগণ। আমরা ছড়িয়ে হাঁসি, বাজিয়ে বাঁশি বেড়াই দলে দলে।
আমরা বন্ধ বাঁধন হারা, অন্ধ অধীর ধারা
পিছল পথে, উছল স্রোতে পার হ'য়ে যাই বলে।

বালিকাগণ। মোরা ললিত লতার বাঁধনবুকে, জড়ায়ে রাখি নিবিড় সুখে,
পুষ্প ডোরের শিকলখানি পরি আপন গলে॥

(কবি বাঁশি ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া গান ধরিলেন।)

মোরা দুঃসহ দুর্ব্বার পথে যাই চ'লে,
যেথা জলদগ্নি জ্বালা, মরুমায়া জ্বলে।
বহে প্রলয় ঝঞ্ঝা ঝড়,
ভ্রূকুটি কুটিল ভয়ঙ্কর,
মরণ হরণ, শঙ্কা তরণ, ডঙ্কা বাজায়ে বলে।
পিঙ্গল জট লটপট লুটে নাচে ধূর্জ্জটী,
তর্জ্জে বিষাণ গর্জ্জে ঈশান, উলটি পালটি ;
দোলে কাল ভুজঙ্গ বিষধর।
ধূলিধ্বজ তুলি গগনে, চলি চরণে দলে—
বিঘ্ন অপসারি বলে।

চন্দ্রা। মোরা রুদ্র ভালে বহ্নি নির্ব্বাণ করি,
পড়ে জাহ্নবী বারি ঝর ঝরে ঝরি,
নামে কল্লোলে কল কল কল,
পতিতোদ্ধারিণি জল টলমল,
দীপ্ত বিশ্ব দাহ নিঃশেষে হরি।
ধৌত করি ধূলি ভস্মরাশি
তুষ্টি ঢালি, ক্ষুধা তৃষ্ণা নাশি,
মৃত্যুর বক্ষে অমৃত পড়ে ঝরি
মগ্ন ক'রে দিই অগ্নি পাথার অশ্রু পারাবার তলে॥

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

স্থান—শিবনাথের অঙ্গন। ফুলে ফুলে অঙ্গন ভরিয়া গিয়াছে একটি কুলের গাছ ফলে ভরিয়া গিয়াছে। সময় সন্ধ্যা। মালতী ও মল্লিকার প্রবেশ।

মালতী। (মল্লিকার প্রতি সকৌতুকে) তুই কেন এসেছিস্ ব'ল্‌বো? তুই লুকিয়ে, লুকিয়ে, পালিয়ে বেড়াচ্ছিস্।

মল্লিকা। কেন, আমি কার কি চুরি ক'রেছি?

মালতী। (হাঁসিয়া) চুরি করেছিস, কি চুরি দিয়েছিস্, তা তুইই জানিস্। মনে খুসীর জোয়ার বইছে, পাছে কেউ বুঝ্‌তে পারে, চেপে রাখ্‌ছিস্; যতই লুকোতে যাস্ ওকি কখনও লুকান যায় রে? চোখের চাহনীতে, মুখের হাঁসিতে, গলার স্বরে, বলার ধরণে, চলার ভঙ্গীতে তোর সমস্ত শরীর মন উপ্‌ছিয়ে, কাণায় কাণায় ছাপিয়ে প'ড়্‌চে আনন্দ; লুকোবি কি ক'রে?

মল্লিকা। বেশতো তুই আজকাল গুন্‌তে শিখেছিস্ দিদি।

মালতী। (কর্ণপাত না করিয়া হাঁসিতে হাঁসিতে) আর সব কথাই ভুল ব'লে ফেল্‌ছিস্, সব কাজেই ভুল হ'য়ে প'ড়্‌ছে। লজ্জাও হ'চ্ছে, ভয়ও হ'চ্ছে; আর মাও কি ভাই তেমনি অবুঝ মেয়ে? এতকাজও বাড়িয়েছেন মা। ছেলেরা যা ভালবাসে সব করা চাই। এটা মা বোঝেনা, মা'র ছেলেদের কি এখন ক্ষুধা তৃষ্ণা ঘুম আছে, না কোনদিকে মন আছে। তারা একেবারে উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছে।

মল্লিকা। তোর ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঘুম, সব ঠিক আছে তো ?

মালতী। (কলহাস্যে) ঠিক্ থাকবার যো আছে কি ? সব ঘুচে গেছে রে। কিযে খুসীতে মন ভ'রে গেছে, নিজে নিজেই কথা কইছি, হাঁস্ছি গান গাইছি, নেচে বেড়াচ্ছি খুসীর জোয়ার এসেছে, মনে আর ধ'র্চেনা। বৈরাগী আমার সব বোঝে, সেটাও মেতে উঠেছে। গ্রামশুদ্ধ লোকই মেতে উঠেছে আহ্লাদে, দেখেছিস্।

মল্লিকা। আমিত তোর মত পাগল হইনি, একটু গল্প কর্বি ? না বাজে কথাই কেবল ব'ক্বি ?

মালতী। বাজে কথা কেন ব'ক্তে যাবো, সত্য কথাই সব ব'লেছি, তবে মনের কথা খুলে ব'ল্লেই লোকে পাগল বলে। বেহায়া বলে, তা জানি গো। তোর আনন্দে সবাই আনন্দিত, আর তোর মনে কিছু হয়নি, এইকথা আমি বিশ্বাস কর্ব্বো ? আমি সব বুঝিগো, সব বুঝি। তুই আমার মত চঞ্চল নোস্, তাই স্থির থাক্তে প্রাণপণে চেষ্টা ক'চ্ছিস্, মন মান্‌ছে না। সে লজ্জা, ভয়, মান, ভাসিয়ে দিয়ে ছুটে বেরোতে চায়। তাই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস্। যে চোর সে কেবলি ভাবে এই বুঝি তার চুরি ধরা প'ড়ে গেল, তাই লুকিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। ভাবের ঘরে চুরি ক'ল্লেও ধরা পড়ার ভয় ত' আছে।

মল্লিকা। (সলজ্জহাস্যে) সব শুনেছি এখন আমার কথাটা একটু শুন্‌বি কি ? মা ডাক্‌ছে, তুই আজ সকালে কেন যাস্‌নি ?

মালতী। আজ ক'দিনত' যেন নেশার ঝোঁকে কাটিয়েছি ঘর

সংসার চেয়ে দেখিনি, কালরাত্রে ওখান থেকে ফিরে এসে দেখি ঘরদ্বার যেন মুখ ভার ক'রে আছে। তাই কোনমতে মন দিয়ে, আজ সব কাজ সার্‌ছি। সারা হ'লেই যাবো, সে কি আব ব'ল্‌তে হবে ?

মল্লিকা। ছেলে দু'টো কোথায় দিদি ? তাদেরও কি ভাসিয়ে দিয়েছিস্‌ ?

মালতী। কে জানে, সব কোথায় খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে। কলি কোথায়রে ? আহা একবছরেরটি রেখে গেছ্‌লো বিদেশে, এখন চারবছব পরে এসে কোলে ক'রে বুক জুড়োল।

মল্লিকা। (আনত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল)

মালতী। (ঔৎসুক্যে অধীরভাবে) কি ব'ল্লে বল্‌ না ? দেখ্‌ মল্লি, এইবার তুই আর পাচ্ছিস্‌না, আমি ঠিক বুঝেচি, আনন্দে এইবার একেবারে অবসন্ন হ'য়ে প'ড়েছিস্‌। আমরা নেচে বেড়াচ্চি, তুই কেবল চেপে থাক্‌চিস্‌, কেবল জোর ক'রে সাম্‌লাতে গিয়ে সব জোর এইবার ফুরিয়ে আস্‌চে।

(নেপথ্যে কোলাহল, উভয়ে উৎকর্ণ হইয়া শুনিল, মালতী দুইহাতে মল্লিকাকে জড়াইল)

মালতী। ঐ দেখ্‌ ওদের কি স্ফূর্ত্তি হ'যেছে, ঐ সব তোদের ওখানে যাবে ব'লে দল বেঁধে বেরিয়েছে। আমায় নিয়ে যেতে আস্‌ছে বোধহয়।

মল্লিকা। (সভয়ে) ছেড়ে দে ভাই, ওরা ধ'রে ফেল্লে আর রক্ষা রাখ্‌বেনা, ওখানে তবু মার কাছে পালাই, তোর পায়ে পড়ি ছাড়্‌ দিদি ঐ সব এসে প'ড়্‌লো।

একদল তরুণী প্রবেশ করিয়া মল্লিকাকে দেখিয়া মহোৎসাহে গান ধরিল।

বধূগো—এতদিনের পরে যে গো বন্ধু আসার সময় হ'লো,
বধূ তোমার সরম ঢাকা মরম ব্যাথা এবার ভোলো ;
জল্‌কে যাওয়া যাস্‌নে সখি আজ,
নাইবা হ'লো নিত্যকারের কাজ,
ভাসিয়ে দিয়ে ভয়, মান, লাজ, গোপন হিয়ার দুয়ার খোলো।
প্রাণকলসে রসের বারি,
চরণ ধুয়ে দিস্‌গো তারি,
আভীর বধূর গভীর রাগে অনুরাগের আবীর গোলো।
কান্না হাঁসির ছায়া আলোয়
আল্‌পনা আঁক সাদা কালোয়
পরাণ বধূ বঁধুর লাগি, মনের আঙ্গন সাজিয়ে তোলো ॥

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

স্থান কবির গৃহের অঙ্গন। একপাশে চাঁপা গাছ, অন্যপাশে বকুল গাছ। গাছের তলায় পাথরের বেদীর উপর চাঁদের আলোয় পল্লবের ছায়ায়, আলিপনা আঁকিতেছে। কুটীরের পাথরের ভিত্তির গায়ে, সোপানে, নানারূপ পশুপক্ষী লতাপুষ্প প্রভৃতি আলঙ্কারিক তক্ষণ। স্তম্ভগুলি জড়াইয়া নাগবালিকার মূর্ত্তি উৎকীর্ণ। কারুখচিত দ্বারপথে কক্ষের ভিতর দেখা যাইতেছে, মৃণ্ময় কক্ষগাত্রে, দুইপাশে দুইটি পাথরে খোদা বিচিত্র জালায়ন। মাঝখানে কুলুঙ্গীর ভিতর দেববিগ্রহ, পুষ্পাভরণে সজ্জিত। সন্ধ্যাদীপ জ্বলিতেছে, ধূপাধারে গন্ধধুম উঠিতেছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক—ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

অঙ্গনে চাঁপাগাছের শাখায় ময়ূর-ময়ূরী বিশ্রাম করিতেছে। জ্যোৎস্নালোকে চঞ্চল হংসদল কলরব করিতেছে। দুষ্ট শুক চীৎকার করিয়া শারিকাকে ভয় দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে, মুখরা শারিকা তাহাকে তিরস্কার করিতেছে। সোপানে বসিয়া চন্দ্রা মালা গাঁথিতেছে, চিত্রা হরিণী তাহার পদতলে শুইয়া আছে, মাঝে মাঝে পদতল লেহন করিতেছে, মুখ তুলিয়া চন্দ্রার পানে চাহিতেছে।

চন্দ্রা। অমন ক'রে চাস্‌নিরে, তোর ওই চোখ দেখ্‌লেই, অনেক কথা মনে আসে। অমনি ক'রেই বাছা আমার ভীরু চোখে ব্যাকুল হ'য়ে চেয়ে থাক্‌তো। রাত গভীর হ'য়ে আসে, ঘুমোতে যেতে বলি, ডাগর দুটী চোখ, ঘুমে জড়িয়ে আসে ঢুলে প'ড়্‌চে তবুও ঘুমোতে চায় না, ঘুমোলে যে আমার সঙ্গ পাবে না। যে আমার ঘুমের ব্যবধানটুকুও চাইতো না, আজ সে এত কাছে থেকেও কতদূরে। তার আমার মাঝখানে কি নিষ্ঠুর ব্যবধান, নির্দ্দয় অভিশাপ। আমার পাষাণ বুকে সব সহ্য হবে, কিন্তু আমার নন্দিনী? সে যে এতটুকু আঘাত পেলে ভেঙ্গে পড়্‌তো, সে কি ক'রে আছে তাই ভাবি। সারাদিন নানা কাজে কাটাই, দিনান্তের এই অবসরটুকু এ যে আর কাটতে চায় না গো। এই যে নিশ্চিন্ত আরাম এ ছিল তার পরমক্ষণ, সারাদিনের কাজ সে কি উৎসাহে সেরে নিতো এই সন্ধ্যার প্রতীক্ষায়। ঠাকুর! যেন আমাদের এই বঞ্চিত হৃদয়ের দুঃসহ বেদনার দাহে আমাদের শুদ্ধি হয়। এই যে কিশোর প্রাণের ত্যাগের তপস্যা এর কি ফল হবে না? সে কি তার সংসারে সুখী

হবে না? নিশ্চয় হবে—এত বড় তপস্যা কখন বৃথা যায় না। আপন জন সব ছেড়ে এই যে পরকে আপন ক'রে নিয়ে, সব ত্যাগ ক'রে, সব বিলিয়ে দিয়ে, নিজেকে নিঃশেষ ক'রে দান—এ কি সহজ ব্রত মেয়েদের? এর মূলে রয়েছে প্রেম আর ত্যাগ, তাই না এ ব্রত এত কঠিন অথচ মধুর। পরীক্ষিত কখনও আমার নন্দিনীকে ভাল না বেসে পার্ব্বে না। আমাদের যতই কষ্ট দিক, ওরা নন্দিনীকে যেন ভালবাসে। ভগবান তার মঙ্গল ক'রো, সকলের মঙ্গল ক'রো—

(দুই হাত জুড়িয়া উদ্দেশে প্রণাম করিলেন, আঁচলে চক্ষু মুছিলেন।)

চন্দ্রা। আচ্ছা যে যাকে ভালবাসে, সে কি তার ব্যথা বোঝে না? পরীক্ষিৎ যদি সত্যই নন্দিনীকে ভালবাস্‌তো, তবে কি সে নন্দিনীর মা, বাপের উপর এমন বিমুখ হ'তে পার্ত্তো? কে জানে, ভাবতেও পারি না।

(আবার মালা গাঁথিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে মুখ তুলিয়া পথের দিকে চাহিলেন।)

চন্দ্রা। (অধৈর্য্যভাবে) সন্ধ্যা কখন উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে, রাত হ'য়ে এলো, এখনও তার ফিরে আসার সময় হ'লো না। ওমা, ঐ যে দস্যুগুলো আস্‌চে আবার, এইগুলোর জ্বালায় যদি একটু বিশ্রামের অবসর আছে। আবার কিন্তু ওরা না এলেও ভেবে মরি।

(একদল তরুণের প্রবেশ)

প্রথম। (সহাস্যমুখে) এই যে ঠান্‌দি, দাদা কোথায়?

চন্দ্রা। তোমাদের দাদা কি আমার সীমানার ভিতর পা' দেন? আমি কি ক'রে তাঁর সন্ধান জান্‌বো।

দ্বিতীয়। জানি না আবার কোথায় গেলেন। বিকালের দিকে দেখলাম একদল খোকাখুকির সঙ্গে কোথায় যাচ্চেন।

চন্দ্রা। তা তোদেরও বলি ভাই, তোরাও তো কম মূঢ় নয়, এমন জ্যোৎস্না রাত্রি, যে যার ঘরে যা, তা' নয় দিকে দিকে দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছেন। বুড়োকে দলে টান্‌ছেন।

তৃতীয়। ওরে ভাই, ঠান্‌দির ভয় হ'য়েছে ঠাকুর্দ্দাকে আমরা নিয়ে যাই পাছে, তাই উপদেশ দিচ্ছেন।

চতুর্থ। রাগ ত' হবারই কথা, উনি এখন প্রতীক্ষায় র'য়েছেন, আমরা যদি প্রত্যাশিত পাওনাটুকু থেকে বঞ্চিত করি, সেই ভয়ে বিব্রত হ'চ্চেন।

প্রথম। আচ্ছা ঠান্‌দি! যাদের ঘরে লোক আছে পথ চেয়ে, তারা না হয় ঘরে যাবে; যাদের ঘর খালি এখনও, তারা কি কর্ব্বে?

চন্দ্রা। (হাঁসিয়া) যে আস্‌বে, তার ধ্যান ক'র্ব্বে, তপস্যা ক'র্‌বে। যা' ব'ল্‌চি, দুষ্টগুলো, কেবল বাজে বকাস্‌।

দ্বিতীয়। আচ্ছা আর বাজে কথা নয় দিদি, এবার সত্যি কাজের কথা, আমি তা হ'লে ঘরের লোকের সন্ধানেই যাই।

চন্দ্রা। বাঁচি তা হ'লে, তোদের সেই শুভ মতিই হোক্ ভাই।

তৃতীয়। চ'ল্লেম আমিও, কিন্তু যদি পথে দেখি, ঠাকুর্দ্দা তোমার যুক্তি মেনে চল্‌বার চেষ্টা ক'র্‌চে, তা হ'লে ধ'রে নিয়ে যাবো।

চতুর্থ। আশ্চর্য্য হই দিদি, এই দেখি ছেলের দলে বাঁশি বাজাচ্ছেন এই দেখি বুড়োর দলে একতারা নিয়ে, এই আমাদের সঙ্গে

বীণা হাতে। কখনও দেখি রাজসভায়, কখনও দেখি পথে, কখনও দেখি নগরান্তে—

চন্দ্রা। সম্প্রতি ঐ জায়গাটার দখল পাবার জন্যে খুব চেষ্টা হ'চ্চে।

প্রথম। (উচ্চহাস্যে) সে ত' দখল বুঝে নিয়েছেন, ঠাকুর্দ্দার জয় হ'য়েছে, মহারাজ স্বয়ং তাঁর পৃষ্ঠরক্ষক হ'য়েছেন! দিদি কার পক্ষে?

চন্দ্রা। আমি যখন দেখি, যে পক্ষ দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়েছে, অমনি সেই পক্ষের পৃষ্ঠবল হ'য়ে দাঁড়াই।

দ্বিতীয়। এবার তাহ'লে ঠাকুর্দ্দার দিকে? আমরাও সব ঠাকুর্দ্দার দিকে।

তৃতীয়। ওরে ঠান্‌দি কার দিকে, সে কি আবার জিজ্ঞেস ক'র্ত্তে হবে।

চন্দ্রা। কেন? তোমাদের ঠাকুর্দ্দা ত' দুর্ব্বল হন নি, বেশ জোর রেখেছেন।

(দূরে কবির বীণা বাজিয়া উঠিল, তরুণের দল উল্লাসে কোলাহল করিয়া ছুটিল।)

চন্দ্রা। উঃ যেন পাগলা ঝড় ব'য়ে গেল। যদি বা একবার ফির্‌তো একটু বিশ্রাম নিতো—যাক্ ভাবতে পারি না।

(চন্দ্রা মালাগাছি রাখিয়া, গান গাহিতে লাগিল।)

আমি যে চাইনে কারো বিরাগ সোহাগ
চাইনে কা'রে।
দু'হাত দিয়ে বিলায়ে যাই—
আমার এই আপনারে।

এবারে সাঙ্গ মেলা,
পথে পথে কাটলো বেলা।
সাঁঝের সুরে বাজিয়ে যারে
একতারাটির একতারে ॥

মহারাণী ও মহারাজা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন, চন্দ্রার গান শেষ হইলে, মহারাণী নিঃশব্দে পশ্চাৎ হইতে তাহার চক্ষু চাপিয়া ধরিলেন।

চন্দ্রা। (দুই হাতে মহারাণীর হাত চাপিয়া ধরিয়া) অনেক দিনের চাওয়া, অনেক দিনের না পাওয়া এই যে চিরপরিচিত প্রিয়স্পর্শ এ কি আমার ভুল হয় মহারাণী? তবে আশ্চর্য্য হ'চ্চি আজ তোমার ভুল হ'লো যে? তুমি যে এলে? একি স্বপ্ন না সত্যি? (অভিমানভরে হাত ছাড়িয়া দিল।)

মহারাণী। (চক্ষু ছাড়িয়া) চেয়ে দেখ্ চন্দ্রা, কে এসেছে।

চন্দ্রা। (মহারাজকে দেখিয়া বিস্মিতভাবে) একি, মহারাজ! আজ আপনাদের কি হ'য়েছে?

মহারাজ। (প্রণামান্তে) দেবি, কেন অপরাধী করেন?

মহারাণী। (প্রণামান্তে) এখন ঝগড়া রাখ্, ব'সি চল্ ঐ বকুলতলায়। (চন্দ্রা উঠিয়া পুষ্প, দুর্ব্বা, তণ্ডুল ইত্যাদি দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিলেন)

মহারাণী। এখানে নয় চন্দ্রা, ঐখানে চল্ (সকলে বকুলতলার বেদীতে বসিলেন। চন্দ্রা তাম্বুল ও মাল্য দিলেন। রাজার প্রশস্ত ললাট চন্দনে চর্চ্চিত করিলেন। মহারাণীর ললাটে চন্দন আঁকিয়া সীমন্তে সিন্দুর দিলেন। কবরীতে ও কণ্ঠে পুষ্পমাল্য

৫

পরাইয়া দিলেন।) চন্দ্রা। আজ এ কুটীরে অনেকদিন পরে রাজদম্পতি,—রাজার সম্বর্দ্ধনার যোগ্য কিছুই আমাদের নেই। তবে পথভুলে আসা, পুরাণো দিনের বন্ধুকে আনন্দ দেবার উপচারের আমার অভাব নেই। প্রাসাদে বসন্তের উৎসব-সমারোহ অল্পদিনে শেষ হয়। আমার পর্ণকুটীরে চিরবসন্ত; তার অশোকের বিজয় নিশান উড়িয়ে, পলাশের আবীর ছড়িয়ে, লোধ্রপুষ্পের পরাগ কুড়িয়ে, চম্পকে, বকুলে, সহকার মুকুলে, নন্দিত ক'রে রেখেছে। চেয়ে দেখো দেবি,—অতীতের মত আজও, ওই সেই সপ্তপর্ণী তরুশিরে চন্দ্র অতন্দ্র চেয়ে আছে। পল্লবে পল্লবে মর্ম্মরিত হচ্ছে তরুলতার মর্ম্মব্যথা, দক্ষিণ সমীরণ চন্দনগন্ধ-বাসিত পীত অঞ্চলে বীজন করছে।

মহারাণী। (সস্নেহে) চন্দ্রা, তুই কি এখনও সেই পুরাণো দিনটিতেই, র'য়েছিস্? জীবনের শত পরিবর্ত্তনে, ভিতরের, বাহিরের কত ভাঙ্গাগড়ায়, আমাদের দিন আসে যায়, ঠিক একই জায়গাটির দখল কে রাখ্‌তে পারে।

চন্দ্রা। ও কথা পুরুষে ব'ল্‌তে পারে মহারাণি, তুমি কি ক'রে যে ব'ল্‌ছো জানি না। কি ক'রে এমন কঠিন হ'য়ে গেলে? তুমি হাঁসি মুখে ওকথা ব'ল্‌ছো? তোমার পাষাণ মনে বুঝি আর সুখ দুঃখ কোন কিছুরই স্পর্শ লাগে না? দোলা দেয় না?

মহারাণী। আবার মহারাণী কেনরে? চন্দ্রা তুই অভিমান করে থাকিস্‌নি।

চন্দ্রা। মহারাজ, তুমিও কি গত দিনগুলিকে এমনি ক'রে হাঁসি মুখে বিসর্জ্জন দিয়োছো? জীবনের অঙ্গনে তাদের চিহ্নগুলো কি মিলিয়ে গেছে? স্মৃতির পথে আর তাদের পদচিহ্ন নেই?

মহারাজ। দেবি, রাজা আজ নয়। ডাকো আজ তোমার পুরাণো বন্ধুকে, কৈশোরের সখাকে, যেদিন দুইজন তরুণের আশৈশব প্রণয়ের মধ্যে ব্যবধান করে, তোমরা দুজন কিশোরী লক্ষ্মীর মত এসেছিলে, তারপর আমাদের মিলিত ভালবাসায় স্বর্গখণ্ড রচিত হ'য়েছিল; সেদিনের স্মৃতি কি ভোল্‌বার? সে দিনগুলির স্মৃতিই আজ রাজ্যভারক্লান্ত প্রৌঢ়ের প্রাণ সঞ্জিবনী শক্তিতে জাগিয়ে তোলে। আমার কবির বীণায় আজো তা'রি সুর-ঝঙ্কার ওঠে, তাই আমার কবি আমায় ভিতরে ভিতরে আজও তরুণ ক'রে রেখেছে।

চন্দ্রা। সে সব দিন কর্ম্মজগতের লোক মনে রাখ্‌তে চায়না। আমার মত অলস লোকে সে সব দিনের স্মৃতিগুলিকে মহামূল্য মনির মত, কৃপণের ধনের মত সযত্নে সঞ্চয় করে রাখে।

মহারাণী। চন্দ্রা, তুই পাগল; প্রভাতের আলো গোধূলীধূলায় ধূসর হ'য়ে এলো, বসন্তের বনানী নিদাঘের দাহে শুষ্ক হ'য়ে উঠেছে, তুই কি এখন সেই প্রেমমধুর কিশোরী আছিস্, সেই যৌবনের আনন্দ উছলা, নির্ঝরের মত চঞ্চলা পূর্ণিমার রজত চন্দ্রিকা? ধরার জরার বার্ত্তা তোর মনের জয়যাত্রায় এতটুকু বাধা দেয়নি?

মহারাজ। আজ মধুঋতুর অগ্রদূত মলয় আমাদের পথচিনিয়ে এনেছে।

চন্দ্রা। চিনিয়ে আনেনি বন্ধু, ভুলিয়ে এনেছে। প্রশস্ত রাজপথের জয়রথ থেকে নামিয়ে এনেছে, এই ভাঙ্গাপথের রাঙ্গা ধূলায়।

মহারাজ। ঐ শোনো, আমার সখার বীণা আবার পুরাণো সুরে বাজ্‌ছে।

চন্দ্রা। বীণা আর তার সুরে বাজেনা, বীণা আর জাগেনা, জাগায়না বন্ধু।

মহারাণী। কবি যদি কাব্য ফেলে দ্বন্দ্বে মাতে, বীণার পরিবর্ত্তে ডঙ্কাই বাজায়।

(নেপথ্যে বীণার সহিত প্রভাকরের গান শোনা যাইতে লাগিল, ক্রমশঃ আরও নিকটে হইল, গাহিতে, গাহিতে কবি প্রবেশ করিলেন।)

ফিরে এলাম ডেকে ডেকে ফিরিয়ে দেছ বারে বারে,
আজ্‌কে একি অনাহুত দাঁড়িয়ে তুমি আমার দ্বারে।
বেলা আমার ফুরিয়ে এলো,
রাত্রি নীরব গহিন হ'লো,
নিভে গেলো সন্ধ্যাপ্রদীপ কখন অন্ধকারে।
এখন এলে এই অসময়
সত্য একি স্বপ্নতো নয়,
সুর জাগেনা আর যে তোমার কবির বীণার তারে।
সখা হে মম হৃদয়রাজ
পূজায় তব কি দিব আজ
লহ আমার ব্যর্থতা ভার, ব্যাথার উপচারে॥

(রাজা উঠিয়া দুইহাতে কবিকে নিকটে টানিয়া লইলেন,

ক্ষণকাল নির্ব্বাকমুখে সুগভীর দৃষ্টিতে উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন।)

মহারাজ। কবি, আজ অনেকদিন পরে তোমাদের কাছে আমরা এসেছি, আজ আনন্দের গান গাও বন্ধু, একি সুগভীর বেদনা ভরা অভিমান, এতো তোমার নয়।

মহারাণী। (সহাস্যে) এ সুরটি কবি ধার ক'রে নিয়েছেন চন্দ্রিকা দেবীর নিকট থেকে। সত্য নয় কি? সুখে, দুঃখে, শান্তিতে, বিগ্রহে, যে হৃদয় উৎসাহে অপরাজিত, যে মুখ অমলিন, আনন্দোজ্জ্বল, যে কণ্ঠ উৎসব সঙ্গীতে মুখর, আমরা যে সেই কবিকে আর রাজার রাজ্যে খুঁজে না পেয়ে, তা'র প্রিয়ার গৃহে খুঁজ্‌তে এসেছি।

চন্দ্রা। আমার ঘরে খুঁজ্‌তে এসেছো ওঁকে? ঘরে আমায় রেখে, সেই যে কবে উনি পথে বেরোলেন, আরত' ঘরে ফেরার অবসর হয়নি।

মহারাণী। ঘরে বুঝি ধ'রে রাখ্‌তে জানোনা, তাই পথে পথে ঘুরতে পায়।

চন্দ্রা। তা'হবে, হয়ত' ডাকার মত ডাকৃতে জানিনা, তাই রাখ্‌তে পারিনা। তবে আমার এ বন্ধন কেন খসেনা তাই ভাবি; বাসার বদল খাঁচাতো চলেনা।

মহারাণী। (সকৌতুকে) সত্য নাকি? সখা, সখির অভিযোগ শুনচো তো?

কবি। দেবি! ঘর যখন বাঁধিনি, ঘরের উপর ছিল অসীম লোভ। যেদিন বাঁধা হ'লো সেদিনও বুঝিনি, কতদিন

বাঁধন ভাল লাগ্‌বে, নির্ভর-ভরা কালো চোখের অপরূপ আলোভরা অপলক দৃষ্টির সঙ্গে, অনিমেষ দৃষ্টি মিলিয়ে, কোন্‌ চির-চেনা অথচ চির-অচিনের অতলস্পর্শ হৃদয়-সাগরের নিতলে তলিয়ে গেলাম। রাত্রি আর দিবস নিমেষে অবসান হ'য়ে যায়। রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে, উন্মুখ দেহ, মন, প্রাণ, উদ্দাম অধীর। ভাষা ভাবে ভ'রে ওঠে, বাণী ছন্দে গেঁথে যায়, কণ্ঠ স্বর-মূর্চ্ছনায় কম্পিত হয়। সঙ্গীতে মুখরিত হয়। তারপর মধু-মাধবের অবসানে, নেমে এলো কেতকীপরাগ বিভূষিত, কদম্ব-কেশর পুলকিত, যুথীমালা বিজড়িত, বর্ষণ-ঘন শ্রাবণ-শর্ব্বরী। অপরূপ এক সুপ্তি আবেশে, যেন অবসন্ন হ'য়ে এলো সব। ভাব তার ভাষা আর খুঁজে পায়না, শ্লোক হারালে তার ছন্দ, গান হারালে তার সুর, কখন অতন্দ্র আঁখি তন্দ্রায় জড়িয়ে গেলো। অকস্মাৎ একদিন এলো জাগরণ—কে যেন ডাক দিয়ে বললে, "কোজাগরঃ"—কে জাগেরে? দ্বার খোলো, ওগো দ্বার খোলো, মুক্তি দাও। পুষ্প সুরভি ভারাক্রান্ত বাতাস, আকাশ, কর্পূর ধূপ ধূমে, ছায়াচ্ছন্ন—গন্ধদীপের অনির্ব্বাণ শিখা অচঞ্চল। সাগর বক্ষের মত সুগভীর, অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, মায়া-কারা ;—পথ নাই, মুক্তি নাই। পরাজিত হ'য়ে যাঁর বন্দী তাঁর কাছেই চাইলেম মুক্তি। ঘনিয়ে এলো দুই চক্ষে তা'র সেই শ্রাবণ শর্ব্বরীর অশ্রুবারি। যখন তার সুকুমার দেহ, মন, উৎসব-শ্রান্তিতে অবসন্ন নিদ্রাতুর হ'য়ে

প'ড়ছিলো, অকরুণ আমি তা'কে ক্ষণেক বিশ্রামও দিইনি। কিন্তু আমার যেদিন এলো অবসাদ, সে তখন সযত্নে ঘুমপাড়িয়ে দিলে আমায়; তা'র নিপুণ হাতের সেবাস্পর্শে আমি নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমালেম, সে জেগেছিল বিরামহারা, আমার মুখপানে চেয়ে। তারপর কার ডাকে জানিনা, যখন জেগে উঠ্‌লাম, তখন সে নিভৃত বাসর, আমার কারাগার মনে হ'লো, আমায় যেন আর সেখানে ধ'র্‌লোনা,—মুক্তি চাই, শ্বাসবদ্ধ হ'য়ে এলো। বন্ধন যে পরিয়েছিল, মুক্তি সেই দিলে, দয়াক'রে সকল বন্ধন নিজে নিলে—আমি কোন সেই আদিমযুগের বিহঙ্গমের মত, দুই বিপুলপক্ষ অসীম আকাশে মহাশূন্যে মেলে দিয়ে, বেরিয়ে এলাম। নীল আকাশের নীচে সে তার জলভরা ছল ছল চোখে বঞ্চিতের ক্ষুব্ধ ভয়-ভারাতুর বুকে, বেদনায় গদ্‌গদ্ কণ্ঠে যে বাণী ব'লেছিলো, পাছে কাণে শুন্‌লে আবার মায়ায় পড়ি, তাই আমি নির্ম্মম কঠিন হয়ে, মুখ ফিরিয়ে নিয়ে, পালিয়ে এসেছিলাম। এখনও মনে হয় যেন ওই দিগঙ্গনে সে আমার বিশ্বজুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পীতাম্বরী গোধূলীধূলায় গৈরিক হ'য়ে লুটিয়ে প'ড়েছে। আকুল কুন্তল শ্যামল বনানীর উপর বিজটীল হয়ে জড়িয়ে গেছে। ললাটের টীকা সন্ধ্যাতারায় ফুটে আছে। হাতের আধ মুকুলিত পদ্মের অঞ্জলি ওই শুভ্র ইন্দুলেখা।

চন্দ্রা। ওগো অত করুণা, স্পর্দ্ধিত কল্পনার পিছনে মিছে ব্যয়

করোনা। সে প্রত্যাশী নয়, সে রিক্তা নয়, সে পূর্ণা, সে নন্দা; সে ভয় ভারাতুরা নয়, সে অভয়া চির-বিজয়িনী। মিলন, বিচ্ছেদ, যৌবন, জরা সৃষ্টি, স্থিতি, বিলয় সবই সমান উপভোগ্য। সবই এক অখণ্ডিত আনন্দরসে অবগাহন কচ্ছে। প্রাণপাত্র পরিপূর্ণ হয়ে উপছে পড়্‌ছে একা পেয়ে তৃপ্তি হয়না, তাই সকলকে পরিবেশন ক'রে দিয়ে যেতে চাই। ডাক দিয়ে বলি—কে নেবে গো নাও, কেগো পুরবাসী, পরবাসী, পীড়িত, আর্ত্ত, রিক্ত, নিঃস্ব উপবাসী আয় রে আয়।

মহারাণী। অন্নপূর্ণার দ্বারে শঙ্কর চিরদিনই ভিখারী।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

স্থান রাজগুরুর আবাস। বিস্তৃত অঙ্গন-প্রান্তে, সুবৃহৎ সমুচ্চ, প্রস্তর মণ্ডপ—মণ্ডপের মধ্যস্থলে অগ্নিগৃহে অগ্নি জ্বলিতেছে। মণ্ডপের উভয়পার্শ্বে পুর প্রবেশপথ, তৎপার্শ্বে শিষ্যগণের আবাসগৃহ, ও অধ্যয়ন, অধ্যাপনার স্থান। সময় প্রভাত, অগ্নিগৃহে রাজগুরু সস্ত্রীক সশিষ্য আহুতি দান·· করিতেছেন, মুক্ত দ্বারপথে দেখা যাইতেছে। হোমধূমে আহুতির ঘন সুগন্ধে, সুগম্ভীর মন্ত্র-ধ্বনিতে, প্রভাত আকাশ পরিপূর্ণ। আহুতি অন্তে গুরু অগ্নিগৃহের বাহিরে মণ্ডপে কৃষ্ণসারচর্ম্মে উপবেশন করিলেন। দুইজন স্নাতককে সঙ্গে লইয়া কয়েকজন বটু প্রবেশ করিল। স্নাতকদ্বয় প্রথমে অগ্নি পরে গুরুকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। গুরু প্রসন্নমুখে, উভয়কে আশির্ব্বাদ করিলেন। পুরস্ত্রীগণ শঙ্খ ও হুলুধ্বনি করিলেন। মঙ্গলবাদ্য বাজাইয়া বটুগণ সামগান করিল। গুরু প্রসন্নমুখে শান্তি পাঠ করিতে বসিলেন।

ওঁ বাঙ্‌মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্‌,
আবিরাবীর্ম এধি,
বেদস্য ম আনী স্থঃ শ্রুতং মে মা প্রহাসীঃ,
অনেনাধীতেনাহোরাত্রাণ্‌ সন্দধামি
ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি তন্মামবতু,
তদ্‌বক্তারমবত্ববতু মামবতু বক্তারমবতু বক্তারম্‌
ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

সকলে তিনবার প্রণাম করিলেন।

গুরু। বৎসগণ, আজ তোমরা সফলকাম হ'য়ে স্বগৃহে ফিরে যাবে, আজ তোমাদের ও আমাদের বড় আনন্দের দিন। (ক্ষণেক মৌন থাকিয়া) তবুও এই হর্ষের মাঝখানে আসন্ন বিরহের ছায়া যেন ঘনিয়ে আছে। বৎসগণ তোমাদের অধীত বিদ্যা অধ্যাপনা দ্বারা স্বার্থক হোক্ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ ক'রে, উপযুক্ত সাগ্নিক অধ্যাপক হও।

প্রথম স্নাতক। (সজলনয়নে) পিতা, গৃহের কথা কিছুই মনে আস্‌ছে না, একটুও আনন্দ অনুভব ক'চ্ছিনা।

দ্বিতীয় স্নাতক। পিতা, হর্ষবিষাদে আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছে, অত্যন্ত বিচলিত বোধ ক'চ্ছি।

(গুরু সস্নেহে উভয়ের শিরঃ স্পর্শ করিলেন) পরীক্ষিৎ প্রবেশ করিয়া গুরুকে প্রণাম করিলেন, গুরুঃ সস্নেহে তাহার শিরঃ স্পর্শ করিলেন।

গুরু। পরীক্ষিৎ, তুমিও একদিন এইখানে আমারই কাছে এম্‌নি দাঁড়িয়েছিলে, মনে হয়?

পরীক্ষিৎ। শুধু মনে হয়না পিতা, মনে হয় আবার সেই জীবনেই ফিরে আসি, আমায় ফিরিয়ে নাও।

(বটুগণের মধ্যে তীক্ষ্ণ মৃদুস্বরে পরিহাসের, পরিতাপের আলোচনা সুরু হইল।)

গুরু। (গম্ভীর মুখে) পরীক্ষিৎ তোমার অগ্নিপরীক্ষা চ'লছে, যা সত্য, বা ন্যায় বেছে নিও। কর্ত্তব্য যত বড় কঠিন হোক্, যদি সত্য এবং ন্যায়কে অবলম্বন করা যায়, তবে সে কঠিন, গুরুভার লঘু হ'য়ে যায়। কিন্তু যদি তার

মধ্যে প্রমাদ থাকে, তবে যত বড় দৃঢ়ই হও, ভিতরের শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হ'য়ে যাবেই।

পরীক্ষিৎ। দেব, পিতৃ আজ্ঞায় সুকঠোর কর্ত্তব্য পালন ক'চ্ছি, তবে কেন আমার হৃদয় সংশয়াকুল হয়?

গুরু। বৎস, যদি ন্যায়-পথ ভ্রষ্ট না হ'য়ে থাকো, তবে এ সংশয় কেন আসে? এ পরিতাপ কিসের?

পরীক্ষিৎ। গুরুদেব, একি মায়ার খেলা নয়? হয়তো কার মুখ দেখে মন গ'লে যায়, মনে হয় কোন তপোবনের হরিণীকে এনে যূপকাষ্ঠে বেঁধে রেখেছি। যেন যাঁরা নির্ভর ক'রে আমার হাতে দিয়েছিলেন, তাঁদের কাছে নির্ম্মম বিশ্বাসহন্ত্রা হ'য়েছি। একি চপল চিত্তের উপর মায়ার আধিপত্য? আমার শাস্ত্রজ্ঞ পিতা, আচার নিষ্ঠ, শুচি, শুদ্ধ ব্রাহ্মণ, তাঁর নিয়োগ কি ভ্রান্ত হ'তে পারে কখনও?

গুরু। পরীক্ষিৎ, তুমিও শাস্ত্রজ্ঞ; তোমার প্রজ্ঞা পরিশুদ্ধ, নির্ম্মল অন্তরে যদি দ্বিধা আসে, তবে নিশ্চয়ই জেনো বৎস, আচারের অবগুণ্ঠনে অন্যায় লুকিয়ে আছে। মোহ ত্যাগ ক'রে বিচার ক'রে দেখো, নিঃসংশয়ে জেনো মেঘমুক্ত সূর্য্যের মত সত্য স্বপ্রকাশ হবেন-ই।

(মহারাজ ও কবির প্রবেশ, রাজা নগ্নপদ, পরিধানে শুভ্র কৌষিক বস্ত্র ও উত্তরীয় কণ্ঠে মুক্তামালা)

মহারাজ। (করজোড়ে) গুরুদেব আমি স্থিরসঙ্কল্প, আশীর্ব্বাদ করুণ "দেউল" যেন সুসম্পন্ন হয়।

কবি। (মৃদু হাসিয়া) একবার প্রণাম ক'র্ত্তে এলাম—(উভয়ে প্রণাম করিলেন, পরীক্ষিৎও প্রণাম করিল, গুরু একে একে তিনজনের শিরঃস্পর্শ করিলেন)

গুরু। সত্যান্ন প্রমদিতব্যং।
ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং।
কুশলান্ন প্রমদিতব্যং।
ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যং।
ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

স্থান চিন্তামণির শিল্পশালা, সময় মধ্যাহ্ন, চিন্তামণি দিবাকর ও শিবনাথ বসিয়া আছে।

চিন্তামণি। আজ হর্ষবিষাদে বুক আমার ভেঙ্গে যাচ্ছে। অনেক পুরান কথা মনে আস্‌ছে। সে আজ কতদিনের কথা, যখন আমি স্বর্গীয় মহারাজের কাছে আমার নিবেদন জানিয়েছিলাম তখন মহারাজ বালক, যুবরাজ। আজ এতকাল পরে মহারাজ এ দাসকে "দেউল" গড়বার অনুমতি দিয়েছেন। বড় ভাবনা হ'চ্ছে বাপ সব, আর কি এ অক্ষম বুড়োর ক্ষমতায় কুলোবে? দেবতার ডাক বড় দেরীতে, বড় অসময়ে এসেছে।

দিবাকর। বাবা, তোমার বোধহয় আমার উপর একটুও বিশ্বাস নেই, আমি এতদিন ধ'রে যা শিখে এলাম, সবই কি বৃথা?

শিবনাথ। দিবাকর, তুমি মিথ্যা অভিমান ক'রে অমন কথা ভাব্‌ছো; বাবা তোমার শক্তিকে সন্দেহ করেননি। তাঁর নিজের শক্তির ভরসা পাচ্ছেন না।

চিন্তামণি। শুধু শক্তি নয়, আমি পরমায়ুর উপরও ভরসা পাচ্ছিনা। দিবাই, আমি তোমাদেরই পাঠাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমার প'রে মহারাজের আদেশ, আমাকে যেতেই হবে। দীনবৎসল মহারাজ তাঁর বাপের দোরের ভিখারীকে ভোলেননি। আমার কি আর তাঁর কাজ কর্ব্বার মত ক্ষমতা আছে? ভিতরে একবার যাই, মহারাণী মা সকলকে যেতে ব'লেছেন, পরামর্শ করে দেখি। (প্রস্থান)

(শিবনাথ উঠিয়া বাহিরের দিকে গেল)

দিবাকর। (স্বগতঃ) এতদিন ধ'রে, কত পরিশ্রম ক'রে, কত গ্রাম নগর পাহাড় পাথার দেশ দেশান্তর ঘুরে, কত অনাহার অনিদ্রায়, শঙ্কটের সঙ্গে যুঝে, সংসার, স্বজন, সবছেড়ে কত কষ্টে যে শিক্ষা লাভ ক'রে এলাম, তার প্রাপ্য পুরস্কার আজ পেলেন বাবা? আমার ভাগ্য এই রকম। ঐ যে শিবাই, পিতৃমাতৃহীন, সহায়হীন, এখানে এসে মার মায়ায়, বাবার শিক্ষায় আজ ওস্তাদ শিল্পী। আমার গ্রামে, আমার নিজের ঘরে, ও আজ আমার চেয়ে সকলের আপন। সকলেই ওকে চায়। মা-বাপের মায়া, আত্মীয়দের মমতা, সঙ্গীদের ভালবাসা, যশ অর্থ, সবের অধিকার ওই অনাথ শিবাইয়ের। ওরি জন্যে ঘর ছেড়ে আমি বিদেশে চলে গিয়েছিলাম। বাবার পক্ষপাত আমি সইতে পারিনি।

(শিবনাথের প্রবেশ)

শিবনাথ। (অত্যন্ত ব্যথিত ভাবে) দিবাকর, আমাদের সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানিনা, তোমার সব কথাই আমি শুনেছি। আমি মূঢ়, আমি মূর্খ, এতদিন বোঝা উচিৎ ছিল, তাহ'লে তোমায় এতদিন ধ'রে এত মনকষ্ট পেতে হ'তোনা ভাই। আমি দূরে স'রে যেতে পার্ত্তেম। শোন দিবাকর, আমি এই যে রাজধানীতে যাবো, আর আস্‌বো না।

দিবাকর। উঃ কি চাতুরী, এতদিন তুমি এখানে আমার সর্ব্বস্ব দখল করে ব'সে আছ, আবার রাজধানীতে ব'সে থাকবে ভাগ বসাতে ?

শিবনাথ। (সচমকে) না' না', আমি তবে রাজধানীতে যাবোনা, যেখানে হয় চলে যাবো।

দিবাকর। (দৃঢ়ভাবে) না', রাজধানীতে তোমায় যেতেই হবে। এই গণ্ডগ্রামে আমার শিল্পের বিচার চলে না। রাজসভায় অনেক বিচক্ষণ শিল্পী আস্‌বেন। তাঁদের কাছেই বিচার হবে, সেইখানেই তোমার আমার প্রতিযোগিতা হবে। পালিয়ে গিয়ে এড়াবে ? ভীরু, আমি তোমায় সে সুযোগ দোবোনা।

শিবনাথ। বেশ, তাই হবে ; কিন্তু যদি আমার পরাজয় না হয় ?

দিবাকর। (উচ্চহাস্যে) নিজের পরে ততটা বিশ্বাস নাই রাখলে ?

শিবনাথ। আমি প্রস্তুত দিবাকর,—আমিও তোমার পরাজয় চাই না, পরীক্ষা দিতেও অক্ষম নই। শুভকর্ম্মের আরম্ভে মন থেকে অশান্তি তাড়িয়ে দাও। সব ভুলে যাও ভাই।

তোমার আমার এক গুরু, গুরুর অমর্য্যাদা ক'রোনা
(শিবনাথ দিবাকরের হাত ধরিল, দিবাকর লজ্জায় মুখ নত করিয়া রহিল। গান গাহিতে গাহিতে গঙ্গাধর প্রবেশ করিল)

আয়রে আয় ওরে ভাই মিলায়ে দিই প্রাণমণে,
ডেকে নাও, নাও গো ডেকে সবজনে।
বেঁধে তার এক তারাতে এক সুরে,
একই সুরে রে,
সকল বিবাদ যাক্ দূরে,
বিলা'রে দু' হাত দিয়ে তোর ধনে।
আপনার মনে বুঝে, অপ্‌নি খুঁজে দেখ্ চেয়ে,
মরমের গোপন কোণে কে লুকায়ে।
মরে যাক্ মিশিয়ে লাজে, সকল কালো
ও আলোতে রে।
দুয়ার খোলো, ঝরুক আলো
খোলা তোর বুকের দ্বারে নে টেনে॥

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

স্থান রাজসভা, বিশাল প্রাঙ্গণের চারিদিকে হর্ম্ম্যশ্রেণী বেষ্টিত। চারিদিকে চারিটি বিশাল প্রবেশ-দ্বার। প্রত্যেক প্রবেশপথের উপরিভাগে বাদ্যস্থান। প্রবেশপথের উভয়পার্শ্বে সমানায়ত কক্ষশ্রেণী। কক্ষশ্রেণীর সম্মুখে দীর্ঘায়ত অলিন্দ। প্রাঙ্গণ মধ্যে অপূর্ব্ব তক্ষণমণ্ডিত, সোপান বলয়িত

মণ্ডলাকার প্রস্তর বেদী। বেদীটি বেষ্টন করিয়া অশ্বযোদ্ধা, দানব, প্রভৃতির আকৃতিতে গঠিত, স্তম্ভশ্রেণী, স্তম্ভের উপরিভাগে দারু নির্ম্মিত ছত্র, 'সোপান শ্রেণী পর্য্যন্ত আস্তৃত। বেদীর মধ্যস্থলে, শুভ্র চন্দ্রাতপতলে, রাজসিংহাসন। সিংহাসনে মহারাজ নরসিংহদেব আসীন। রাজার দক্ষিণে, গুরু পুরোহিত মন্ত্রী ও কবি। বামে যুবরাজ, কুমার, মহানায়ক ও অন্যান্য প্রধানগণের স্থান। পুরোভাগে দুই পার্শ্বে ব্রাহ্মণ প্রতিহারীও বেত্রধারিণীগণের স্থান। পশ্চাতে রাজচিহ্নবাহক, দেহরক্ষীগণের স্থান। পশ্চাতে দুই পার্শ্বে, মাল্যচন্দন, গন্ধ. তাম্বুল করঙ্ক বাহিকাগণের স্থান। মণ্ডপের সম্মুখের হর্ম্ম্যশ্রেণীর উপরের অলিন্দে, অপূর্ব্ব জালায়নবেষ্টিত, মহারাণী ও রাজপুরমহিলাগণের স্থান। দক্ষিণে, বামে, পৌর ও জনপদ মহিলাগণের স্থান। অসি, অস্ত্র ও বেত্রধারিণীগণ, ব্রাহ্মণ কঞ্চুকিগণ শান্তি রক্ষা করিতেছে। মণ্ডপের সম্মুখের হর্ম্ম্য শ্রেণীতে ও অলিন্দে বৈদশিক দূতগণের ও যোদ্ধাগণের স্থান, সভার প্রধান প্রবেশ দ্বার। দক্ষিণভাগে ব্রাহ্মণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের স্থান। বামে, সভাসদ ও অমাত্যগণের স্থান। সভাস্থল, পুষ্পে, পত্রে, মাল্যে, ধ্বজ, পতাকায়, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। স্থানে স্থানে ধূপাধারে গন্ধধূম্র উঠিতেছে। নরসিংহদেবের সম্মুখে অঙ্গনে চিন্তামণি ও অন্যান্য শিল্পাচার্য্যগণ, বিশিষ্ট শিল্পীগণ উপস্থিত। মহারাজা, মন্ত্রী ও কবি ধীরে ধীরে, সোপানে অবতরণ করিলেন।

মহারাজা। বহুদিন পূর্ব্বের কথা, মহামন্ত্রীর স্মরণ আছে, একদিন এই সভায় তরুণ শিল্পী চিন্তামণি স্বর্গীয় মহারাজার কাছে তার প্রার্থনা জানাতে এসেছিল। তখন সুযোগ হয়নি, কিন্তু আজ সে সুযোগ উপস্থিত। উৎকল নরপতিগণের চিরপ্রথা তাঁরা মন্দির, আশ্রম প্রভৃতি নির্ম্মাণে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করে শিল্পীকে পুরস্কৃত ক'র্ত্তেন। শিল্পীও তার সমস্ত শক্তিকে

নিয়োজিত ক'রে অলঙ্কৃত ক'র্ত্তো জন্মভূমিকে। সুতরাং মহামন্ত্রী ও সকলের উপদেশ এবং পরামর্শ অনুসারে চন্দ্রভাগা তীরে, কোণে, সূর্য্যনারায়ণ মন্দির নির্ম্মাণ করবার সংকল্প ক'রেছি। আজ এই সভায় শিল্পাচার্য্য চিন্তামণিকে এই কার্য্যে নিয়োগ করবার জন্য আহ্বান ক'রেছি; চিন্তামণি তার সমস্ত শিষ্য প্রশিষ্য নিয়ে উপস্থিত। সমস্ত রাজ্যের সুদক্ষ শিল্পাচার্য্যগণও সশিষ্যে উপস্থিত। আমি আপনাদের সকলের অনুমতির অপেক্ষায় আছি।

(সকলে হর্ষধ্বনি সহ সম্মতি জানাইল)।

মন্ত্রী। পূর্ব্বতন রাজগণ যে সমস্ত মন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন ভবিষ্যতে এই মন্দিরও সর্ব্বাংশে সেই সকল মন্দিরের উপযুক্ত হ'তে পারে সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে। দূর, দেশান্তরের সহস্র সহস্র যাত্রী, শত, শত, অর্ণবপোতবাহী যেমন করে চক্রক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের দেউলের দিকে সসম্ভ্রমে চেয়ে দেখে, গদাক্ষেত্রে যজ্ঞপুরে যযাতি কেশরীর কীর্ত্তির দিকে চেয়ে দেখে, শঙ্খক্ষেত্রে শুভ্র, সমুন্নত শীর্ষ লিঙ্গরাজ ত্রিভুবনেশ্বরের অপূর্ব্ব বিশাল মন্দিরের দিকে সসম্ভ্রমবিস্ময়ে চেয়ে দেখে, শ্রদ্ধায় অবনমিত হ'য়ে লুটিয়ে পড়ে, গৌরবে, স্ফীতবক্ষে জয়নাদ ক'রে ওঠে, তেমনি করেই চেয়ে দেখ্‌বে পদ্মক্ষেত্রে সূর্য্যনারায়ণের বিপুল কৃষ্ণ-দেউলের দিকে। এ মন্দির নির্ম্মান বহু ধৈর্য্য নৈপুণ্য ও সময় সাপেক্ষ। এ'রাজ্যের পূজ্য মান্যগণ, হিতৈষীবন্ধুগণ, শ্রেষ্ঠগণ ও প্রজাগণের

সম্মিলিত চেষ্টা ভিন্ন অসম্ভব। রাজশক্তি পরিমিত, কিন্তু মিলিত শক্তি অপরিমেয়।

(সকলে পুনরায় হর্ষধ্বনিসহ সম্মতি জানাইল)

কবি। সকলেরই জানা আছে, ভাস্করের—বিশেষতঃ বাস্তুশিল্পীর—দক্ষতার পরিচয়ের স্থযোগ বড় কঠিন। কবি একখানি পত্রে, চিত্রকর একখানি ফলকে, গায়ক একটি সঙ্গীতে, নর্ত্তক একটি ভঙ্গীতে তার শিক্ষার পরিচয় জানাতে পারে। কিন্তু বাস্তুশিল্পীর অত সামান্য স্থযোগে পরিচয় চলেনা। সে যতক্ষণ না দেউল, প্রাসাদ, প্রভৃতি নির্ম্মাণের উপযুক্ত সাহায্য ও নিয়োগ না পায় ততক্ষণ তার পরীক্ষা হয় না, পরিচয়ও হয় না। এই মন্দিরে সমস্ত শিল্পীর পরীক্ষা হবে, পরিচয়ও পাওয়া যাবে। (কবি, দিবাকর ও শিবনাথকে ইঙ্গিত করিলেন, তাহারা চিন্তামণিকে লইয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল)

কবি। (চিন্তামণির হাত ধরিয়া) তরুণ শিল্পী চিন্তামণি আজ এই জরাগ্রস্থ শিল্পাচার্য্য, তার বাহিরের শক্তি যদিও হ্রাস হ'য়ে গেছে, কিন্তু তার প্রাণশক্তি অজর, অক্ষয়। সে কলালক্ষ্মীর প্রসাদ-অমৃত পানে উজ্জীবিত। তার দুই নয়নের দৃষ্টি হ্রাস হ'য়ে এসেছে, কিন্তু জ্যোতির্ম্ময় তৃতীয় নেত্র অপলকে চেয়ে আছে। ধ্যানের দেবতাকে ধারণায় দর্শন কর্‌ছে, ধৃতিতে ধরে নিয়েছে। চিন্তামণির শিক্ষায় সাফল্য লাভ করেছে, শতশত শিল্পী, কুশলী উৎকল শিল্পাচার্য্যগণ, চিন্তামণির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার ক'রে

নিয়েছে। ঐ দ্বারের বাহিরে সম্পন্না উৎকল জননীর দ্বাদশ সহস্র শিল্পী সমবেত হ'য়েছে। সাগর গর্জ্জনের মত তাদের আনন্দের উন্মত্ত কোলাহল শোনা যাচ্ছে। তারা মহোৎসাহে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে এসেছে, অধীর আগ্রহে অনুমতির প্রতীক্ষা কর্‌চে। তাদের মিলিত কণ্ঠের জয়ধ্বনি, উর্দ্ধে, উঠ্চে, দেবতাদের ও স্বর্গগতদের সচকিত কচ্চে।

(সকলে জয়ধ্বনি করিল, দুইজন প্রতিহারি নারিকেল, তীর্থবারি প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য আনিয়া রাজগুরুর নিকট ধরিল, গুরু ও পুরোহিত উভয়ে চিন্তামণিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহার মস্তকে তীর্থবারি সিঞ্চন করিলেন। মন্ত্রী নারিকেল প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য চিন্তামণিকে দিলেন। চিন্তামণি প্রণাম করিল, দুইজন বেত্রধারিণী দধি, চন্দন, তাম্বুল গুবাক ও পূর্ণপাত্র আনিয়া কবির নিকট ধরিল, কবি চিন্তামণির ললাটে দধি ও চন্দনের তিলক দিলেন। মহারাজা স্বয়ং তাম্বুলগুবাকসহ পূর্ণপাত্র চিন্তামণিকে অর্পণ করিলেন। দুইজন অনুচর মুদ্রা, আভরণ, পট্টবস্ত্র, উত্তরীয়, উষ্ণীষ, অস্ত্র, ও যন্ত্র আনিয়া মহারাজার নিকটে ধরিল, মহারাজা স্বহস্তে তাহা চিন্তামণিকে দিলেন। উর্দ্ধে জালায়ন হইতে পুষ্প ও লাজবৃষ্টি হইল, ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি উঠিল।)

চিন্তামণি। রাজা, আমি আমার মনের কথা তোমায় বোঝাতে পার্ব্বোনা; বড় দেরী হয়ে গেছে বাপ্, প্রদীপের তেল সল্‌তে ফুরিয়ে এসেছে। তাহোক্, বুক জ্বালিয়েও আরত্তি করে যাবো। শেষ ক'রে যেতে পার্ব্বো কিনা জানিনা,

তবে আরম্ভ ত' হবে। এমন ক'রে আরম্ভ হবে, যা কেউ কোনদিন ভাব্‌তেও পারেনি।

মহারাজ। চিন্তামণি, রাজ ভাণ্ডারের সমস্ত সঞ্চয়, আমি দেউলের জন্য নিবেদন কল্লেম। আমার বিস্তৃত রাজ্যর দ্বাদশ বর্ষের রাজস্ব আমি দ্বাদশ সহস্র শিল্পীর জন্য উৎসর্গ ক'র্ব্বো। (চিন্তামণি দুই হাতে রাজার পা চাপিয়া ধরিল, চারিদিকে তুমুল কোলাহল সহ শঙ্খধ্বনি ও জয়ধ্বনি উঠিল। শিল্পীগণ রাজার দিকে সম্মুখ করিয়া অভিবাদন করিতে করিতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। রাজগুরু, রাজপুরোহিত ও কবি মন্ত্রপাঠ করিলেন—

সং গচ্ছদ্ধং সংবদদ্ধং সং বো মনাংসিজানতাম্
দেবাভাগং যথা পূর্ব্বেসংজানামা উপাসতে
সং বো মনাংসি সং ব্রতা সমাকূতীর্ণমামসি
অমী যে বিব্রতা স্থন্ তান্ বঃ সংনময়ামসি
ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

(স্থান সমুদ্র তীর, কাল সন্ধ্যা; কবি, যুবরাজ ও কুমার)

কবি। যুবরাজ তোমাকে এমন অপ্রকৃতিস্থ দেখছি কেন?

জয়ন্ত। এ কথার উত্তর দিতে গেলে, অনেক অপ্রিয় সত্যকথা বল্‌তে হয়। তার চেয়ে প্রতিকারের অতীত, এই যে ক্ষয়, একে সহ্য কর্ত্তে চেষ্টা কচ্ছি। তবে অন্যায়কে নতশিরে সহ্য

কর্ব্বার মত ধৈর্য্য আমার নেই, তাই মনের মধ্যে চল্‌ছে সংগ্রাম।

কবি। অনেক সময় অপ্রিয় সত্যেরও প্রকাশ আবশ্যক হয়। হয়ত তুমি যেটা ক্ষতিকর ব'লে ধারণা ক'রে অসন্তোষ ভোগ ক'চ্চো সেটা মোটেই তা' নয়। আলোচনা দ্বারা সেটা ঠিকমত বুঝে নোয়াই উচিৎ। যদি যথার্থ অন্যায় হয় প্রতিবাদ অবশ্য ক'র্ব্বে। যুক্তি দ্বারা বুঝিয়ে দিতে হবে।

জয়ন্ত। যে অসঙ্গত ব্যাপার প্রতিবাদের দ্বারা প্রতিকারের পথ নেই, তার বিরুদ্ধে আমি বিদ্রোহী হ'তে পারি ; কিন্তু আলোচনা, যুক্তি, তর্ক, আবেদন, নিবেদন, কর্ব্বার প্রবৃত্তি আমার নেই।

রেবন্ত। (সবিনয়ে) দাদা, আমাদের চেয়ে কি ওঁরা কম বোঝেন ভাই ?

জয়ন্ত। একটা খেয়ালের খেলায় উন্মত্ত হওয়া নৃপতির যোগ্য কাজ নয়। রাজ্যের ভবিষ্যতের দিকে না চেয়ে, তার বিস্তারের দিকে মন না দিয়ে, ভবিষ্যত উত্তরাধিকারীদের উন্নতির সঞ্চয় না করে, একটা বিরাট অপব্যয়-যজ্ঞে সর্ব্বস্ব আহুতি দেওয়া, আমি বুদ্ধিমানের কাজ ব'লে মনে করি না। সেটা সর্ব্বনাশের পূর্ব্ব সূচনা। তুমি বালক, তোমার বোঝবার বয়স হয়নি। কিন্তু যাদের বোঝবার ক্ষমতা হ'য়েছে, যারা এ রাজ্যের যথার্থ হিতৈষী, ভবিষ্যতে সব ভার যাদের উপর, তারা কি ক'রে চুপ ক'রে সহ্য

কচ্ছে, কি জানবে? রাজভাণ্ডারের সর্ব্বস্ব দিয়েও তুষ্টি হলো না, রাজ্যের ভবিষ্যত দ্বাদশ বর্ষের রাজস্বও যাবে এই সর্ব্বনেশে নেশায়?

কবি। বৎস! এই দেবায়তন ও ধর্ম্মাশ্রম সমগ্র ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ হিন্দুর, একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, সনাতন সভ্যতা ও সংস্কৃতি। এই বিশেষত্ব ভারতবাসী মাত্রেরই বৈভব ও গৌরব। বহুযুগের বহু তপস্যায়, ত্যাগে ও সাধনায়, ভারতবাসী এ দুর্ল্লভ, অতুলনীয়, অবিনশ্বর ঐশ্বর্য্যের অধিকার লাভ করেছিল। এক একটি মন্দির ধর্ম্মাশ্রমকে আশ্রয় করে তার চারিদিকে উৎসর্গ হয়েছে, উৎকীর্ণ হয়েছে, কত নৃপতির পথ-ভিখারীর, কত শিল্পীর, শ্রমিকের, কবির, ভক্তের আজন্মের সঞ্চয়, আমরণ সাধনা। ভারতের জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, মর্ম্ম, ভাব, নর্ম্ম, মৈত্রী, আনন্দ, রস, রূপ, অনুভূতি প্রাণবস্তু, শাশ্বত অস্তিত্ব—ধর্ম্ম, দেবতা, ও দেবমন্দিরকে আশ্রয় ক'রে, অজয় অক্ষয় হয়ে অমরত্ব লাভ করেছে। এই দেউলের দেবতাকে আশ্রয় করে দেহ-দেহলীর অরূপ বিগ্রহ, অপরূপ রূপে মূর্ত্ত্য হ'য়ে ওঠেন। আবার ওই মূর্ত্ত্যরূপ রস-সাগরে অবগাহন করে মন রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শের অতীত কোন অচিন্ত্য লোকে, কার সাযুজ্য লাভ করে ধন্য হয়ে যায়। ধূসর ঊষর মরু রসের সাগরে প্লাবিত হয়ে যায়। কঠিন পাষাণ লীলায়িত হ'য়ে ওঠে, সৃজনের শতদলে নিখিল বিশ্বের প্রাণ সাগরে; সম্রাটেরও স্থান সেখানে, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীরও

স্থান সেখানে; উচ্চনীচ, ধনী, দরিদ্র, সবাই অবনমিত, এক মহিমায় মুগ্ধ।

জয়ন্ত। কবি, আমি বাক্যের বিন্যাসে, ছন্দের বন্ধনে, কথার আড়ম্বরে, রসে, আলস্যে, এ জীবনের একটা দিনও অপব্যয় করিনি। আমি কেমন করে প্রশ্রয় দোবো, এই ভাবের আবেগে ভেসে যাওয়াকে? অশ্বপৃষ্ঠে, রণসাজে, অস্ত্রের ঝঙ্কারে, ডঙ্কা বাজিয়ে, সিংহনাদে, জীবন মৃত্যুর সংঘাতে, রক্তের হোলি খেলায়, প্রমত্ত পৌরুষের যে আনন্দ, নির্ভীক, বলিষ্ঠ দেহ মনের যে উদ্দীপ্ত, দৃপ্ত, গৌরব—তার কি বুঝ্‌বে অলস স্বপ্নবিলাসীর দল? আমি চাই এইগুলোকে টেনে নিয়ে, সাঁজোয়া পরিয়ে, হাতিয়ার বেঁধে, সোজা হাঁটাতে; মেদ, মজ্জা, রক্তে পিচ্ছল, অস্থি করোটী কণ্টকিত, কঠিন, বন্ধুর, দীর্ণ, শঙ্কট পথের উপর দিয়ে। হাঁটতে না পারে, উঠতে না চায়, চূর্ণ হয়ে, পিষ্ট হ'য়ে, শেষ হয়ে যাক্।

কবি। যুবরাজ! তুমি ভালই জান, এই সব ভাস্কর, শিল্পী, শ্রমিকরা হাতিয়ার ধর্ত্তে অক্ষম নয়। অমিত সাহসে অসুর বলে ওরা রণভূমে, শত্রুহস্তে দেশ-মাতাকে রক্ষা করে। আবার শান্তির সময় অনর্থক বৃত্তি ভোগ না করে, দেশ মাতাকে কালজয়ী সজ্জায় সজ্জিত করে। আমার চেয়ে তুমি ভাল জান যুবরাজ, অনেক যুদ্ধে মহারাজ এদের অনেক সাহায্যই নিয়েছেন। শক্তি নিয়ে অনর্থক অপব্যয় না করে তার সুব্যবহার এতেও হয়।

রেবন্ত। দাদা, তুমি রাগ ক'রে অবিচার ক'রো না, অন্যায় ব'লো না, —কাকাঠাকুর বিচক্ষণ অস্ত্র কুশলী।

কবি। রেবন্ত, বৎস, আমার প্রতি কোনও অবিচার হলে, আমার ক্ষতি বৃদ্ধি নেই।

যুবরাজ। দেশমাতাকে বৈভবান্বিতা কর্ত্তে হলে, তাঁকে পাথরের স্তূপে ভারাক্রান্তা না করে, নব নব দেশ, নব নব জাতিকে তাঁর পদানত করে দেওয়া, দিকে দিকে তাঁর জয়শঙ্খ বাজিয়ে জয় ডঙ্কা ধ্বনিত করে দিগ্বিজয় যাত্রা, জয় পতাকা উড়িয়ে দেশ মাতৃকাকে ভূষিত করে দেবে মুণ্ডমালায়, অভিষিক্ত ক'রে দেবে রক্ত ধারায়।

কবি বৎস, তুমি ভ্রান্ত। অস্ত্র বলে রাজ্য জয় করা যায় সত্য, কিন্তু সে জয়ে কোনদিন কোন জাতির চিরন্তন প্রতিষ্ঠা হয়নি। মত্ততার বল যত প্রবল ভাবে আসে, ততখানি অবসাদ তাকে অবসন্ন ক'রে দেয়। সে বল কোন দিন অপ্রমেয় নয়; যে পৌরুষে যে শক্তিতে মর্ত্ত্য মানব অমরত্ব লাভ করে, সে শক্তি অপ্রমেয়। দুষ্পূরনীয় লালসার মোহে যে স্বার্থান্ধের সংগ্রাম, সে পৌরুষ নয়। সে দস্যুতা। সকল শক্তি, সকল বীর্য্য তাতে ধ্বংস হয়। সে শুধু রাজার রাজ্য নয়, ঐহিক, পারত্রিক, সকলের সর্ব্বনাশ সাধন করে। মহান্ জাতির ধ্বংস হয়ে যায়। দুর্য্যোধন ভারত যুদ্ধে যে অপচয় ঘটিয়েছিল, তাই মহাভারতের বিশ্ব বিশ্রুত, হিমাদ্রি কিরীট, ত্রিবেণী উপবীত, বিশাল ভারতের ধ্বংসের আদি কারণ। সেই যে ক্ষতির সৃষ্টি হ'য়েছিল, আজও সে ক্ষতির

পূরণ হয়নি, কোন দিন হবেও না। পিতামহ, দেবব্রত, শরশয্যাশায়ী ভীষ্মদেবের মতই শর-জর্জ্জর ভারতবর্ষ; শত ধারায় ক্ষরিত হচ্চে তাঁর প্রাণশক্তি; ইচ্ছামৃত্যু কোন অনির্দ্দিষ্ট উত্তরায়ণের পথ চেয়ে আছেন নির্নিমেষ নেত্রে। ক্ষণে ক্ষণে বিলয়মান দৃষ্টি ব্রহ্মবাদী ঋষির তপঃজ্যোতি শরাহত, ভ্রান্তিময় অজ্ঞানতা পাতাল ভেদ করে মুক্তির মুক্ত ধারা ভোগবতী বারি তাঁর তৃষ্ণা মিটিয়ে দিয়েছে, তিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা বিরহিত, সংযত, সংহত, সত্যম্ শিবম্, সুন্দরম্।

জয়ন্ত। এই সব কবির কল্পনায়, এই সব অলীক ভাবের প্রেরণায় ভারতবর্ষ ধ্বংস হ'য়ে যাবে।

কবি। যুবরাজ, ওই যে পথটি তুমি দেখালে, ওপথ দিয়ে অনেক দিগ্বিজয়ীই গেছে, যাদের বিজয় ধ্বজের জীর্ণ, দীর্ণ অংশও আজ খুঁজে মেলে না। কিন্তু তপস্বী ভারত সৃষ্টির আদিম ঊষায় অর্য্যমার বন্দনা মুখরিত তপোবন-তলে যে বাণী বিশ্বকে শুনিয়েছিল, সে শ্রুতি আজও লোপ হয়নি। আজও সে ঋক্ চারিদিক ধ্বনিত কচ্ছে। ভারতের জয় যাত্রা রাজ্যজয়ে নয়। বিপুল বিশ্ববর্ম্ম্যের বক্ষের উপর দিয়ে সে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে ধর্ম্মরাজের জয়রথ। আসমুদ্র ক্ষিতিতে ধর্ম্মের প্রচার; সাম্য, মৈত্রী, অমরত্বের বার্ত্তাদান তার জয়যাত্রা। পরমযোগী, পরমভোগী, সেই মহাত্যাগী, মহাভিক্ষুক। যারা যুগে যুগে এসেছে, তাঁকে আঘাত করেছে, তাদের অহঙ্কৃত ললাট কখন অলঙ্কৃত হ'য়ে গেছে, সেই বৈরাগীর বিভূতি মণ্ডলে; বিজেতার শির কখন নত

হয়ে গেছে বিজিতের পাদপদ্মে। যে জাতি একবার এর সিংহদ্বারে প্রবেশ করেছে, সে আর এই মহাভিখারী মহেশ্বরের মুক্তি-দীক্ষা না নিয়ে পারেনি। আত্মহারা হ'য়ে এই আত্মস্থের পায়ে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করে মুক্তি ভিক্ষার্থী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যে জাতি এত জাতির প্রহার ঠেকিয়েছে, সেকি কোনদিন প্রহরণ হাতে বেরোতে পার্ত্তনা? সে জানতো ও তার গতিপথ নয়। একদিন এক লোকেশ্বর সম্রাট রক্ততিলক প'রে সসাগরা ভারতের আধিপত্য লাভ ক'রেছিলেন। বেশীদিন লাগেনি তাঁর নিজের ভুল বুঝ্‌তে। প্রব্যথিত চিত্তে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে, মাত্র অর্দ্ধামলক সম্বল রেখেছিলেন। চণ্ডাশোককে, দিগ্বিজয়ী বীরকে, ভুল্‌তে সময় লাগেনি, কিন্তু প্রিয়দর্শী ধর্ম্মাশোককে কেউ কোনদিন বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়। কত নরপতি দেউলের জন্য সর্ব্বস্ব দিয়ে দেউলিয়া হ'য়ে গেছেন। আজ তাঁরা নেই, তাঁদের রাজ্যও নেই, আছে অবিনশ্বর কীর্ত্তি।

জয়ন্ত। (বিদ্রূপ হাস্যে) রাজ-কবি, আপনার লীলা বোঝা আমার সাধ্যাতীত। দেবল ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে, স্বয়ং রাজপুরোহিত আপনার নিজের বৈবাহিকের সঙ্গে, বিরোধ—অথচ দেব মন্দির নির্ম্মাণের, দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার একি অদম্য উৎসাহ। ব্রাহ্মণের কোন আচার নিয়ম পালন কর্ব্বেন না, অথচ দেখি ব্রাহ্মণত্বের দাবী রাখেন।

কবি। (সহাস্যে) যুবরাজ ব্রাত্ত আচারের গণ্ডী দিয়ে কখনও

ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা হয় না। দেশ যখন বড় বিপন্ন হয়, তখনও সাধ্যমত ব্রাহ্মণদের রক্ষা করে, কারণ ব্রাহ্মণ সর্ব্বশাস্ত্র, সর্ব্ববিদ্যার আধার হয়ে সমস্ত রক্ষা কর্ব্বেন। এর ব্যবস্থা এ নয় যে, যক্ষের ধনের মত তাঁরাই অধিগত বিদ্যাসমূহ অধিকার করে থাকবেন। সেগুলি সময় ক্রমে উপযুক্ত পাত্রে দান করা চাই। ব্রাহ্মণ শস্ত্রবিদ্যার আচার্য্য ছিলেন, কিন্তু সাধ্যমত আপন আবশ্যকে শস্ত্র ব্যবহার করেন নি। ক্ষত্রিয়কেই যোগ্যপাত্র বিবেচনা করে শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষায়ও অধিকার দিয়েছিলেন। তেমনি সকল যুগেই আবশ্যক অনুসারে, অধিকার বিচার করে, শিক্ষায় উপযুক্ত করে গঠিত করাই, ব্রাহ্মণের উচিত কর্ত্তব্য। বশিষ্ঠ সামান্য ক্রটিতেও পুত্র বামদেবকে পতিত করেছিলেন, আবার তোমার চেয়েও অনেক বড় এক যুবরাজ সেই চণ্ডাল গুহককে অলিঙ্গন করে মৈত্রী বন্ধন পরেছিলেন। প্রতীক্ষমানা শবরীর আতিথ্য গ্রহণ ক'রেছিলেন। যুবরাজ এতো কার্পণ্য তোমায় সাজে না, এতে যুবরাজ পদেরও অমর্য্যাদা হয়, যৌবনের ও অপব্যবহার হয়। তোমার পৌরুষ দম্ভ, মোহ, লোভ মুক্ত হয়ে জয়যুক্ত হোক্, তোমার শক্তি প্রেমে, ক্ষেমে, উজ্জীবিত হোক, বীর্য্যবান্ উদ্যত বাহু লোকপালনে, রক্ষণে, নিযুক্ত থাক্; তুমি যুবরাজ, তুমি যুবা, তোমার প্রাণের দান, হাতের দান হবে অপর্য্যাপ্ত; জীবনে এমন মুক্ত দক্ষিণা বাতাস আর আস্‌বেনা; দাক্ষিণ্যভরা

হৃদয়ে, অকৃপণ হাতে, বিলিয়ে যাও তোমার দান; গ্রহণ করো ভালবেসে যে যা দিতে আসে—তোমার প্রবল সত্ত্বা অনুকূল পথে চালিত কর, তবেই হবে জীবনের পরিণতি।

জয়ন্ত। আমায় ক্ষমা করুণ। আমি আপনার মতে চলতে পার্ব্বোনা।

কবি। (সহাস্যে) জয়োস্তু জয়ন্ত।

রেবন্ত। কাকা—আপনি কেন ইচ্ছে ক'রে সবার হাতের আঘাত মাথায় পেতে নেন? আমার যে বড় মনে কষ্ট হয় কাকা।

কবি। রেবন্ত একটা গান গাই? বড়ই ইচ্ছে হচ্ছে। শুনবে?

রেবন্ত। (সবিনয়ে) আশ্চর্য্য কাকা, এখন গান গাইতে ইচ্ছে হচ্ছে?

কবি। গাহিতে লাগিলেন—

সেযে সত্য চেতন, চির আনন্দ, মগন সৃজনানন্দে,
তাই অন্ত বিহীন রচনা তাহার পরমানন্দ ছন্দে।
অসীমরূপে রস রভসে
লীলা কমল দল বিকাশে,
পরশি তা'রে, শিহরি ফিরে, সমীর ধীরে—
ভুবন ভরি গন্ধে।
যুগযুগান্তে দিবস রাত্রি—
অনাদি কাল চলেছে যাত্রী—
অন্ত বিহীন পন্থ গহীনে পান্থ
চরণ পদ্ম বন্দে॥

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

দূরে নদী তীরে বন্দর, অগণ্য অর্ণবযান। অসংখ্য যাত্রী অদূরে নদী তীরের পথ দিয়া, শিল্পীর দল যাত্রা করিতেছে, তাহাদের পরিধানে পীত বস্ত্র, পীত উত্তরীয়, মাথায় রক্তবর্ণের উষ্ণীষ, কণ্ঠে পুষ্পমাল্য, গম্ভীর রবে বাদ্যধ্বনি হইতেছে। বিপুল জনতা হইতে জয়ধ্বনি উঠিতেছে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

স্থান শিবনাথের অঙ্গন, কাল প্রভাত। পার্ব্বতী মালতী, মল্লিকা, কলি, বৈরাগী, গোপাল ও প্রতিবেশী।

মালতী। (পার্ব্বতীর প্রতি) মাগো! আমার এই দুধের ছেলে, একে কোন প্রাণে সেখানে পাঠাবে মা? যারা মানুষের মত মানুষ তারা এই আট বছরে দেউলের কাজ শেষ ক'র্ত্তে পাল্লে না; ও কি কর্ব্বে মা? গ্রাম শূন্য, ঘর দোর শূন্য, মাগো সব শূন্য সব শূন্য (আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল তাহার রোদনে মল্লিকা ও অন্যান্য স্ত্রীলোকেরাও কাঁদিতে লাগিল, পার্ব্বতী কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বৈরাগীকে কাছে টানিয়া লইল)।

পার্ব্বতী। (ভ্রুকুটী করিয়া) যাদের পাঠিয়েছি, তারা আমার কেউ নয়? তোর ছেলে, ও আমার কেউ নয়?

মালতী। (করজোড়ে) অপরাধ নিওনা মা, আর যে আমার সইছে না। ওকে নিলে বাঁচ্‌বো কি করে মা? সে আমার সহ্য হবে না; না৲ গো, কিছুতেই পার্ব্বো না।

মল্লিকা। (চক্ষু মুছিয়া) মা গো, এই এতটুকু দুধের ছেলেটাকেও পাঠাবে মা? ছেলেটা গেলে আমাদের কি নিয়ে দিন কাট্‌বে মা।

পার্ব্বতী। (কঠিনস্বরে) আমার কি নিয়ে দিন কাট্‌বে? কাট্‌চে?

বৈরাগী। (মালতীর গলা ধরিয়া) চুপ কর মা, চুপ কর সৈ মা, আমায় তোরা ছেড়ে দে, দেখ্ মহারাজ যে সব নূতন শিল্পীদের পাঠাচ্ছেন, তাদের মধ্যে আমি বয়সে অনেকের চেয়ে ছোট, কিন্তু পরীক্ষায় জিতে এসেছি, তবুও মহারাজ আমায় নিলেন না, আমার বয়সের যারা তাদের মধ্যে অনেকে আমার কাছে হাতীয়ার ধর্ত্তে শিখেছে। তারাও যাবে, যাবো না কেবল আমিই, এ অপমান আমার সহ্য হবে না, মা আমি নিজেই যাবো। দেখি মহারাজার রাজ্যে কোন্ শিল্পী আছে যে গৌবীমার বরপুত্তুর শিবাই সাতরার ছেলেকে হারাতে পারে।

মালতী। বৈরাগী বাপ্, আমার, তুই বুঝতে পারিস্ নি, মিছে কেন অভিমান কচ্ছিস? তোর দুঃখিনী মার মুখ চেয়ে তিনি তোকে ফিরে দিয়েছেন। তুই সে দয়ার মান রাখ, আমারও প্রাণ রাখ্।

বৈরাগী। (পার্ব্বতীর প্রতি) ঠাকুর মা, ঠাকুর্দ্দার শিল্প-শালায় গোপালকে বসিও, যেমন করে আমায় বসিয়েছিলে, তেমনি করে বসিও। যেমন ক'রে আমার মনে সব জাগিয়ে রেখেছো, ওকেও তেমনি ক'রে জাগিয়ে তুলো। ঠাকুরমা, তুমি থেকো কিন্তু আমার ফিরে আসা পর্য্যন্ত।

পার্ব্বতী। (সহাস্যে) নিশ্চয় থাকবো, যম এলে হুকুমে ফিরিয়ে দোবো। বুড়ী কি দেউল শেষ নাহলে মরতে পারে

কখন পাগল? (মালতী বৈরাগীকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল, কলি ও গোপাল ছুটিয়া আসিয়া বৈরাগীর হাত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। মল্লিকা ও অন্য প্রতিবেশিনী গণ ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল)

বৈরাগী। (অধীরভাবে) সৈ মা, তুমি মাকে একটু বোঝাও, নিজে একটু বোঝ, আমি যে আর পাচ্চি না।

মল্লিকা। (সাভিমানে) ওরে পাষাণ ছেলে, তোর কি এতটুকু মায়া দয়া নেই? মালতী, ওকে ছেড়েদে, কেন আর মিথ্যে কাঁদিস্ দিদি, ওদের কা'রো মন গল্‌বেনা।

পার্ব্বতী। (অনুযোগের ভাবে) ওরে তোরা অমন ক'রে ওকে মনোভঙ্গ' করিস্ নি। হাসিমুখে ছেড়েদে। ছেলেকে আশীর্ব্বাদ কর্ ছেলে বাপ্‌দাদাকে হারিয়ে আস্‌বে। মালতী আর ক্ষ্যাপামো করিস্‌নে; (প্রতিবেশিনীদিগের প্রতি) ওগো তোমরা সকলে হুলু দাও, শাঁখ বাজাও। আমি ছেলেকে বরণ ক'রে দিই।

(পার্ব্বতী বরণডালা প্রভৃতি লইয়া আসিল, প্রতিবেশিনীগণ তাহার সাহায্য করিতে লাগিল,: পার্ব্বতী উদ্গত অশ্রু দমন করিয়া স্বহস্তে বৈরাগীকে বরণ করিল।)

বৈরাগী। মাগো কিছু ভয় করিস্‌নে, আমি গৌরীদেবীর কাছে হত্যা দিয়ে বর পেয়েছি মা, গৌরীমা স্বপনে আমায় অভয় দিয়ে গেছেন। মাকে অবিশ্বাস করিস্‌নে মা, আমার জন্য তোর কিসের ভয়?

মল্লিকা। দিদি ডাক্ ভাই সেই অভয়াকেই ডাক—সে যে ওর মা,

আমাদেরও মা, সকলেরই মা। তারই হাতে ওকে সঁপে দে।

বৈরাগী। (গোপাল ও কলির হাত ধরিয়া) মাগো, তোর গোপালকে, ক'লিকে নে মা, আমায় ছেড়ে দে, এই ইষ্টদেবীর সাক্ষাতে ব'লে যাচ্ছি মা; আমারই হাতে সূর্য্যদেউল সম্পূর্ণ হবে। তখন আর কেউ অবজ্ঞা কর্ব্বেনা, ব'ল্‌বে চিন্তামণির উপযুক্ত শিষ্য শিবাই সাঁত্‌রার ছেলে বৈরাগী;—গঙ্গাধর এগিয়ে আয় কাকা, আমায় নিয়ে চল্‌, ছাড়িয়ে নিয়ে চল্‌।

(গঙ্গাধর একটি ঝুড়িতে কতকগুলি খাদ্যদ্রব্য ও সুপক্ক কুল লইয়া আসিল)

গঙ্গাধর। (কুলগুলি পার্ব্বতীকে দেখাইয়া) মাগো, এই কুলগুলি আমার শিবাইয়ের গাছ থেকে নিয়ে এসেছি, এইগুলিই হবে আমাদের নিশানা। আর তবে দেরী নয় মা—

(বৈরাগী মালতীকে ছাড়াইয়া পার্ব্বতীকে প্রণাম করিল পার্ব্বতী গভীর স্নেহে, তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া, শিরঃ স্পর্শ করিল মল্লিকা ও মালতী অঞ্চলে মুখ ঢাকিল)।

পার্ব্বতী। (তিরস্কারের ভাবে) চোখের জল মুছে মুখ তুলে ছেলেকে দেখ্‌, যাবার সময় ওরকম করিস্‌নি। ছেলে যাত্রা ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, ওর গলায় এই প্রসাদী মালা পরিয়ে দে, কপালে এই দধিচন্দনের টীকা দে, নে, মাথায় জপ ক'রে দে। দেখিস্‌ খবর্দ্দার যেন চোখের জল ফেলিস্‌নে, এসময় ফেল্‌তে নেই। (প্রতিবাসিনীদের প্রতি) তোমরা শাঁখটা বাজাও গো।

৭

(মালতী অতি কষ্টে অশ্রুরোধ করিয়া, বৈরাগীকে মালা ও চন্দন দিল, বৈরাগীর মাথায় জপ করিয়া বৈরাগীকে বক্ষে টানিয়া লইল।)

বৈরাগী। মাগো, আবার ? (জোর করিয়া ছাড়াইয়া, মল্লিকাকে ও মালতীকে প্রণাম করিয়া, গোপাল ও কলিকে আদর করিয়া গঙ্গাধরের নিকট গেল)।

গঙ্গাধর। (আদর করিয়া বৈরাগীর গলা ধরিয়া) আয় বাবা, তোকে গলা ধ'রে বাবার কাছে নিয়ে যাই, (নেপথ্যে প্রতিবাসি-গণের কোলাহল)

বৈরাগী। আর দেরী নয়, ঐ সব আমায় ডাক্‌তে এসেছে। (উভয়ে বাহির হইয়া গেল, প্রায় মূর্চ্ছাপন্ন মালতীকে টানিয়া লইয়া, মল্লিকা ও প্রতিবাসিনীগণ বাহির হইয়া গেল। পার্ব্বতী থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মাটীতে লুটাইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

স্থান পদ্মক্ষেত্র, বহুদূরে দিগ্বলয়ে সমুদ্র ও চিত্রোৎপলার সঙ্গম, অস্তোন্মুখ সূর্য্যকরে ঝলমল করিতেছে। দূরে শিল্পীগণ স্থানে স্থানে, দলবদ্ধ হইয়া বিশ্রাম করিতেছে। নিকটে কবি, চিন্তামণি, দিবাকর, শিবনাথ ও দুই চারিজন শিল্পী বিশ্রাম করিতেছে।

চিন্তামণি। ঠাকুর, দেখ্‌তে দেখ্‌তে আট বৎসর কেটে গেলো, এখনও দেউল শেষ হ'লোনা; চোখের আলো নিভে আস্‌ছে, হাতেও হাতিয়ার যেন কাঁপে, তবুও দেব্‌তা, তোমার আশীর্ব্বাদ মাথায় ধরে, ভরসা ক'রে আছি। দেখে যাবো তো ?

কবি। দেখে যাবে বৈকি, ভাই। তোমার প্রাণের একটি শিখায় বারো হাজার প্রদীপ জ্বলে উঠেছে। দিবারাত্রি চ'ল্‌ছে দেবতার আরতি, একি তাঁর পায়ে না পৌঁছে পারে?

দিবাকর। শিবনাথ, দেউলের চারিদিকের কাজ আগে না সেরে, বিমান আর মোহন আগে ধর্‌লে কেন? এ শিল্প-শাস্ত্রের প্রথা-বিরুদ্ধ।

শিবনাথ। এই মনে করে এ অংশ ক'রেছিলাম যদি—(ইতস্ততঃ করিতে লাগিল)।

চিন্তামণি। (সহাস্যে) দেউল শেষ হওয়া পর্য্যন্ত যদি আমি না থাকি তবে ঐখানেই দেবতাকে বসানো হবে?

শিবনাথ। (ব্যথিতভাবে) আমার অপরাধ মাপ কর বাবা।

চিন্তামণি। (সস্নেহে) বাপ, তোর অপরাধ? তোর বুদ্ধিতে আমার সব সফল হ'তে চ'লেছে।

শিবনাথ। আমার মনে হয় দেউলের কাজ আমরা আর অল্পদিনেই শেষ ক'রে ফেল্‌বো।

কবি। কাজ তো আর বেশী বাকি নেই। কোথাও বিপুল, কোথাও সূক্ষ্ম, অজস্র কারুকার্য্যে দেউল খচিত হ'য়ে উঠেছে।

দিবাকর। একটি দেউল নির্ম্মাণে যদি এতকাল কাটে, তা'হলে জীবনে আর অন্য কিছু কর্ব্বার অবসর মিল্‌বেনা।

কবি। দিবাকর, যা কিছু শ্রেষ্ঠতম, তা' দুটী একটিই হ'য়ে উঠে, জন্মজন্মান্তরে একটি দুর্ল্লভক্ষণ আসে। বিশেষ ভাগ্যে, বহুজনের চেষ্টায়, বহুযুগের সাধনায়, সৃষ্টি হয় একটি

অপরূপ বস্তু। স্বয়ং বিধাতাপুরুষও একটির বেশী দুটো হিমালয় সৃষ্টি ক'র্ত্তে পারেননি।

দিবাকর। ঠাকুর, আমি সামান্য মূর্খ, আমায় পরিহাস ক'চ্চেন কেন?

কবি। তুমি অসামান্য ব'লেই তোমায় দু'টো কথা বলি। চিন্তামণি, ওঠো সন্ধ্যাহ্নিকের সময় হ'য়ে এলো।

চিন্তামণি। যাই ঠাকুর।

(দিবাকর ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

দিবাকর। প্রাণ দিয়ে খাট্‌ছে সকলে, প্রশংসা হচ্ছে এক শিবনাথের। (উত্তেজিতভাবে দিবাকর দাঁড়াইয়া রহিল, পশ্চাতে কয়েকজন সর্দ্দার কারিকর প্রবেশ করিল)।

দিবাকর। (স্বগত) কেন এমন অবিচার হবে? সংসারে একদিন সুখী হইনি সেখানেও ওই শিবাইকে নিয়ে চলেছে পক্ষপাত, এখানেও তাই। কেন, আমি কি প্রাণ দিয়ে পরিশ্রম করি না? (দাঁতে দাঁত ঘসিয়া শূন্যে মুষ্টি-বদ্ধ হাত ছুঁড়িয়া) নাঃ, পাগল হ'য়ে যাবো।

(প্রস্থান)

১ম সর্দ্দার। পাগল হ'তে আর বাকি কি? মুখ দেখ্‌লে বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়; বাবা, কি আক্রোশ।

দ্বিতীয়। না, না, ও ব'লেছে ঠিকই, বড় দুঃখেই ব'ল্‌ছে, ও এলো কত দেশ ঘুরে, কত কি' শিখে, তা যদি শিবাইকেই সবাই বড় করে, ওর প্রাণে লাগে না?

তৃতীয়। লাগে না। খুবই লাগে।

চতুর্থ। রাজা বড় করে সয়; দেশে বড় করে, দশে বড় করে, তাও

বরং সয়; নিজের বাপ, জন্মদাতা, শিক্ষাদাতা, গুরু,—সে কিনা শিবাইকে বড় করে, একি কখন কোন মানুষের প্রাণে সহ্য হয়?

তৃতীয়। সহ্য হয় কখনো?

প্রথম। দেখ্, তোরা নিতান্ত খেলো লোক। এক সঙ্গে কাজ করেও মানুষ চিনিস্ না, কাজও চিনিস্ না।

দ্বিতীয়। সাম্‌লে কথা বল, আমরা মানুষ চিনি না? আমরা কাজ চিনি না?

তৃতীয়। চিনি না?

প্রথম। যদি চিন্‌তিস, তবে শিবনাথকে চিন্‌তিস, তার কাজ বুঝ্‌তিস্।

চতুর্থ। আমাদের বুঝে কাজ নেই—তুমিতো খুব বুঝেছো।

তৃতীয়। তুমি ত বুঝেছো?

দ্বিতীয়। তুমি কি বোঝাতে এসেছো? তোমার শিবাইয়ের কথা, আমাদের দিবাইয়ের ক্ষমতা, দেশ বিদেশের লোক বুঝে গেছে। সেই যে কথায় বলে, "গেঁয়ো যোগীর ভিখ্ মেলে না" ওর হ'য়েছে ঠিক্ তাই।

তৃতীয়। ভিখ্ মেলেনা।

প্রথম। সেই দশা হয়েছে শিবাইয়ের, তোরা তাকে বুঝ্‌তে চাস্ না। বিচার করিস্ না।

চতুর্থ। কি যে বল, শিবাই কি জানে? জানে বটে আমাদের দিবাই, এই এত বড় বড়, ধ্যান, শ্লোক সব তার কণ্ঠস্থ।

তৃতীয়। কণ্ঠস্থ, মন্ত্রস্থ, মন্ত্রস্থ।

প্রথম। হ্যাঁ, সবই মানি, কিন্তু অন্তরস্থ নয়। ওরে যার মনে ভাব এসে গেছে, সে বাইরের কোন অভাব কোনদিন বুঝ্তে পারেনা, হিংসেয় এমন করে না। তার মন হ'য়ে যায় দরাজ। সে ক্ষ্যাপা, আপন ভাবের ঘোরে বিভোর হ'য়ে যায়, ধ্যানে যদি ধ্যানের ধনকে ধ'র্ত্তে না পারে সে ধ্যানে ফল কি ?

দ্বিতীয়। রেখে দাও তোমার ভাব আর অভাব, কিসে কম যায় শুনি ? দিব্যি গঠন, কি কাটুণী, কি চমৎকার ভঙ্গী।

প্রথম। তুমি কি করে মূর্খের মত কথা ব'ল্‌চো ? ভাবই হ'লো আমাদের আসল জিনিষ, সুন্দরে অসুন্দরে কি আসে যায় ? রূপের প্রাণ ভাবে, রূপে যদি ভাবই না ফোটে, তবে সেত' মরা, জড়।

তৃতীয়। মরা ব'লে মরা, জ্যান্তে মরা।

প্রথম। আবার শুধু ভাব হ'লেও হবে না, যাকে যে মূর্ত্তিতে গড়েছে, তাকে তার যথার্থ ভাবটি দিতে হবে। নর্ত্তকী আর পার্ব্বতী একভাব নয়।

তৃতীয়। শিব গ'ড়তে বানর গ'ড়্‌লে চ'ল্‌বে না।

প্রথম। এ ছাড়া রূপকারের মনের ভাবও দেখ্‌তে হবে। নিখুঁৎ পার্ব্বতী আর নিখুঁৎ নর্ত্তকী, একই মন, একই হাত দিয়ে বেরোয়, কিন্তু কে যে কার আরাধনার ধন বুঝ্‌তে দেরী হয় না। রূপে, ভাবে, সৌন্দর্য্যে যে মিলিয়ে গড়ে, সেই হ'ল—

(দিবাকরের প্রবেশ)

দিবাকর। এই যে তোমরা সব এখানে, (তৃতীয় সর্দ্দারের প্রতি)

দেখ, জানিনে কতদিনে এ দেউল শেষ হবে, আট বৎসর কোথা দিয়ে যে কেটে গেল, এখনও অনেক কাজ বাকি। বাবা বৃদ্ধ হ'য়ে বুদ্ধি-হারা হ'য়েছেন। নিত্য নূতন কাজ সৃষ্টি ক'চ্ছেন, দেউল আর কোন মতেই শেষ হ'তে দেবেন না।

তৃতীয়। নাঃ, শেষ হ'তে আর দেবেই না।

দিবাকর। আজ আবার বায়না ধ'রেছেন, একটি বিপুল সূর্য্যাশ্বমূর্ত্তি নির্ম্মাণ ক'র্ত্তে হবে। তারপর প্রধান মনকষ্টের কারণ হ'য়েছে, তিনি সবার উপর হ'য়েও, সবার প্রতি সমান বিচার ক'চ্ছেন না ; খাটৃছি আমরা সকলেই, শিবনাথ যেন সবার উপর, বাবার কি এ পক্ষপাত উচিৎ ?

তৃতীয়। পক্ষপাত উচিৎ ?

প্রথম। দেখ দিবাকর, তুমি যুবক, আমি বৃদ্ধ হ'য়েছি, শিবনাথের মত ভাস্কর দেখিনি, চিন্তামণির যথার্থ যোগ্য শিষ্য ওই।

দ্বিতীয়। রেখে দাও ওসব তোষামোদের কথা।

তৃতীয়। তোষামোদ !

চতুর্থ। গুরু যদি বৃদ্ধ হ'য়ে বুদ্ধি হারাণ, আমরা তাঁর ছেলেকে আমাদের মালিক ক'রে নিতে পারি, শিবাইকে কেন মানবো ?

প্রথম। গায়ের জোরে না মান আলাদা কথা। বিচার ক'রে দেখ্‌তে যদি হয়, তবে দেখ্‌তে হবে, শিবাই চিন্তামণির যোগ্য শিষ্য ; আর চিন্তামণি মহারণা বৃদ্ধ হ'য়েছে সত্য, অশক্ত হয়নি, আর সে বুদ্ধি-হারা মোটেই হয়নি, সকালের প্রথম

আলোটি ফোটাবার সময় থেকে, সন্ধ্যার শেষ আলোটুকু মিলিয়ে যাওয়া পর্য্যন্ত ঐ যে সে ধ্যানের আসনে বসে থাকে, দেহে, মনে, প্রাণে মিলিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রমে রূপ দেয়, ভাব দেয়, সৌন্দর্য্য দেয় তার কল্পনার ধনকে, ধ্যানের দেবতাকে। এ কি বুদ্ধি-হারার কাজ? যদি এটুকু বোঝবার ক্ষমতা না থাকে, সর্দ্দারী ছেড়ে দিয়ে ঐ যেখানে অন্ত্যজরা মেয়ে পুরুষে যোগাড় দিচ্ছে, ওদের দলে যাও, মূর্খ।

দ্বিতীয়। বার বার মূর্খ ব'লোনা, অনেকক্ষণ সহ্য করেছি।

তৃতীয়। সহ্য ক'রেছি, আমরা।

চতুর্থ। তোমার অত স্পর্দ্ধা আমরা কেন সহ্য ক'র্ব্ব?

দিবাকর। থাম সব্, গোল ক'রোনা শোন, আমি আজ ক'দিন ধ'রে সকলকে বুঝিয়ে দিয়েছি, তোমরাও শোন, বুঝে দেখে কাজ ক'রো।

(কোলাহল করিতে, করিতে, একদল সর্দ্দার কারিকরের প্রবেশ)

প্রথম। কই আমাদের দিবাকর কোথায়? আমরা সব ওস্তাদের কাছে যাচ্ছি, স্পষ্ট ব'ল্‌বো তাঁকে, বুড়ো হ'য়েছো বাবা তুমি কাজ না ক'রে যদি ব'সে হুকুম চালাও, মাথা পেতে সব মেনে নেবো। কিন্তু শিবাইকে মান্‌তে পার্ব্বো না, যদি আর কাউকে মান্‌তে হয় তবে তোমার ছেলেকে তোমার মত মান্‌তে পারি। এই দিবাকরকেই সবাই আজ মেনে নোবো।

পুঃ প্রথম। তোমাদের কথাই যে আমরা সবাই মান্‌বো তা কি করে বুঝবো,

(কোলাহল করিতে করিতে আর একদল সর্দ্দার কারিকরের প্রবেশ)

প্রথম। কই আমাদের শিবাই কোথায়? আমরা যে তাকে খুঁজতে বেরিয়েছি। দিবাই ব'লেছে যে গুরু আর পাচ্ছেন না, তা যদি হয়, আমরা তাকে বলিগে যে বাবা এইবার তুমি জিরোও, আমরা আজ থেকে তোমার জায়গায় বসিয়ে দোবো, তোমারই উপযুক্ত শিষ্য শিবাইকে—

পূঃ দ্বিতীয়। তোমাদের কথাই যে সকলে মান্‌বে তার কি কথা আছে।

(বৃদ্ধ শিল্পাচার্য্যগণের প্রবেশ)

প্রথম বৃদ্ধ। এই যে দিবাকর, এসব কি গোলোযোগ শুন্‌ছি? চিন্তামণি কোথায়? শোন, আমাদের তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে আমরা চিন্তামণি ছাড়া কাউকে জানিনে, তাকে যদি অবসর নিতে হয় আমরাও হাতিয়ার ফেলে অবসর নোবো।

(কবির প্রবেশ)

কবি। দিবাকর, একি আত্মবিচ্ছেদে প্রবৃত্ত হয়েছো, এতে যে সর্ব্বনাশ হবে।

পূঃ তৃতীয়। "ঘর ভেদেই রাবণ নষ্ট, নষ্ট দুর্য্যোধন।"

কবি। এই একতা-হীনতাই আমাদের জাতির লজ্জাস্কর হীনতা। অজেয় সম্পদবান্ ভারতবর্ষ, এই মহাপাপেই বিপর্য্যস্তা। প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম, পুরাতন হিন্দুজাতি, বিশাল ভারতবর্ষ এই মহা অভিশাপে অভিশপ্ত। এই এক দুর্ব্বলতা হতে কত সর্ব্বনাশ ঘটেছে অতীত, বর্ত্তমানে ঘটছে, এবং

ভবিষ্যৎকালেও কত ঘটবে কে জানে। ক্ষান্ত হও সব, ক্ষান্ত হও। ভাই সব, তোমরা এক ধর্ম্মের আশ্রিত, এক কর্ম্মে নিযুক্ত, এক দেবতার দেউল গড়চো, এক গুরুর অধীন, তোমাদের প্রাণ, মন, দেহ এক হয়ে থাক্।

তৃতীয়। একহোক্, এক্‌হোক, একহোক্!

কবি। আয় ভাইসব, তোদের মন্ত্র পড়ে এক্ করে দিই।

মা ভ্রাতা ভ্রাতরং দ্বিক্ষন্; মা স্বসারমুত স্বসা
সম্যঞ্চঃ সব্রতা ভূত্বা বাচং বদত ভদ্রয়া;
সহৃদয়ং সাংমনস্যমবিদ্বেষং কৃণোবি বঃ
অন্যোন্য মভিহর্য্যত বৎসং জাতমিবঘ্ন্যা।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

অন্ধকার বনপথ, কাল রাত্রি, গঙ্গাধর ও বৈরাগী

বৈরাগী। কাকা, আর যে পথ দেখ্‌তে পাচ্ছিনা, কি ক'রে যাবো?

গঙ্গাধর। আমার হাত ধর বাবা, আমার ত আলো আঁধার সব সমান।

বৈরাগী। কি করে তুমি যাবে? এতো চেনা পথ নয়?

গঙ্গাধর। (সহাস্যে) পথ যে চেনাবার সেই চিনিয়ে নেবে, না'হলে কত পথই ত ঘুরি, কে ব'লে দে'য়?

বৈরাগী। এই গাছ তলায় একটু বোস্‌বে কাকা?

গঙ্গাধর। এ সময় তো বস্‌লে চল্‌বেনা, বাবা। এই বনটুকু পেরিয়ে গিয়ে তবে বসা যাবে।

(বৈরাগী গঙ্গাধরের হাত ধরিয়া জোর করিয়া বসাইল, নিজেও বসিল)

গঙ্গাধর। (সস্নেহে পিঠে হাত দিয়া) চল্‌তে বুঝি কষ্ট হচ্চে এইবার ?

বৈরাগী। (সলজ্জে) না, না, কষ্ট এমন কিছু হয়নি, একটু ব'সলেই কাকা আবার যেতে পারবো।

(গঙ্গাধর বৈরাগীর গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে গান ধরিল)

বন্ধু আমার হাত ধ'রে নে'য় থাকে আমার সাথে
অন্ধ জনের আঁখির আলো জোগায় দিনে রাতে;
বধির জনের কাণে কাণে
কয় সে কথা প্রাণে প্রাণে;
বাজায়রে তার মনের তারে সেযে আপন হাতে।
নীরব বাণী মৌন মূকের
বুঝে নে'য় সে দুঃখ সুখের,
জুড়ায় যে তার বুকের ব্যথা কমল আঁখি পাতে ॥

বৈরাগী। কাকা দূরে, খু-উ-ব দূরে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে মশালের আলো দেখা যাচ্ছে, মানুষ নাথাকলে অত সারি দিয়ে, সাজিয়ে, আলো নিয়ে কারা যাচ্ছে ?

গঙ্গাধর। ওরে 'দয়াল ঠাকুর' ওদের পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাদেরই জন্য, চল্ বাবা শীঘ্র চল, ওরা মহারাজারই লোক। আমাদের আগেতে নূতন কারিকরের দল গেছে, তারাই নিশ্চয়।

বৈরাগী। আমি কিন্তু ওদের সাথী হবনা কাকা।

গঙ্গাধর। (সোৎসাহে) ছেলেমানুষী রেখে এখন চল্। দয়াল পাঠিয়েছেন হেলা করিস্‌নি। জোর হাঁতে ধরি বাপ্।

বৈরাগী। বেশ আমি যাচ্ছি, কিন্তু দূরে দূরে যাবো আমরা, ওদের দলে ভিড়ে যাবো না।

গঙ্গাধর। বেশ তাই হবে, এখন তো চল,

(বনভূমির মাথায় চাঁদ উঠিল, তাহারি অলোয় পথ বেশ দেখা যাইতে লাগিল)

বৈরাগী। (সহর্ষে) কাকা চাঁদ উঠলো, পথ বেশ পরিষ্কার দেখ যাচ্ছে।

গঙ্গাধর। ওরে এ পথে আমি এই আটবছরে কতবার যাওয়া আসা করেছি, চল দেখি নিয়ে যাই আর দেরী নয়।

(বৈরাগীর হাত ধরিয়া গঙ্গাধর বনপথে প্রবেশ করিল)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

সময় প্রভাত, স্থান পদ্মক্ষেত্র। প্রভাকর, চিন্তামনি, দিবাকর শিবনাথ বসিয়া আছে। নূতন শিল্পীগণ দাঁড়াইয়া আছে।

চিন্তামণি। বাপ সকল, কাল শুভদিনে, দেবতাকে প্রণাম ক'রে তোমরা সব কাজে হাত লাগাবে।

(নূতন শিল্পীগণ দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, প্রভাকরকে পরে চিন্তামণিকে প্রণাম করিল। কেহ চিন্তামণির, কেহ শিবনাথের, কেহ অন্য শিল্পাচার্য্যগণের যে যাহার গুরু তাহার চরণে হাতিয়ার স্পর্শ করাইল, কয়েকটি তরুণ ভূমিতে অস্ত্র স্পর্শ করাইয়া ললাটে স্পর্শ করিল)।

কবি। বৎসগণ তোমরা কার শিষ্য।

বালকগণ। (সগর্ব্বে) আমাদের গুরু বৈরাগী।

শিবনাথ। (সাগ্রহে) বৈরাগী ? কোন বৈরাগী ?

প্রথম বালক। শিবাই সাঁতরার ছেলে বৈরাগী। চিন্তামণির শিক্ষাঘর শূন্য রাখা হবে না তাই পার্ব্বতী মার হুকুমে, বৈরাগী ভাই আমাদের শিখিয়েছে।

চিন্তামণি। (সহর্ষে) ভাইসব, আমার একটি সূর্য্যের ঘোড়া চাই, এমন করে সেটি তৈরী কর্ত্তে হবে, যাতে বিচার হবে, কে কেমন শিখেছো। কারও উপদেশ নেবে না, কারও কোন সাহায্য নেবে না। (তাম্বুল গুবাকসহ পূর্ণ পাত্র ধরিয়া) ধরো কে ধর্‌বে। (বালকগণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, বৈরাগী আসিয়া হাত বাড়াইয়া দাঁড়াইল)

(চিন্তামণি বৈরাগীর হাতে পূর্ণপাত্র দিয়া, বিহ্বলভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, পরে কবিকে বলিল)

চিন্তামণি। ঠাকুর আশীর্ব্বাদ করো ওকে।

কবি। (আশীর্ব্বাদ করিয়া) তুমি পার্‌বে, বৈরাগী নিশ্চয় পার্‌বে।

(বৈরাগী নতজানু হইয়া প্রণাম করিল)

চিন্তামণি। শিবাইরে, তোর ছেলে, (শিবনাথ অগ্রসর হইয়া আসিল বৈরাগী প্রথমে শিবনাথকে, পরে সকলের উদ্দেশে প্রণাম করিল, গঙ্গাধর অগ্রসর হইয়া আসিল, সহাস্যমুখে ফলের ঝুড়িটি নামাইয়া সকলের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। শিবনাথ একবার গঙ্গাধরকে একবার বৈরাগীকে চাহিয়া দেখিল, তারপর ফলের ঝুড়িতে ফুলগুলি দেখিয়া অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। দিবাকর সস্নেহে

বৈরাগীকে বুকে টানিয়া লইল, চিন্তামণি গঙ্গাধরের হাত ধরিল, সকলে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল)

কবি। আজ সকলের ছুটী দাও চিন্তামণি, আজ বড় আনন্দের দিন।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

স্থান অন্তঃপুরোদ্যান, সময় অপরাহ্ণ, প্রাচীরের ধারে বৃক্ষতলে, কুমার রেবন্ত একাকী দাঁড়াইয়া আছে। প্রাচীরের বাহিরে কলি আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় ধূসর। মুখখানি শুষ্ক, কেশপাশ রুক্ষ, পাদু'খানি পথহাঁটার শ্রান্তিতে কাঁপিতেছে। রেবন্তকে দেখিয়া, আশ্বস্ত চোখে চাহিয়া রহিল।

রেবন্ত। (সস্নেহে) কে তুমি বালিকা, এই দারুণ রৌদ্রে একলা বেড়াচ্ছো, তোমায় দেখে মনে হ'চ্ছে, যেন কতদূর থেকে আস্‌ছো।

কলি। তুমি কেগো? বাইরে এসে আমায় নিয়ে চলনা। সত্যিই আমি অনেকদূর থেকে এসেছি, আর প্যাচ্ছিনা। আমায় আরো অনেকদূরে যেতে হবে, আমি যেখানে যাবো তার পথও চিনিনা, কতলোককে শুধিয়ে, শুধিয়ে, চ'লেছি; তুমি আমায় পথ ব'লে দিতে পারবে?

রেবন্ত। তুমি কোথায় যেতে চাও আমিত' জানিনা, আজ আর কিন্তু তোমার কোথাও গিয়ে কাজ নেই, তোমায় বড় যে শ্রান্ত লাগ্‌ছে। বনের পথে ভয় আছে, শীঘ্রই সন্ধ্যা হবে।

কলি। (প্রাচীরের গা ঘেঁসিয়া, অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে) কিসের ভয়? বলনা? (জোরে মাথা নাড়িয়া) না', না', ভয় আমার করেনা; আমি ভয় পেলে আর রাত্তিরে উঠে মার কোল ছেড়ে পালিয়ে আস্‌তে পারি?

রেবন্ত। (সবিস্ময়ে) সেকি মা'র কোল থেকে পালিয়ে এসেছো? কেন? কোথায় তুমি যেতে চাও? পথে কত বিপদের ভয় আছে।

কলি। (উৎকণ্ঠিত ভাবে) কিসের ভয় গো? ভূতের ভয়? সে ভয় আমি করিনা, (বাহুর কবচ দেখাইয়া) এই দেখ গঙ্গাধর কাকা এনে দিয়েছে ভৈরবী মার কাছে থেকে, ভূত আর আমায় কিচ্ছু ক'র্ত্তে পার্ব্বেনা। বাঘ ভাল্লুকের ভয়? সে ভয়ও আমার নেই (পৃষ্ঠের তীর ও ধনু দেখাইয়া) আমি কত শীকার ক'র্ত্তে পারি। ওসব ভয় করিনা, কিসের ভয় করি জানো?

রেবন্ত। তুমি না ব'ল্লে আমি কি ক'রে জান্‌বো বল।

কলি। (চারিদিক চাহিয়া অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে) কেবল মরার ভয় হয়, জানো? আমার সইমা ম'রে গেলো, গোপাল ভাইটিও ম'রে গেলো, তা'দের কোথায় যে নিয়ে গেলো, জানি না; শুনেছি মরে গেছে, আর ফিরে আস্‌বে না; (কাঁদিতে কাঁদিতে) আর ফিরে আস্‌বে না সত্যি? মরাকে তাই এখন বড় ভয় করে। হ্যাঁগা, ম'রে গেলে আর ফিরে আসে না কেন? তুমি জানো? বল না (কাঁদিতে লাগিল)

রেবন্ত। (ব্যথিত ভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) বালিকা, তুমি আর কেঁদোনা ভিতরে এসে, একটু বিশ্রাম করো। তারপর তুমি যেখানে যেতে চাও ব্যবস্থা ক'রে দেবো। আমি বলি তুমি তোমার মার কাছে ফিরে চল।

কলি। নাগো না, ওকথা বলোনা, তাহলে আমি এখনই পালাবো। আমি আমার দাদা বৈরাগীর কাছে যাবো। সেই যে সে দেউল গড়তে গেছে, সেইখানে তা'র কাছে যাবো। দাদার জন্যে কেঁদে কেঁদে সইমা ম'রে গেলো। আবার সইমার জন্ত কেঁদে গোপাল ম'রে গেছে। দাদা শুনেছি আজ দু'বছর চ'লে গেছে।

রেবন্ত। বালিকা, তুমি বিশ্রাম কর্ব্বে এসো। তারপর যেখানে যেতে চাও আমি নিজে তোমায় দিয়ে আস্‌বো। তুমি কোথায় যেতে চাও আমি বুঝতে পেরেছি।

কলি। আমার নাম তো বালিকা নয়, আমার নাম কলি।

(একজন প্রতিহারিণীর প্রবেশ)

রেবন্ত। (প্রতিহারিণীর প্রতি) এই বালিকাকে ভিতরে, গায়ত্রীর কাছে নিয়ে যাও।

(প্রতিহারিণী বাহিরে চলিয়া গেল, ক্ষণপরে কলিকে লইয়া আসিল, কলি ছুটীয়া তাহার নিকট হইতে রেবন্তের কাছে পলাইয়া আসিল।)

রেবন্ত। এস কলি, আমার একটি ছোট্ট বোন আছে, চল' তোমায় ত'ার কাছে নিয়ে যাই। কোন ভয় নেই তোমার—

(গায়ত্রীর প্রবেশ)

গায়ত্রী। (সবিস্ময়ে) এ কে ? কোথায় পেলে তুমি দাদা এটি কে।

রেবন্ত। কালবৈশাখীর ঝড়ে নীড়হারা শিশুবিহঙ্গ, পথের ধূলায় কুড়িয়ে পেলাম বোন ; দেখ যদি বাঁচিয়ে তুল্‌তে পারো।

গায়ত্রী। (ছল্‌ছল্‌ চোখে) কে তুমি ভাই ? কোথা থেকে এসেছো ? চল তোমায় আমার মার কাছে নিয়ে যাই—এসো—

(দুই হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া লইল)

কলি। (সচকিতে) কর কি, কর কি ? আমায় অমন ক'রে নিওনা, তোমার ভাল কাপড় নোংরা হয়ে যাবে যে, কত যে ধূলোয় আমার গা, মাথা, পা, সব ভরে গেছে, দেখ্‌ছোনা।

গায়ত্রী। তাহোক্‌ গে, আমি তোমায় নিয়ে যাবো, চল বোন্‌।

কলি। (বিস্ময়মুগ্ধভাবে) তোমরা কারা গা ? কি সুন্দর তোমাদের দেখ্‌তে। ওকেও খুব সুন্দর দেখ্‌তে, তোমায় আরও সুন্দর দেখতে, আমার খুব ভাল লাগ্‌ছে। ও তোমার কে হয় ? তোমরা আমার কে হও গো ?

গায়ত্রী। তুমি আমাদের ছোট বোন হও। আমি দিদি হই। আর এই আমার দাদা, তোমারও দাদা হ'ল।

কলি। (মাথা নাড়িয়া) না, দিদি, আমার দাদা 'বৈরাগী', কোণার্কে সে দেউল তৈরী কর্ত্তে গেছে। সইমা, তা'র মা, ম'রে গেছে, গোপাল ভাইটিও গেছে। ঠাকুরমা, আমার মা, সব দিনরাত তাদের জন্ম কাঁদে। আমার বাবা, আমার কাকা, বুড়ো দাদু, সব সেখানে দেউল ক'র্ত্তে গেছে, আমি সেইখানে যাবোই যাবো। আমি যখন খুব ছোট্ট, তখন

তারা চ'লে গেছে। তাঁদের কথা আমার মনে নেই, কষ্ট হয়না। সইমা যেদিন ম'রে গেলেন কাকা দাদাকে নিয়ে এসেছিলেন, আমি কাকাকে চিন্‌তেও পারিনি। কিন্তু দাদার জন্যে বড় মন কেমন করেগো; দাদাকে আমরা আর যেতে দিতে চাইনি; আমরা ঘুমিয়ে প'ড়েছিলুম দাদা লুকিয়ে পালিয়ে গেলো। আমিও লুকিয়ে পালিয়ে যাচ্চি।
(গায়ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে কলিকে টানিয়া লইল)

কলি। (ব্যাকুলভাবে) ওগো তুমিও কাঁদ্‌ছো? আমি যে কেবল কান্না দেখে দেখেই পালিয়ে এসেছি। অনেক কান্না দেখেছি, আর যে কান্না সইতেও পারি না, কাঁদ্‌তেও পারি না। উঃ, ঐ যেন সব শুন্‌তে পাচ্ছি। (গায়ত্রীর বুকে মুখ লুকাইল, গায়ত্রীর চোখের জল কলির মাথায় ঝরিয়া পড়িতে লাগিল)

রেবন্ত। চুপ কর গায়ত্রী, অবুঝ হ'য়োনা। ও আরও কাতর হবে। কলি, কেঁদনা, আমি নিজে তোমায় নিয়ে যাবো দাদার কাছে। তুমি জানোনা, বারো হাজার শিল্পী হার মেনেছে তোমার দাদা বৈরাগীর কাছে।

(প্রাচীরের বাহিরে, রাজপথে কবি ও গঙ্গাধরের প্রবেশ)

কবি। এইত' গঙ্গাধর, তোমার সাত রাজার ধন মাণিক এখানে।

গঙ্গাধর। (ব্যাকুল ভাবে) কই, কই, কোথায়? কলি তুই কোথায় মা? আমি পাগল হ'য়ে এসেছি যে তোর জন্যে।

কলি। কেন তুমি এমন ক'রে এসেছো? কাকা আমি আর ঘরে যাবনা। তুমি ডাক্‌লেও ফির্‌বোনা।

গঙ্গাধর। সে কথা পরে হবে। একবার কাছে আয় পাষাণী—

রেবন্ত। (কবির প্রতি) কাকা, ভিতরে আসুন, গঙ্গাধর তুমিও এস।

গায়ত্রী। আর ভেবোনা গঙ্গাধর,—কলি আমার কাছে এসে প'ড়েছে।

গঙ্গাধর। মাগো, তুমি দীন, দুঃখী, অনাথ, অসহায়ের আশ্রয়, তা আমি জানি। ওর বাপ্‌দাদার পুণ্যে বট গাছের ছায়ায় পৌঁছেচে, আর কি রোদের ভয় আছে?

(বাহিরের পথে কবি ও গঙ্গাধর নিষ্ক্রান্ত, ভিতরের পথে গায়ত্রী, কলি ও রেবন্ত নিষ্ক্রান্ত)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

স্থান রাজপুরোদ্যান, সময় সন্ধ্যা, অদূরে নহবতে পূরবী রাগিণী বাজিতেছে। মহারাণী, রাজকবি, চন্দ্রা, সাবিত্রী, জয়ন্ত।

জয়ন্ত। মা তুমিও এই সর্ব্বনাশা যজ্ঞে আহুতি দিতে যাবে? পিতা রাজকর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে এখন দিনের পর দিন সেখানেই কাটাচ্ছেন।

মহারাণী। জয়ন্ত, আমাদের সকলেরই পরম সৌভাগ্য যে দ্বাদশ বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় মন্দির নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হ'য়েছে। এখন উপযুক্ত ভাবে এর প্রতিষ্ঠা হওয়া চাইতো—

জয়ন্ত। উপযুক্ত প্রতিষ্ঠার যা আয়োজন হচ্ছে, তা বোধ হয় কোন দিন, কোন রাজার অভিষেকে হয়নি। কবিকেই জিজ্ঞাসা কর।

কবি। যুবরাজ জীবন ও অর্থ অবিনশ্বর নয়, কীর্ত্তি অবিনশ্বর। কত রাজা, রাজ্য, লোপ হ'য়ে গেছে; কীর্ত্তি জেগে আছে।

কেশরী-বংশ লোপ হ'য়ে গেছে, কিন্তু যজ্ঞপুর, ললিতগিরি খণ্ডগিরি, উদয়গিরি, ত্রিভুবনেশ্বর মন্দির তাঁদের স্মৃতি অমর ক'রে রেখেছে। গঙ্গাবংশ লোপ হ'য়ে গেছে, কিন্তু জগন্নাথদেবের মন্দির তাঁদের অমর ক'রে রেখেছে। রাজা, রাজ্য, ভাঙ্গা, গড়া, সব ছাপিয়ে থাকে 'কীর্ত্তি'; উর্দ্ধে অনন্তে মহাকালের ললাটে দীপ্তিমান্ বহ্নিতিলক। হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, তান্ত্রিক, সহস্র যুগের, সহস্র জাতির, সহস্র ধর্ম্মের সমন্বয়, ঐক্য-ক্ষেত্র—শিল্পীর, যোগীর, ভোগীর সাধকের পরম তীর্থ।

জয়ন্ত। আমি বর্ত্তমানের ক্ষেত্রেই জীবনের প্রতিষ্ঠা চাই; যা সত্য, নিত্যকারের জীবনে—সুখে, দুঃখে, উত্থান পতনে, আশা নিরাশায়, প্রাণবন্ত আমি চাই সেই বর্ত্তমানকে। দুর্দ্দম বলে ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত কর্ব্বো আপন হাতে, সুদূর অতীত কালের দিকে, দূর ভবিষ্যৎ কালের দিকে, নিদ্রাজড়িত চোখ মেলে দিবাস্বপ্ন দেখ্‌তে প্রবৃত্তি হয় না। নিশ্চিত নিত্যপরিচিত ইহকালকে পরিত্যাগ ক'রে, অনিশ্চিত, অপরিচিত পরকালের পিছনে, কল্পনার ইন্দ্রজাল বুনে আলস্য বিলাসে কাটাতে চাইনা।

(বিরক্তিভরে উঠিয়া চলিল)

কবি। (সহাস্যে) দাঁড়াও যুবরাজ, মহারাজের ইচ্ছা, যুবরাজ যেন সেনাপতি, সমস্ত সেনানায়ক, ও সৈন্যদের নিয়ে উৎসবে যোগ দেন।

জয়ন্ত। তাঁরা কি চরণে নূপুর দিয়ে, গলায় ফুলের মালা প'রে,

দেব-দাসীগণের সঙ্গে নৃত্য কর্ব্বেন; না ব্রাহ্মণবটুদের সঙ্গে গান ক'র্ব্বেন?

কবি। (সহাস্যে) সেটা যুবরাজের রুচির উপর নির্ভর করে। আশা করি যুবরাজ এ বিষয়ে উচিৎ মত ব্যবস্থা কর্ব্বেন। যেমন ভাবে গেলে শোভন হবে তার ত্রুটী হবে না।

জয়ন্ত। আমরা সকলে গেলে রাজধানীতে কে থাকবে?

রেবন্ত। সীমান্তবাসীরা রাজধানী রক্ষা ক'র্ব্বে। উৎসবের শেষদিকে রক্ষকেরা ফিরে আসবে, এরা সেখানে যাবে। আনন্দের অংশে এরাও বঞ্চিত হবেনা।

জয়ন্ত। সীমান্তের বন্যদের এতটা নির্ভর করা উচিত হবে কি?

রেবন্ত। দাদা, এখন আর তারা দুর্দ্দান্ত বন্য নয়, বিশ্বস্ত বন্ধু। সমস্ত শক্তি দিয়ে তারাই রাজ্যের সীমান্ত রক্ষা করে। যে সমস্ত অভাবে তারা মানুষ হয়েও পশু হয়েছিলো, আজ সে অভাব দূর ক'রে শিক্ষার দ্বারা, তারা আমাদের শক্তিশালী রক্ষক।

কবি। প্রবল শাসনেও যা অসম্পন্ন ছিল, শাসন, পালন, মৈত্রী করুণায় আজ তা সুসম্পন্ন হয়েছে। আজ আর হানাহানি শোনা যায় না। 'ভাইয়া', 'দাদা', 'কাণের সোণা,' 'মাথার মাণিক', 'বুকের ধন' শোনা যায়। কিশোরকুমার, সে রাজপুত্রের রথ নেই, অশ্ব নেই; ধূলা, কাঁটা কাঁকর কাদায় ভরা গহীন বনপথে, পায়ে হেঁটে চলে। মাথার মুকুট নেই, শিথিল অলকে বন ফুলের ভূষণ; বর্ম্ম নেই, অস্ত্র নেই, অসি চর্ম্ম নেই—আছে বাঁশী, বীণা।

জয়ন্ত। (উত্তেজিত ভাবে) ক্ষত্রিয় রাজপুত্রের উপযুক্তই বটে।

রেবন্ত, বাঁশিতে দখলের চেয়ে অসিতে দখল গৌরবের। শস্ত্র আর শাস্ত্র দুইই রাজপুত্রের শিক্ষণীয়।

কবি। শস্ত্রে ও অপারগ একথা কেউই স্বীকার কর্ব্বে না। ওর অসি ভীষণ হিংস্র পশুর মুখ হতে রক্ষা করে সদ্য প্রসূতা হরিণীকে, দূর আকাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি শ্যেণকে তীর বিদ্ধ ক'রে রক্ষা করে ভীরু কপোতকে। বিপদ সঙ্কুল বনভূমি নিরাপদ ওর শস্ত্রে; পথিক নির্ভয়ে পথ চলে, তপস্বী নিরুদ্বেগে সাধনা করে গিরি-কন্দরে। শাস্ত্রে ওর ব্রাহ্মণ শূদ্র এক হ'য়ে ওর কণ্ঠে দিয়েছে বরণ মাল্য। অকলঙ্ক কপালে এঁকে দিয়েছে চন্দন তিলক, অকুণ্ঠিত চিত্তে ওকে বুকে তুলে নিয়েছে, ওর হৃদয়ের বৈকুণ্ঠ লোকের স্পর্শে সব কুণ্ঠা বিরহিত হ'য়ে গেছে। রাজদম্পতি যে মহাবৃক্ষের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, চন্দ্রা ও আমি মন্ত্রপাঠ করে তার মূলে রস যুগিয়ে ছিলাম, যুবরাজ রক্ষা ক'রেছেন কাণ্ড, সাবিত্রী বিস্তার করেছেন শাখাপ্রশাখা, রেবন্ত আর গায়ত্রী ফলিয়েছে অমৃত ফল।

(রাজবধূ সুজাতা, কুণ্ঠিত মুখে প্রবেশ করিল,)

সুজাতা। মা আজ ত দিদির এখানে থাক্‌লে হবে না।

মহারাণী। সাবিত্রী, যাও মা—

জয়ন্ত। আমরাও যাই,

(মহারাণী, কবি, ও চন্দ্রা ব্যতীত সকলের প্রস্থান)।

মহারাণী। অনেকদিন পরে বড় ভাল লাগছে, তোমরাও এক সঙ্গে এসেছো দুজনে, অনেক দিন কবি তোমাদের গান শুনিনি।

চন্দ্রা। গান তো আর গাই না। আমি পিঞ্জরের সারিকা, মুক্ত আকাশের তলায় গাইতে পারি না।

মহারাণী। একি দুঃসংবাদ কবি ?

কবি। আবার পিঞ্জরে ফিরে এলেই হবে।

চন্দ্রা। যে এক্‌বার বাহির চেনে, সেকি আর ভিতরে ফিরে আসে ? একেবারে খোঁজে অসীম আকাশ ; আর সীমার বাঁধন মানে না।

কবি। তবে অসীমকেই চিনে নাও না।

চন্দ্রা। তাই বা পাচ্চি কই, একগাছা সরু ডোরে এমন জড়িয়ে আছে—

কবি। ফুলের মালা নয় ? ডোর ?

চন্দ্রা। মালাই ছিল একদিন, ফুলগুলো একে একে ঝরে পড়ে গেছে, আছে ডোরটুকু।

কবি। ছাড়াতে যদি নাই পারো, ছিড়ঁতে তো পার ?

চন্দ্রা। কই পারচি ? উড়তেও পারিনা, হাঁটতেও পারিনা। ঘরও হারালেম বাহির ও পেলাম না।

মহারাণী। ঘর বাহির দুইই তোমার স্বার্থক হয়েছে—

(কবি গাহিতে লাগিলেন ক্রমশঃ আত্মহারা ভাবে চন্দ্রাও যোগ দিল)।

কীর্ত্তন

গোপন মম মনে, কে ফিরে নিরজনে একা সাঁঝে,
(কেগো ও বিরহী বিহরে, গোধূলী ধূসর সাঁঝে) ;

না জানি অজানা কোন সুরে বীণা ঝঙ্কারি বাজে।
(অজানা কে গুণী বাজালে রাগিণী অন্তর মাঝে)
(কার বক্ষে লীনা, স্বর্ণ বীণা রণিয়া রণিয়া বাজে)
তাহারে না দেখনু অন্ধ নয়নে,
না পশিল ধ্বনি বধির শ্রবণে,
পেখনু অপরূপ, শুনিনু সুমধুর হিয়ামাঝে।
(নিরখি রূপ তার, শুনি সে বাণী মরমের মাঝে)।
কত না নিশিথিনী পোহাল জাগিয়া,
মন্দিরে একাকিনী বন্ধুর লাগিয়া,
আঁধার বন পথের তলে, চলে অভিসার সাজে।
(সঙ্কট পথ, কণ্টকে ক্ষত, চরণে কত বাজে)
(রুধিরে রাঙ্গা চরণে, চলে সাজি অভিসার সাজে);
থর থর কম্পনে শিহরে অন্তর,
আঁখি ভরি বারি বরিষে ঝরঝর,
প্রাণবধূ পাশরিল, প্রিয় পরিজন গৃহ কাজে।
(বাহিরে কাহার লাগি, তেয়াগিল নিজ গৃহ কাজে)
স্মরণ যাচে রাঙ্গা চরণ তলে,
মরণ মাগে সেধে মিলন ছলে,
পাগল পরাণ বধূ, বিসরিল ভয় মান লাজে॥
(ব্যথা বাজে গো, বড় বাজে, বঁধুর হিয়ায় ব্যথা বাজে)
(পিয়ার নীল কমল হিয়ায়, বেদনা বড় বাজে)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

স্থান অর্কক্ষেত্র, কাল প্রভাত, অদূরে কৃষ্ণ দেউল, একাকী দিবাকর।

দিবাকর। (স্বগতঃ) হার মানো দিবাকর, মনের সঙ্গে হার মানো। লজ্জা, মান, ভয় ভাসিয়ে দিয়ে, হার মানো; সত্য বিচার ক'রে বল, মুক্তকণ্ঠে ডেকে বল', শিবনাথের জিৎ। মালতী, শিবাইয়ের জিৎ হ'য়েছে; তুমি যেখানেই থাকো, সবার আগে তোমায়ই ব'ল্‌ছি, মালতী, চমৎকার (দুইহাতে করতালি দিয়া) চমৎকার, কল্পনার অতীত।

শিবনাথের প্রবেশ

দিবাকর। (ছুটিয়া শিবনাথের হাত ধরিয়া) শিবাই ভাই, আমার হার হ'য়েছে।

শিবনাথ। (ব্যাকুল কণ্ঠে) ও কথা কেন ব'ল্‌চো ভাই; আমি সত্য ব'ল্‌ছি দিবাই আমি জিত্‌তে চাইনে। আমি চাই আমার সবটুকু উজাড় করে মন্দিরের গায়ে দিতে, দেবতার পায়ে দিতে।

দিবাকর। তা তুমি দিয়েছো শিবাই, দেবতা তোমার নিবেদন শুনেছেন। তোমার সর্ব্বস্ব নিয়ে তোমায় 'দেউলে' ক'রেছেন। (গভীর দীর্ঘশ্বাস)

শিবনাথ। শিবাই, ভাই, দেবতার ওপর এ নালিশ কেন? যার যা অদৃষ্টে আছে হবেত'?

দিবাকর। দেবতার কৃপাদৃষ্টিতে অসময়ে শুকিয়ে যাওয়া তোমার মালতী লতা; তোমার নিপুণ হাতে, শতমূর্ত্তি ধ'রে সাজিয়েছে দেউলের অঙ্গ। ঐ যে, আমি কি চিন্‌তে পাচ্ছি না? তারও উর্দ্ধে দেউলের ঐ নিরলঙ্কার শূন্য স্থান, নির্দ্দেশ কচ্ছে তোমার হৃদয়ের অসীম শূন্যতা। আরও উচ্চে, উর্দ্ধে বিশাল আমলক ষোড়শদল পদ্ম কোন অকরুণ দেবতার পাদস্পর্শের আশায় দল মেলেছে তোমার বেদনার শতদল। তা'রি সঙ্গে দল মেলেছে, উৎকলের দ্বাদশ সহস্র শিল্পীর হৃদয় পদ্ম। স্রষ্টার গর্ব্ব আমার চূর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু দ্রষ্টার চোখ আমার ফুটেছে। তোমারই জিৎ হ'য়েছে, তবে ভাই তোমাকেও হার মানিয়েছে, বালক বৈরাগী।

(দূরে নাকাড়ার শব্দ)

দিবাকর। যাই, আজ হ'লেই কাজ শেষ হবে মনে হয়। এসো ভাই শিবাই, আমার হার হ'য়েছে। ছোট বেলা থেকে যত বিদ্বেষ, যত ঝগড়া আজ শেষ হ'লো। না না, দুঃখ নয় শিবাই, আমার আজ আনন্দ ধ'রছেনা, আমি তোমায় কি ব'লে বোঝাবো ভাই।

শিবনাথ। দিবাই ভাই, আজ আমার আপন ক'রে সবভুলে ডেকে নিয়ে যে আনন্দ দিলে এ আনন্দ জীবনে কখনও

পেয়েছি ব'লে মনে হয় না। তবে বড় দেরী ক'রছো, যে সব চেয়ে খুসী হতো,—

দিবাকর। সে ঠিক্‌ই দেখছে শিবাই, আমি তার হাঁসিভরা মুখ, জলভরা চোখ দেখতে পাচ্চি। তার অনুযোগ, তিরস্কার সব শুনতে পাচ্ছি।

(চিন্তামণি ও গঙ্গাধরের প্রবেশ)

দিবাকর। (চিন্তামণির প্রতি) বাবা! গুরু! আমি আজ হার মেনেছি তোমার শিবাইয়ের কাছে। শিবাই আমায় মাপ করেছে, তুমি আমায় মাপ কর।

চিন্তামণি। (সাশ্চর্য্যে) একি সত্য কথা?

দিবাকর। সত্য, বাবা, সত্য ব'লছি, আমি এই বার বছর ধরে, নিখুঁত বিচার ক'রে দেখে তবে হার মেনেছি; আজ সব ঝগড়া মিটে গেল, আশীর্ব্বাদ কর বাবা, আশীর্ব্বাদ কর গঙ্গাধর।

(চিন্তামণি আনন্দে অধীর হইয়া উভয়ের কণ্ঠালিঙ্গন করিল। গঙ্গাধর উভয়ের কাঁধে হাত দিল। বৈরাগী প্রবেশ করিয়া বিস্মিত হইল)

বৈরাগী। (সবিস্ময়ে) তোমরা কাজে যাবেনা ঠাকুর্দ্দা? আজ তোমাদের কি হ'য়েছে?

চিন্তামণি। আজ কি পেয়েছি, কি বোঝাবো তোকে? আজ আমার ছেলে, শিষ্য গুরুদক্ষিণা দিয়েছে রে।

বৈরাগী। তাই নাকি? কই কি পেলে দেখি?

চিন্তামণি। (বৈরাগীকে বুকে টানিয়া) শিবাই দিয়েছে এই অমূল্য ধন, দিবাই ও যে ধন দিয়েছে বোঝাবার, দেখাবার নয়।

বৈরাগী। (লজ্জিত মুখে) ওসব আমি শুন্‌তে চাইনে্, আমাদের কাজ আর দু'দিন হলেই শেষ হবে, না?

(কলির প্রবেশ)

কলি। ঠাকুর্দ্দা, কি হয়েছে তোমাদেব? এখনও কেউ যে কাজ কচ্চে না? চল শীঘ্র, আমি সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি পথচেয়ে।

চিন্তামণি। চল্ দিদি চল্ যাই, আজ আমাব সঙ্গে কেউ পার্ব্বেনা রে।

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

স্থান অর্কক্ষেত্র, কাল অপবাহ্ন, সূর্য্য দেউলের সম্মুখে মঞ্চোপবি চিন্তামণি তক্ষণ নিবত। অদূবে বৃহৎ সূর্য্যাশ্বমূর্ত্তি দেখা ষাইতেছে। সূর্য্যাশ্ব মূর্ত্তির সম্মুখে বৈবাগী ও কলি। চিন্তামণিব মঞ্চপার্শ্বে মহাবাজা স্বয়ং তাম্বুলাধার লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, কর্ম্মরত চিন্তামণি মধ্যে. মধ্যে, তাম্বুল তুলিয়া লইতেছে, বাজাকে লক্ষ্যও করিতেছেনা, নিবিষ্টমনে আপন কার্য্য করিতেছে। সহসা চিন্তামণির হাত হইতে যন্ত্র পডিয়া গেল, মহাবাজ ত্রস্ত তুলিয়া ধবিলেন, সুপ্তোত্থিতবৎ সচমকে চিন্তামণি রাজাকে দেখিয়া বিস্মিত আগ্রহে চাহিয়া রহিল—

চিন্তামণি। (করযোড়ে) একি মহারাজ, আপনি?

মহারাজা। (সহাস্যে) তবু ভাল চিন্তামণি, তুমি আজ আমায় দেখতে পেয়েছো। কতদিন এসে দাঁড়িয়েছি, ধ্যান ভেঙ্গে একবার দৃষ্টি ফেরাও নি।

চিন্তামণি। (মঞ্চ হইতে নামিয়া রাজার চরণ ধরিয়া) মহারাজ আমি কি বল্‌বো ?

মহারাজা। কিছু ব'লনা চিন্তামণি, (চিন্তামণিকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন। অদূরে দেবদাসীগণ, নৃত্য গীত করিতে করিতে চলিয়া গেল)

মিলিয়ে আসে নীরব সন্ধ্যা আসন্ন প্রায় রাত্রি,
কোথায় যাবে, একলা ওগো সুদূর পথের যাত্রী।
ক্ষণেক ব'সো বিরাম লাগি
পথে যে নিশা পোহাবে জাগি
বিছায়ে কোল ডাকে তোমায় হেথায় ধরাধাত্রী।
জগত যেন তন্দ্রাছাওয়া
শিথিল গতি মন্দ হাওয়া
বুলায় কর আঁখির পর নিদ্রা বিরামদাত্রী ॥

(ধীরে ধীরে দেবদাসীগণ প্রস্থান করিল)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

স্থান অর্কক্ষেত্র সময় প্রভাত, অদূরে বিপুল সমারোহে, রাজকীয় শোভাযাত্রা যাইতেছে। প্রথমে সুসজ্জিত হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব, গো ইত্যাদি পরে রথ, নানাবিধ যান, গো-শকট। তৎপরে বটুগণ দেবদাসীগণ ভৈরব, ভৈরবীগণ, বৌদ্ধ ভিক্ষু, ভিক্ষুণীগণ, তান্ত্রিক যোগী যোগিনীগণ, গাণপত্য, সৌর, বৈষ্ণব, বহুবিধ ধর্ম্মাশ্রমী সংঘ। নাগরিক ও পৌরজনগণ, সৈন্যগণ যাইতেছে। দুই পার্শ্বে ছত্র, চামর, দণ্ড, পতাকা প্রভৃতি লইয়া পদাতিকগণ ও সশস্ত্র রক্ষীগণ যাইতেছে। সর্ব্বশেষে আনন্দোন্মত্ত শিল্পীগণ যাইতেছে।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

স্থান সূর্য্য মন্দিরের গর্ভগৃহ, বৃহৎ সূর্য্যমূর্ত্তির সম্মুখে চিন্তামণি, পার্ব্বতী গঙ্গাধর।

চিন্তামণি। (বিহ্বলভাবে) আমার ধেয়ানের ধন, আমি সত্যই তোমার মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা দেখে যাবো? আমার জনম ভোর চাওয়া, এবার পাব?

পার্ব্বতী। (গঙ্গাধরের হাত ধরিয়া বিগ্রহের চরণে স্পর্শ করাইল) আয়রে গঙ্গা, এদিকে আয়। জন্ম শোধ পরশ নিয়ে যা, প্রতিষ্ঠা হ'য়ে গেলে আর তো ছুঁতে পাবিনা, আমরা তবু চোখে দেখ্‌তে পাবো, তোর যে তাও নেই অভাগা। (গঙ্গাধর দেবতার চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া দেখিতে লাগিল; মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসিত আনন্দে মূর্ত্তিটি আলিঙ্গন করিতে লাগিল। ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল।)

গঙ্গাধর। (পার্ব্বতীর প্রতি) সত্যিই ভাব্‌তে যেন ব্যথা লাগে মা, এমন ক'রে পরশ পাবো না? এমন ক'রে বাহুর বাঁধনে ধরা যাবে না? এমন ক'রে দুটী চরণে মাথা ক'র্ত্তে পার্ব্বো না? (বিগ্রহের চরণে মাথা রাখিয়া বসিল, পরক্ষণে হাঁসিয়া উঠিয়া বলিল) মাগো, নাইবা দেউলে ঢুক্‌তে পেলাম, ওইত স্বয়ং সূর্য্যদেব আকাশ থেকে আমায় সহস্র হাতে পরশ কর্ব্বেন। দুঃখ কিসের মা? আনন্দ গো, আনন্দ আর ধরে না; ছাতি ফেটে বেরিয়ে আস্‌তে চায় মা, (চিন্তামণি প্রতিমার মুখের দিকে

অনিমেষে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ধীরে ধীরে দৃষ্টি নামাইতে নামাইতে চরণে দৃষ্টি আবদ্ধ করিল। তারপর সহসা, হর্ষবিষাদে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিতে লাগিল।)

চিন্তামণি। একি সত্য কথা দেব্‌তা? তুমি আমাদের নও? আমরা মন্ত্র তন্ত্র জানিনে ব'লে, তোমার সাড়া পাব না? কাল তোমায় ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা মন্ত্র প'ড়ে নিলে তুমি তাদের হয়ে যেও। কিন্তু আজ এক্‌বার, একটিবার আমাদের ডাকে সাড়া দাও ঠাকুর। (বিগ্রহে হাত রাখিয়া) এই মূর্ত্তিতে হোক্, (বুকে হাত রাখিয়া) এইখানে হোক্, দেখা দাও; জাগো জাগো! দেবতা জাগো! বাপ্ আমার জাগো! মিতা আমার জাগো! সর্ব্বস্ব আমার জাগো! সারা জনম ভেবে ভেবে, ধেয়ানের ধন তোমায় মূর্ত্তিতে পেয়েছি। মনে ক'রেছিলেম আমার চাওয়ার তৃষ্ণা এই পেয়েই মিট্‌বে; কই মিট্‌লোনা তো। সারা জীবনের সব আগ্রহ যেন এক হ'য়ে ঠেলা দিচ্চে এই খাঁচাখানার ভিতরে; এ দোর খুল্‌তে চায়, এর ভিতরে তোমার প্রকাশ চায়। ওগো অত দূরে নয়, এই ভিতরে এসো, জাগো। (চিন্তামণি ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল সহসা উচ্ছ্বসিত আনন্দে উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার চোখে মুখে অপূর্ব্ব অনুভূতির জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। দুই নয়নে অশ্রু ঝরিতেছে। সর্ব্বাঙ্গে পুলক সঞ্চার হইয়াছে, ভাববিহ্বল আবেগে অধীর চিন্তামণি দুই বাহু দিয়া বিগ্রহ বেষ্টন করিয়া, অপলকনেত্রে চাহিয়া রহিল।

অপরূপ, অননুভূতপূর্ব্ব, আনন্দের আবেশে তাহার সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল, দেবমূর্ত্তির অঙ্গে অঙ্গ ন্যস্ত করিয়া, বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া গেল। পার্ব্বতী বিহ্বল-ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। একদিক দিয়া কবি ও চন্দ্রা প্রবেশ করিলেন, অপর দিক দিয়া মহারাজা ও মহারাণী প্রবেশ করিলেন। ক্ষণকাল বিমুগ্ধের মত সকলে চাহিয়া রহিলেন। কবি চিন্তামণির শ্লথ দেহ নিজ বাহুপাশে টানিয়া লইয়া সহাস্যমুখে গাহিতে লাগিলেন, চন্দ্রা তাঁহার সঙ্গে সজলচক্ষে গাহিলেন)।

ধরা দিল একি ধেয়ানের ধন তোমার হাঁসি ও ক্রন্দনে,
বেঁধে নিল সেকি সুনিবিড় করি, ব্যাকুল বাহুর বন্দনে।

কতনা জন্ম হ'য়ে গেছে গত,—
জীবন মরণ স্বপ্নের মত,
মন হ'রে নিল কোনধনে।
যে অজানা জনে জানে নাই কেহ,
তারি লাগি ত্যজি প্রিয়জন গেহ,
ফিরেছো তাহারি সন্ধানে।
সেই অরূপের রূপের ধেয়ানে,
চিনিবার লাগি সে চির অচিনে,
শুধায়ে ফিরেছো কতজনে।
পূর্ণ আহুতি জীবনের ব্রত
সারা হ'লো পূজা এবারের মত
তাঁরি আরতির বন্দনে॥

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

স্থান অর্কক্ষেত্র, কাল রাত্রি, শুভ্র চন্দ্রালোকে বিপুল কৃষ্ণদেউল অপূর্ব্ব শোভান্বিত দেখাইতেছে। সমুদ্রের অশ্রান্ত কোলাহল শোনা যাইতেছে। স্থানে স্থানে, রাজকীয় শিবির সমাবেশ হইয়াছে। উৎসব মত্ত নাগরিক ও শ্রমিকগণের কলরব আসিতেছে। চন্দ্রা বসিয়া আছেন, কবি দাঁড়াইয়া গাহিতেছে।

কোথায় কাঁদে কাহার তরে, বিরহী হিয়া চাহিছে কারে,
কোথায় সে যে, বোঝে না নিজে, খুঁজিয়া ফিরে অজানা যারে।
গহীন রাতের কোলের পরে,
পরাণ পিয়া মূরছি পড়ে
রাত্রি কাঁদে ব্যাথায় ভরি আবরি বক্ষে তারে।
মুকুতা সম শিশির বারি,
পড়িছে ঝরি অশ্রু তারি
তন্দ্রাহারা অযুত তারা শিহরে অন্ধকারে॥

(কবি চন্দ্রার পাশে আসিয়া বসিলেন, চাঁদের আলোয় চন্দ্রার মুখ বড় ম্লান দেখাইতেছে, কবি দেখিয়া বিষণ্ণ হইলেন)

কবি। (চন্দ্রার প্রতি) চন্দ্রা, আমায় এবার তোমার ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে চল। অনেক ডেকেছো, যাইনি; এবার আমিই ডাক্‌ছি, চল।

চন্দ্রা। (চমকিয়া) সে ঘর আর নয় গো, আর নয়। যে ঘর আমি ছেড়ে এসেছি, সে ঘরে আর যাবও না ফিরে, ডাক্‌বোও না কাউকে। যত দিন ঘর বন্ধ ক'রে বেরোতেম্, পায়ের শিকল

খোলেনি। এবার ঘর খুলে এসেছি, শিকল কোথায় কখন যে খসে প'ড়ে গেছে জান্‌তেও পারিনি। একি বেদনাহীন মুক্তি তখন বুঝিনি।

কবি। কবে বুঝ্‌লে চন্দ্রা?

চন্দ্রা। ঘরে ফেরার দিন আস্‌তে বুঝ্‌লাম।

কবি। তাই কি তোমার মুখে, চোখে, দেখ্‌তে পাচ্ছি, জ্বালাহীন, ব্যথাহীন সায়াহ্নের প্রসন্ন শান্তি।

চন্দ্রা। নদী তা'র গুহাগৃহ ছেড়ে অনন্ত সাগরোদ্দেশে যাত্রা ক'রেছে; অন্তবিহীন গহীনপন্থ; সন্ধান জানিনা, অচিন্ পথ ধ'রে সে কোন অজানার উদ্দেশে এই মহাযাত্রা; অলখ টানে টান্‌ছে। ডাক তার শোনা যাচ্ছে; কে সে জানিনা, জান্‌তেও চাইনা, শুধু যেতে চাই—

কবি। কে আমার প্রিয়ার মন এমন ক'রে টেনে নিলে গো? (চন্দ্রার মুখ তুলিয়া ধরিয়া সুগভীর দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন চন্দ্রার দুই চোখে দুই বিন্দু অশ্রু টলমল করিতে লাগিল)।

কবি। না, না, আমার এখনও আশা আছে। এইত' এখানে লুকিয়ে আছে বেদনার অশ্রুবিন্দু, একটুখানি ছোট্টমায়া, এটুককে বাঁচিয়ে তুল্‌তে পার্ব্বোনা? অমৃতের একটি বিন্দুও অমর ক'রে দিতে পারে। আমায় ভোলো ক্ষতি নেই, কিন্তু সেই তোমার নিজে হাতে গড়া সংসার?

চন্দ্রা। (সহাস্তে) সে সব খেলনা নিয়ে খেলার দিন গেছে, দিনান্তে এসে পৌছেছি।

কবি। সেই বকুল চাঁপার অভিষেক নিসিক্ত অঙ্গন, সেই শয়ন কক্ষের দক্ষিণের অলিন্দে নব মল্লিকার পুষ্পোৎসব—

চন্দ্রা। সব মনে আছে গো। প্রথম প্রথম ভুল্‌বো মনে হ'লেও ভয় হ'তো, কান্না আস্‌তো; তারপর মনে হলেই ভয় হ'তো, পাছে আবার মন ভুলায়; এখন আর কিছুই হয়না, আহ্বানও নেই, বিসর্জ্জনও নেই; দিন গেছে, সেদিনও গেছে। তোমারই কি যায়নি? তোমার পীতাম্বর আজ গৈরিক হ'য়েছে, মালার আছে ডোর, রাখীর রং ধুয়ে গেছে, আছে সূত্র, পুষ্পবাসিত উত্তরী ধূসর জীর্ণ।

কবি। চন্দ্রা, দিনান্তে যদি পৌঁছবার আনন্দ আস্বাদ পেয়েছো, তবে তোমার চোখে মুখে বিদায় সমারোহের রোশনাই দেখ্‌ছিনা কেন? গোধূলির কনকাঞ্জলী তোমার চম্পক অঙ্গুলীর প্রান্ত বেয়ে উপ্‌ছে পড়্‌ছেনাতো। যে পরমক্ষণে দিনান্তের শেষ চাওয়া ধরিত্রী ও আকাশ সঙ্গমে বর্ণ বৈচিত্র্যের অপরূপ লীলায় লীলায়িত হ'য়ে ওঠে, অস্তোন্মুখ সূর্য্যের স্বর্ণবীণায় অনুরণণ হানে, সে সুগভীর আনন্দ ত তোমার অনুভূতিতে এখনও ধরা দেয়নি। এ তো তৃপ্তি নয়, তুষ্টি নয়, মিলন নয়, এ শ্রান্ত ছায়া বিরহের বেদনামন্থন।

(চন্দ্রার দুই চোখ ছলছল করিতে লাগিল)

কবি। (সোৎসুকে) দেখি, দেখি, এইত' বেদনাপাথার মন্থন করা ধন অপরূপ দুটী মুক্তা জলজল্‌ করছে—সত্যি এইটুকু অবশেষ আছে এখনো। আমায় ভুলে থাক ক্ষতি নেই, পায়ে পায়ে যারা সোহাগ নিত তাদের ভুল থাক ক্ষতি

নেই, আপনাকে ভুলোনা পাগল, ভুলিও না। এত'
পাওয়ার পূর্ণতা নয়, তাহ'লে সেই আনন্দ-ঘন অনুভূতিতে
শান্ত সুগভীর বিরামে আত্মস্থ হ'য়ে যেত,—

চন্দ্রা। ওগো পেয়েছি এ স্পর্দ্ধা করিনে, তবে এতদিন যাঁকে
জেনেও জানিনি, চেয়েও চাইনি, আজ সে আমায় নিজে
চাইছে। তোমার কাছে যে চাওয়ার প্রত্যাশী হ'য়ে
এতদিন তোমার পথ চেয়ে ব'সে ছিলাম, সেই চাওয়া
আজ সে চাইছে। যে চাওয়ায় তোমায় আমি চেয়েছিলাম,
সেই চাওয়ায় তা'কে চাইছি আজ আমি।

কবি। সত্য চন্দ্রা, তুমি তোমার সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে চাইচো, সে
ত্যাগের তপস্যায় তুমি আজ অচঞ্চল দীপশিখাটির মত,
তপস্বিনী গৌরীর মত, বিরহিণী রাধিকার মত অপরূপ
মূর্ত্তি ধরেছো—তোমার অন্তরে, বাহিরে, সে তপস্যার
জ্যোতি বিকীর্ণ হচ্চে—কিন্তু যা দিতে এত ব্যথা বাজে,
সে কি দেওয়া হয়?

চন্দ্রা। যা হেলায় বিলিয়ে দিতে পারি, ব্যথা বাজেনা, তা কি
তাঁকে নিবেদন করার মত মূল্যবান?

কবি। যে পরমক্ষণে তাঁকে পাবে সে অমূল্যধন লাভমাত্র সব
কিছু মূল্যহীন হ'য়ে যাবে। অথবা সে সোণাকরা চরণের
পরশমাত্র সব সোণা হ'য়ে যাবে—

চন্দ্রা। জানিনা পাবো কিনা, আমার সুগভীর বেদনার মৃণালে,
রক্তশতদল উন্মুখ আগ্রহে উন্মীলিত হ'চ্ছে, তা'রি বক্ষের
উপর দু'খানি রক্তপদ্মের মত চরণের পরশ লালসায়।

একাকিনী আমি ব'সে আছি, মনে হয় যেন, সমস্ত বিশ্বে আর কেউ নেই, কিছু নেই, সত্তাহারা, শূন্য রিক্ত একান্ত একা আমি ব'সে আছি। সহসা সব পূর্ণ ক'রে, ধন্য ক'রে বিশ্বজোড়া কার অনুভূতি জেগে ওঠে; তারি অনুভূতির আবেশে কখনও দিন রাত্রি জাগরণে কেটে যায়, কখনও নিশ্চিন্ত নিদ্রায় বিরাম পাই, কখনও গহন বনপথে ছুটে যাই, কখন ঊষর প্রান্তরে, ধূসর সাগর সৈকতে লুটিয়ে পড়ি। আমি চাই আমার মায়ের বুকভ'রে তাকে ছেলের মত পেতে চাই; মেয়ের মত তার কোলে ঘুমুতে চাই; বন্ধুর মত, সখীর মত, প্রিয়ের মত, প্রিয়ার মত চাই।

কবি। এ চাওয়া কখন ব্যর্থ হয় না চন্দ্রা, তোমার পেতে আর দেরী নেই, সে রসের সাগরে স্নাত হবে, বেদনা দাহ ধুয়ে মুছে যাবে, সচ্চিদানন্দে অন্তর বাহির ভরে দিয়ে আনন্দময় আস্‌বেন. তোমার সহজ প্রেমে সহজ বন্ধু ধরা দেবেন।

চন্দ্রা। গঙ্গাধর পেয়েছে, না? ওর তাই ক্ষয় ক্ষতি, দুঃখ ব্যথা কিছু নেই। ফুলের মালার মত সবই ওর গলায় দুল্‌ছে ভূষণ হ'য়ে।

কবি। জন্ম-জন্মান্তের কোনপুণ্যে সহজাত সহজিয়া প্রেমে মরমের মরমী প্রাণের ঠাকুরকে পেয়েছে, তাই আনন্দ ওর ধরেনা, অথচ অধীরতাও নেই।

চন্দ্রা। চিন্তামণিও পাচ্ছে, না?

কবি। হ্যাঁ, সে পেয়েছে।

চন্দ্রা। আর আমার আনন্দময়, তুমি কি পাওনি ?

(কবি আনন্দে, বিষাদে, নিরুত্তর। মহারাজ ও মহারাণীর প্রবেশ, কবি ও চন্দ্রা বিহ্বলভাবে বসিয়া রহিল, মহারাণী মহারাজ অদূরে শিলাখণ্ডের উপর বসিলেন)

মহারাণী। একি তোমরা এমন নীরব কেন বন্ধু ? চন্দ্রা, কি হ'য়েছে ?

কবি। (গভীর নিঃশ্বাসে) দেবী, আজ প্রভাকর দেউলিয়া। দেউলের দেবতা দরিদ্রের সর্ব্বস্ব স্বহস্তে গ্রহণ ক'চ্ছেন।

মহারাণী। ভয় নেই বন্ধু তোমার নিবেদিতাকে, প্রসাদী নির্ম্মাল্যরূপে ফিরে পাবে।

কবি। দেবী, অতুল বৈভবের অধিশ্বরী, তোমায় কখনও আমি বিচলিত দেখিনি। তোমার অনাসক্ত, চিরস্থির চিরসংযত চিত্ত, আমার মনে অপরূপ অনুভূতির স্পর্শ জাগিয়ে রাখে। তাই তোমার সভায় ব'সে, উর্দ্ধে বাতায়নপথে তোমার নির্নিমেষ নেত্রের প্রসন্ন দৃষ্টির প্রসাদ বৃষ্টিতে অভিষিক্ত তোমার কবি অপরাজিত শক্তিতে শত শত কবিকে পরাজিত করে জয়লক্ষ্মীর আশীস্‌মাল্য ললাটে পরেছে। আমার কণ্ঠ গেয়েছে অক্লান্ত, বীণা বেজেছে অশ্রান্ত, ছন্দ গেঁথেছি অজস্র। দেবী তোমার সিংহাসন ঘিরে, যে সঙ্গীত আমি গেয়েছি, তার সুর যোজনা করেছে চন্দ্রা ; আমি যে অনির্ব্বাণ আরতি প্রদীপখানি জ্বালিয়েছি, স্নেহধারা ঢেলে তার শিখাটি অচঞ্চল দীপ্ত রেখেছে আমার চন্দ্রা। যত ফুল ছড়িয়ে দিয়েছে, কুড়িয়ে নিয়ে মালা গেঁথেছে ওইই।

ওর মিলনের আনন্দে আমার ভৈরবের সুর এত মধুর। তার বিরহের বেদনায় আমায় ভৈরবীর মীড় এত করুণ। তার কান্না হাসির, দুঃখ সুখের, আলো ছায়া, আমার হৃদয়ের কল্পনা, অঙ্গনের আলপনা, অপরিমাণ ঐশ্বর্য্য। ছয় ঋতুর, প্রতি দণ্ড পলের, নব নব আনন্দময় বিচিত্র উন্মেষণা। আজ সত্যই দেবী তোমার কবি দেউলিয়া— ওতো তোমার মতো দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিতা ছিল না দেবী। ও মানুষ, আমার ছোট কুটীরের অসংখ্য. সামান্যে ওর অপরিসীম মমতা। সে আমায় ভালবেসে, আমার সকল কিছুই ভালবেসেছিল, আঙ্গিনার তৃণটী পর্য্যন্ত সে স্নেহ ধারায় সিক্ত রাখ্‌তো, নিজে সাধ করে সব সহেছিল, বন্ধন পরেছিল।

মহারাণী। বন্ধন যদি খুলে থাকে ভালই, ভুলে যদি যায়, ক্ষতি নেই; এই পরম মুক্তির পিছনেই আছে পরম যোগ।

মহারাজা। যে ভোলে রাণী, হয়ত তা'র ভাল; যাকে ভোলে তার বড় লাগে। আমরা দেবতাকে পূজা করি, ভক্তি নিবেদন করি, ভালবাসি কিন্তু মানুষকে, মনের মানুষটিকে দেবতার মধ্যেও খুঁজি। এমনি করেই চিরদিন চল্‌ছে।

মহারাণী। ওগো আবার মানুষকে খুঁজে পাবে, দেবতার মধ্যেই। দেবতা কল্পনা নয়, স্বর্গেও নেই। মানুষের মর্শ্মের মধ্যেই মমতা দিয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠা, সেইখানেই অরূপ ধচ্ছে অপরূপ রূপ, রূপ মেলাচ্ছে অরূপে।

কবি। মানুষের হৃদয় যেদিন আনন্দে, বেদনায়, যে ভাবেই

হোক্ তাঁকে সত্যকারের চায়, তখন তিনি তারই মধ্যে বিকাশ লাভ করেন। তার মর্ম্মে, কর্ম্মে, নর্ম্মে, বাহু বন্ধনে, হাসি ক্রন্দনে ধরা দেন; প্রিয়রূপে, প্রভুরূপে সব ক্রন্দন ভুলে যায়, সব বন্ধন খসে যায়, আনন্দময় আনন্দময়—

মহারাণী। এই তো কবি নিজেকে পেয়েছো ফিরিয়ে। (কবি ও মহারাণী সুগভীর শান্ত, স্নিগ্ধ প্রসন্ন দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। চন্দ্রার ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া সহসা মহারাজের অশ্রু বহিয়া পড়িল। চন্দ্রা ব্যাকুল ভাবে তাহার হাত ধরিয়া অশ্রু মুছাইতে মুছাইতে বলিল)

চন্দ্রা। বন্ধু, সখা, তোমার এ কান্না বড় কষ্টের, এ কষ্ট আমি জানিগো—খুবজানি।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

স্থান সূর্য্য মন্দিরের বিশাল অঙ্গন, সময় সন্ধ্যা, একদিকে মহারাজ, কবি, গুরু, পুরোহিত মন্ত্রী, যুবরাজ, কুমার ও রাজ্যের বিশিষ্টগণ। অন্যদিকে মহারাণী, চন্দ্রা, রাজকন্যাগণ, রাজবধূ, নন্দিনী ও রাজ্যের বিশিষ্ট মহিলাগণ। পুরোভাগে চিন্তামণি ও বিশিষ্ট শিল্পাচার্য্যগণ, শিল্পীগণ। মহারাজার দক্ষিণে মুক্তদ্বারের বাহিরে, গঙ্গাধর ও অন্যান্য সকলে। হোমধূমে অঙ্গন পরিপূর্ণ, কোথাও যজ্ঞবেদীতে অগ্নি জলিতেছে, কোথাও পুষ্প, ফল, নৈবেদ্য সম্ভার সজ্জিত। কোথাও নানা পণ্যদ্রব্য শিল্প সম্ভার সজ্জিত।

মহারাজ। এই মন্দির যাদের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত কর্ব্বার সৌভাগ্য লাভ করেছি, প্রতিষ্ঠার দিনে, দেবতার সম্মুখে তাদের কিছু

স্মরণ চিহ্ন দিতে চাই। কবি, তোমাদের উভয়ের উৎসাহে, সঞ্জিবনী শক্তিতে জাগিয়ে রেখেছিল শিল্পীদের; তোমাদের দোবার যোগ্য আমার কিছু নেই তবু ও কবি—(কবি সহাস্য মুখে, তাঁহার বীণাখানি বক্ষে ধরিয়া গাহিলেন)।

তোমার গলার ফুলের মালা খানি
আমারে দাও প্রথম প্রাতে,
আমার গানের সুরের ডালাখানি,
তোমারে দিই নিশীথ রাতে।
গোপন মোর হিয়ার মাঝে
তোমারে ঘেরি যে সুর বাজে—
সঁপিয়া দিই সকাল সাঁঝে, আকুল করা
বকুল চাঁপাসাথে।
বিদায় বেলা কণ্ঠে মম
জড়ায়ে বাহু হে প্রিয়তম
মরণ পারের স্মরণ দিও মালাটি তব
পরায়ে নিজহাতে।
হয়ত পুনঃ আসিব ফিরে
আরতি করি তোমারে ঘিরে,
সেদিন তুমি লবে কি চিনি, কবি'রে তব
গভীর দিঠি পাতে॥

(মহারাজ সজল চক্ষে কণ্ঠ হইতে পুষ্পমাল্য খুলিয়া স্বহস্তে কবির কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। মহারাণী কণ্ঠ হইতে মুক্তার মালা খুলিয়া চন্দ্রাকে পরাইয়া দিলেন)।

মহারাজ। চিন্তামণি! তোমার উপযুক্ত পুরস্কার রাজভাণ্ডারে নেই, তবুও—

(চিন্তামণি নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িল)

চিন্তামণি। (করজোড়ে কবিরপ্রতি) ঠাকুর, আশীর্ব্বাদ কর, ঠাকুর। (রাজার প্রতি) মহারাজ আশীর্ব্বাদ কর। যেন জন্ম জন্ম এইদেশে, এমনি রাজার রাজ্যে দেউলের কারিকর হ'য়ে কাজ ক'র্ত্তে পাই—

(মহারাজ চিন্তামণিকে হাত ধরিয়া তুলিয়া নিজ অঙ্গের অঙ্গদ খুলিয়া পরাইয়া দিলেন)

মহারাজ। শিবনাথ! দিবাকর! রাজধানীতে শিল্পশালা প্রতিষ্ঠা ক'রে তোমরা তার ভার নাও। তোমাদের হাতে নূতন নূতন শিল্পী শিক্ষা পাবে।

দিবাকর। (অভিবাদন করিয়া) আজ আমার জন্ম সফল মহারাজ।

শিবনাথ। (অভিবাদন করিয়া) মহারাজ, ক্ষমা কর দাসকে, আমি অক্ষম, এ কার্য্যের যোগ্যতা আমার নেই। অনুমতি কর প্রভু, অনুমতি কর দেবতা, আমি যেন আমার গুরুর শিল্পশালায় ঐ গুরুর শিষ্য হয়ে এ জন্ম কাটিয়ে যাই, জন্মে জন্মে ফিরে ঐখানে আসি, (চিন্তামণি দুইহাতে শিবনাথকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। সভায় হর্ষধ্বনি উঠিল, মহারাজ নিজ অঙ্গের অলঙ্কার খুলিয়া উভয়কে স্বহস্তে পরাইয়া দিলেন)

মহারাজ। বৈরাগী, তুমি বয়সে সকলের ছোট, কিন্তু নৈপুণ্যে চিন্তামণিকেও পরাজয় ক'রেছো, চিন্তামণি বৃদ্ধ হ'য়েছে তুমি তার সহকারী হও।

বৈরাগী। (অভিবাদন করিয়া) মহারাজ! আমি বাবাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিলাম, মাকে ব'লে এসেছিলাম—(দুই হাতে মুখ ঢাকিল)

মহারাজ। (বৈরাগীকে নিকটে টানিয়া লইয়া নীরবে শান্ত করিলেন, মহারাণী স্বহস্তে তাহাকে বৈজয়ন্তী হার খুলিয়া পরাইয়া দিলেন)

মহারাণী। (কলিকে নিকটে আনিয়া) এই আনন্দময়ী ক্ষুদ্র বালিকার সাহচর্য্যে সকলের পরিশ্রম অপনোদন হ'য়েছে।

(সভায় হর্ষধ্বনি, মহারাণী কলিকে অলঙ্কৃত করিলেন)

চিন্তামণি। (সহাস্য প্রফুল্ল মুখে) আজ আমিও আমার সকল ভার নামিয়ে ফেলি। দিবাকর এই নাও আমার হাতিয়ার, এ আমাদের বাপ ঠাকুর্দ্দার হাতের যন্ত্র, কারও হাতে মান যায়নি। বাবা, তোমার হাতেও এর মান বজায় থাকবে জানি, তুমি নাও (দিবাকর অস্ত্রগুলি ললাটে স্পর্শ করাইয়া পিতার পদধূলি লইল, চিন্তামণি তাহার মস্তকস্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিল)

চিন্তামণি। শিবনাথ, এই হাতিয়ার নাও, এ আমার গুরুর দেওয়া, তুমিই এর উপযুক্ত, তাই তোমায় দিলেম।

(শিবনাথ অস্ত্রগুলি ললাটে স্পর্শ করাইয়া গুরুর পদধূলি লইল, চিন্তামণি তাহার শিরঃস্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিল)

চিন্তামণি। বৈরাগী, এই হাতিয়ার নাও, এ আমার ওই রাজার দেওয়া, তুমি নূতন মানুষ কিন্তু পুরাণোদের জিতেছো।

(বৈরাগী অস্ত্রগুলি ললাটে স্পর্শ করিয়া চিন্তামণির পদধূলি

লইল। চিন্তামণি দ্বারের নিকট গিয়া, গঙ্গাধরের স্কন্ধে হাত দিয়া বলিল—

চিন্তামণি। ডাক্ গঙ্গা, সব কারিকরদের ডেকে বল্ একদিন তারা নূতন সর্দ্দার খুঁজেছিল, আজ বুঝে নিক্।

(বৈরাগীকে টানিয়া গঙ্গাধরের সম্মুখে আনিল, বৈরাগী গঙ্গাধরের বুকে মুখ লুকাইল)

চিন্তামণি। (শিল্পীগণকে) কেমন উপযুক্ত সর্দ্দার নয়? আজ ওর হাতে আমি ভার নামিয়ে দিয়ে ছুটী নিলেম। মা গৌরী নিজে হাতে ওকে গ'ড়ে পাঠিয়েছেন।

(সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে, মন্দিরে সন্ধ্যারতির বাদ্য বাজিয়া উঠিল শঙ্খ, ঘণ্টা ও হুলুধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। সকলে সচকিত হইয়া, সেদিনের মত সভা ভঙ্গ করিলেন, মহারাণী চন্দ্রা ও অন্যান্য পুরনারীবর্গ, মূল মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন, দেবদাসীগণ নৃত্য করিতে লাগিল। গুরু, পুরোহিত, পরীক্ষিৎ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ অগ্নিতে আহুতি দান করিতে লাগিলেন। বটুগণ স্তব গান করিতে করিতে অপূর্ব্ব ভঙ্গীসহকারে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। অবশেষে আরতি শেষ হইয়া আসিলে পার্ব্বতী ও চিন্তামণি সাষ্টাঙ্গে লুটাইয়া প্রণাম করিল। চিন্তামণি নিঃস্পন্দভাবে পড়িয়া রহিল। পার্ব্বতী, দিবাকর, শিবনাথ, বৈরাগী সভয়ে নিকটে আসিল, সকলে কোলাহল করিয়া উঠিল। কবি ছুটিয়া চিন্তামণির দিকে গেলেন, রাজপুরোহিত বিকৃতকণ্ঠে কহিলেন)

পুরোহিত। প্রভাকর, ওখানেও কি তোমার দরকার হবে?

কবি। ঐখানেই ত' আমার সব চেয়ে বেশী দরকার।

পুরোহিত। তুমি ব্রাহ্মণ কুলের কুলাঙ্গার। (পথরোধ করিল)

কবি। ব্রাহ্মণত্বের কোন দাবী রাখিনে, পথ ছাড়ুন, নচেৎ আমি আপনাকে সরিয়ে যাবো।

গুরু। বৎস, তুমিই যথার্থ ব্রাহ্মণ ; বৈকুণ্ঠ তোমারই অধিকারে। (গঙ্গাধর দ্বারের বাহিরে অধীর হইয়া উঠিল, কবি চিন্তামণির প্রাণহীন দেহ কোলে করিলেন, পার্ব্বতী চিন্তামণির পায়ের উপর পড়িয়া সংজ্ঞা হারাইল, চন্দ্রা ছুটিয়া তাহাকে ধরিলেন, পরীক্ষিৎ আসিয়া প্রভাকরের পাশে দাঁড়াইল,)

পুরোহিত। পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিৎ, তোমার এই প্রবৃত্তি ?

পরীক্ষিৎ। আমায় ক্ষমা কর বাবা, ব্রাহ্মণও মানুষ। মানুষ হ'য়ে জ'ন্মে, পশুত্ব কি দেবত্ব বুঝিনা,—আর বুঝ্‌তেও প্রবৃত্তি নেই, তার সাধনায় সমস্ত শক্তি নিয়োগ ক'রে যে সংগ্রাম ক'রেছি, আজ তার সমাধান হ'য়ে গেলো। যম নিয়মের সামনেও অন্য নিয়ম চলে ? (কবির প্রতি) আমায় গ্রহণ করুণ। (কবি ধীরে ধীরে চিন্তামণির দেহ উঠাইতে উঠাইতে অশ্রু-অন্ধ নয়নে, বাষ্পগদ্‌গদ্‌কণ্ঠে ডাকিলেন 'চিন্তামণি', নন্দিনী তাঁহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া কাঁদিতে লাগিল, কবি উত্তরীয় প্রান্তে অশ্রু মুছিলেন নন্দিনীর অশ্রু মুছাইলেন।)

কবি। ওরে আজ কান্না নয়রে, দুঃখ নয়। মৃত্যু নয়রে—মহাজয়। আজ ভক্ত ভগবানে লীন হ'য়ে গেছে। গঙ্গাধর আনন্দ কর্, আজ বড় আনন্দের, বড় আনন্দের দিন। গঙ্গাধর

হাতের যষ্টি ফেলিয়া দুইহাত জুড়িল, সাবিত্রী তাহার নিকটে গিয়া তাহার হাত ধরিলেন। কবি গাহিলেন—

ও গেলো রবির রথে আলোক পথে
বলরে বল জয়,
মরণ হরণ অভয়চরণ
পেয়েছে নাহিরে ভয়।
অরূপের রূপের লেখা
অপরূপ দিল দেখা,
ভাবসাগরের ঢেউ পেয়েছে রূপসাগরে লয়।
আঁখিতে রেখে আঁখি
অপলক চেয়ে থাকি
পলক আর প'ড়্বে নাকি পুলকে শিহরয়।
জন্ম জরা মরণ জিনি
চিনেছে ধন চিন্তামণি,
অচিনের চরণ পরে পরাণ মূরছায়।
ভালে ওর দীপ্ত শিখা
দীপিছে বিজয় টীকা
দিয়েছে দিন, দিনের রাজা, জিনেছে ক্ষতি ক্ষয়।
ভোলরে ভোল' ব্যথা
গাওরে বিজয় গাথা
আনন্দ রোল, আকাশে তোল ও আনন্দময়॥

কবি। ধর গঙ্গাধর (গঙ্গাধরকে চরণ ধরাইলেন) ধর পরীক্ষিৎ (পরীক্ষিৎকে ঊর্দ্ধ ভাগ ধরাইলেন। দিবাকর, শিবনাথ,

মহারাজ, যুবরাজ সকলে অনুগমন করিল। বৈরাগীকে রেবন্ত বক্ষে ধরিলেন, পার্ব্বতীকে সাবিত্রী কোলে করিয়া বসিলেন, প্রায় মূর্চ্ছাপন্ন নন্দিনী চন্দ্রার বক্ষে লুটাইয়া পড়িল। গায়ত্রী কলিকে টানিয়া লইল, মহারাণী শান্ত নির্ণিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন)।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

স্থান সমুদ্রতীর, কাল সন্ধ্যা, দূরে কবি একাকী ফিরিতেছেন। অদূরে
(শিবনাথ একাকী যাইতেছে)

(দেবদাসীগণ প্রবেশ করিয়া গাহিল)

ও একাকী, গৃহহারা একলা পথের পান্থ,—
আজ্‌কে তোমায় লাগ্‌ছে যেন বড়ই বেশী শ্রান্ত।
তোমার করুণ মুখের পরে,
সাঁঝের অরুণ কিরণ ঝরে,
চৈতী হাওয়া উতল হ'য়ে, উড়ায় অলকপ্রান্ত।
উদাস দুটী আঁখির পরে
কোন্ বেদনার মুক্তা ঝরে
হে বৈরাগী কাহার লাগি হ'য়েছো উদ্‌ভ্রান্ত॥

(একদিক দিয়া শিবনাথ প্রস্থান করিল, অপর দিক দিয়া দেবদাসীগণ প্রস্থান করিল। চন্দ্রার প্রবেশ)।

চন্দ্রা। কই সে কোথায় গেল ? (দূরে দেখিয়া) এই যে, এইদিকেই আস্‌চে, ওর মুখ কখনও এমন মলিন দেখিনি।

(কবির প্রবেশ)

কবি। এই যে চন্দ্রা, আমি তোমায়ই খুঁজ্‌ছিলেম—

চন্দ্রা। আমায় কেন খুঁজ্‌ছিলে গো—

কবি। আমার সকল শূন্য ভ'রে দেওয়া প্রিয়াকে খুঁজে ফিরছি চন্দ্রা। যার দান ছিল অপরিমাণ, গতি ছিল নৃত্য, কথা ছিল ছন্দ, স্বর ছিল সুর, সেই প্রিয়াকে খুঁজ্‌ছি।

চন্দ্রা। (কবির কণ্ঠলগ্ন হইয়া) তুমি তা'কে ফিরিয়ে আনো। যদি অনেক দূরে এগিয়ে গিয়ে থাকে, ডেকে আনো। সঙ্গে রাখো, ডাকো, এমন ক'রে ডাকো—যেন মৃত্যুর পরপার থেকে জন্মে জন্মে শুন্‌তে পায়, ছুটে আসে। বড় ব্যথায় তোমার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে, আজ দ্বাদশ সহস্র শিল্পীর ব্যথা তোমার বুকে বাজ্‌ছে। আমি কাউকে চাইনা, কিছু চাই না, তোমার ব্যথা ভোলাতে চাই। তুমি আমার সব বুঝে খুঁজে নাওগো।

কবি। চন্দ্রা একটি গান গাওনা। আমার মুখর পাখী—আমার সাধা বীণা, নীরব ভালবাসিনা—

চন্দ্রা। (আনত মুখে বসিয়া রহিল ক্ষণপরে অশ্রু মুছিয়া গাহিল)

তোমার কাছে এই জীবনের যাই গো সব রাখি—
হিসাব নিকাশ পাওনা দেনায় নাইকো কিছু ফাঁকি।
এই জীবনের সাদা কালোয়,
সকল ছন্দে, মন্দে ভালোয়,
তোমার কোলের পরে দিলাম মেলে রাখিনিকো ঢাকি।

প্রিয় আমার পরম প্রিয়,
সরম ভরম নিও গো নিও
চরম পথের পান্থ জনের কি আর আছে বাকি।
সাঙ্গ হ'লো দিনের খেলা
বিদায় মাগি সন্ধ্যাবেলা
ডাক দিয়েছে কোন অজানায় অচিন্ নীড়ে পাখী।

(নতজানু হইয়া কবির পদতলে লুটাইয়া পড়িল। কবি গভীর প্রেমে, তাহাকে উঠাইয়া লইলেন)।

(মহারাজা ও মহারাণীর প্রবেশ)

মহারাণী। এই যে চন্দ্রা, ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে, অসীমকে খুঁজে পেয়েছো? ওঠো কবি তোমার অবসর আজ নয়। ওঠো চন্দ্রা, ওঠো। সর্ব্বতীর্থ শেষে, সর্ব্বতীর্থরাজ সংসার তীর্থে, ব্রতী সংসারী স্বার্থক দম্পতি ফিরে চল। তোমাদের পুণ্য ছায়ায় শত তাপিতের দেহ মন আত্মা শীতল হবে।

পরিশিষ্ট

(কবি ও চন্দ্রা গাহিতেছে)।

আনন্দ রে আনন্দ আজ
কূল হারায়ে, সব পারায়ে যায়,
তারে তটের বাধার বাঁধন দিয়ে
ধ'রে রাখাই দায়।

কোন্ সে ক্ষ্যাপা খেয়াল ঘোরে,
ক্ষেপিয়ে নিয়ে বেড়ায় মোরে,
কোথায় পাগল ডাক দিয়ে যায়,
ওরে আগল ভেঙ্গে আয়।
আনন্দ আজ আনন্দ মোর
দুঃ নয়নে আনন্দ ঘোর
আমার জীবন মরণ জনম জনম
বিলাতে চাই পায়॥

সমাপ্ত

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	১৬	তাঁরা	তাঁর
১৪	১	চাঁচার	চাঁচর
১৪	৫	বঙ্করাজ-চরণ	বঙ্করাজ চরণ
২১	৩	পায়	পায়ে
২৮	১২	মড়া	মরা
২৮	১২	পাচীর	প্রাচীর
৩৪	৫	দি	দিদি
৪১	৬	সুমিত্রা	সাবিত্রী
৪২	৮	রথের	পথের
৫৪	৪	চ'লো	চলো
৮৪	১২	সংজ্ঞানামা	সংজ্ঞানানা
৮৭	১২	যেদ	মেদ
৯৫	১৩	বাপ,	বাপ
৯৫	১৭	ঠাকুর মা	ঠাকুরমা
১০৪	২৩	বুঝবো,	বুঝলে ?